শারদ সংখ্যা।

শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম, এ, বি,এল পৃষ্ঠপোষিত।

ভাদ্র ও আশ্বিন।

১৩৩১।

উত্তর বঙ্গের একমাত্র

দ্বৈমাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

সম্পাদক

শ্রীরাধাচরণ দাস সাহিত্যরত্ন।

কান্তকবি ৺রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার্থ—

পাবনা রজনীকান্ত পাঠাগার হইতে প্রচারিত,

বর্তমান সংখ্যার লেখকগণ—

শ্রীশশধর রায় এম, এ, বি, এল।

কবি শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী এম, এ, বি, এল।

শ্রীরাধারমণ সাহা বি, এল।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায় বি, এল।

শ্রীবিভূপদ রায় এম, এ, বি, এল প্রভৃতি

প্রতি সংখ্যা ।০ আনা।

বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা।

আরতির নিয়মাবলী

আরতির মূল্য অগ্রিম দেয়। সর্ব্বত্র ডাকমাশুল সহ বার্ষিক মূল্য ১॥০ দেড় টাকা। প্রতি সংখ্যা।০ চারি আনা। মূল্য মণিঅর্ডারে পাঠাইতে হয়। কাহাকেও কাগজ ভিঃপিঃতে পাঠান হইবে না। মূল্য কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হয়।

উত্তরের জন্য রিপ্লাইকার্ড বা ডাকটিকিট সহ পত্র না লিখিলে সকল পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নয়।

লেখকগণ দয়া করিয়া প্রবন্ধের নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। প্রবন্ধ সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের ঠিকানা থাকা চাই। অমনোনীত রচনা ফেরত লইতে হইলে, প্রবন্ধের সঙ্গে /০ এক আনার ডাক টিকিট পাঠান আবশ্যক। অমনোনীত কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না।

সূচীপত্র

শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন লাহিড়ী

কার্য্যাধ্যক্ষ, আরতি

C/O সারদা প্রেস

পোঃ পাবনা, বেঙ্গল।

[illegible]-নয়নে, এখনও র'বে কি শয়নে ?
জাগাও, বিশ্ব-পুলক-পরশে, বক্ষে তরুণ ভরসা।
—রজনীকান্ত।

আরতি

১ম বর্ষ
১ম সংখ্যা
শরৎ সংখ্যা
ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩৩১।

'আরতি'র আত্মনিবেদন।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবী-সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ।

শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে নানা বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া 'আরতি' স[illegible] হইল।

পাবনার সাহিত্য[illegible] এক খানা মাসিক পত্রিকা [illegible]ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা [illegible] করিতে পারেন [illegible] সাহিত্য সেবকগণের সা[illegible]পূর্ণ কার্য্যে সসঙ্কোচে [illegible]।

পাবনার ন্যায় ক্ষুদ্র সহর হইতে এই দারুণ প্রতি-যোগিতার দিনে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা কতদূর কঠিন ব্যাপার তাহা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। তথাপি আমরা সাহিত্য সেবার মঙ্গলময় আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া এই অসাধ্য সাধনে ব্রতী হইলাম।

কলিকাতার এত রাশি রাশি পত্রিকা থাকিতে পাবনার ন্যায় ক্ষুদ্র সহর হইতে 'আরতির' ন্যায় ক্ষুদ্র আয়তন পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজন কি ? ইহার একমাত্র উত্তর, কলিকাতা—সহর, পাবনা মফঃস্বল।

সহর ও মফঃস্বলের জলবায়ুতে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে। সহরের লোক, তাহার পাশের বাড়ীর লোকের নাম জানে না! সুখ-দুঃখের সংবাদ লওয়া ত দূরের কথা।

আমরা অনেক দিন হইতেই উত্তরবঙ্গের—গ্রামের বিশেষতঃ এই পাবনা জেলার নিজস্ব প্রতিভা, বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য, উদ্যমশীলতা, অধ্যবসায়, কষ্টসহিষ্ণুতা, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা ও অন্যবিধ মহত্ত্বের পরিচয় দিবার জন্য একখানি পত্রিকা প্রকাশের বাসনা অন্তরে অন্তরে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। এতদিনে জগদীশ্বর আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন, এজন্য তাঁহার চরণে কোটি কোটি প্রণাম।

পাবনা হইতে "আরতি" প্রকাশের কল্পনা শুনিয়া কেহ কেহ আমাদিগকে বাতুল বলিয়া আপ্যায়িত করিতেছেন। তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত, বাতুলেরাই জগতে অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। কূট-বুদ্ধি বিবেচক ও বিচারকের দল চিরদিন চুল-চেরা বিচার লইয়া কাল কাটাইয়াছে, লাভ-ক্ষতির খতিয়ান করিয়াছে, কাজ কিছুই করে নাই। আর ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত মানুষের কিছুই করিবার শক্তি নাই, মানুষ তাঁহার হস্তের যন্ত্র মাত্র।

নিজ নিজ প্রদেশের ইতিহাস, পল্লী-জীবনী বা প্রসিদ্ধ জনগণের ও সাহিত্য, সমাজ ও দেশ-সেবকগণের বা প্রসিদ্ধ বংশ সমূহের কতকটা বিবরণও যদি পল্লী মাসিক দ্বারা প্রচারিত হয়, তবে যেমন সমাজের হিতসাধন হইবে তেমনই ভবিষ্যৎ ইতিহাস রচনারও সহায়তা হইবে—ঈদৃশ আশাতেই আমরা কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম। ফল শ্রীভগবানের হস্তে।

"আরতি" টিকিবে, কি সূতিকাগৃহে মরিবে? আমরা জানি, যে-সব শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া জননীর স্তন্য পান করিতে অসমর্থ হয়, তাহারাই জন্ম-মুহূর্ত্তে জীবলীলা সাঙ্গ করে। "আরতি" যদি প্রচুর মাতৃ-স্তন্য পায়, তবে সে নিশ্চয়ই হৃষ্ট, পুষ্ট বলিষ্ঠ হইবে, দশ জনের মধ্যে একজন হইবে, দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করিয়া দেশ ও সমাজের সেবা করিবে। এই পাবনা জেলায় ১৪ লক্ষ নর নারীর বাস। এই বিরাট মানব-মণ্ডলীর সহস্রাংশের একাংশও যদি "আরতিকে" অপত্যবৎ স্নেহ ও যত্ন করেন তবে আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি বাণীপূজার এই ক্ষুদ্র "আরতি" কখনই নিবৃত্ত হইবে না। "আরতির" জীবন-মরণ পাবনা জেলা-বাসীর হস্তে। তাঁহারা যদি "আরতি" চান তবে "আরতি" নিশ্চয়ই বাঁচিবে। আর তাঁহারা যদি না চান তবে "আরতি" তিষ্ঠিবে কি করিয়া? 'আরতি' অ-চিত্র পত্রিকা। আমরা 'আরতি'র কোনরূপ অঙ্গ সৌষ্ঠব, বহিঃ-সৌন্দর্য্য ও প্রসাধন করিতে সমর্থ হইব না। কবির ভাষায় বলিতে হয়;—

> কাঞ্চন-থালি নাহি আমাদের,
> অন্ন নাহিক জুটে!
> যা আছে মোদের এনেছি সাজায়ে
> নবীন পর্ণ পুটে।
> সমারোহে আজ নাই প্রয়োজন
> দীনের এ পূজা, দীন আয়োজন,

চির দারিদ্র্য করিব মোচন
চরণের ধূলা লুটে!

"আরতি" গ্রামের সম্পত্তি; গ্রাম যে আজিকালি ত্যাজ্য বস্তু হইয়াছে। তাই, "আরতি" জীবন-সংগ্রামে লড়িবে কেমন করিয়া? তবে দেশের দৃষ্টি এখন গ্রামের দিকে পড়িয়াছে। ইহাই আমাদের আশার অবলম্বন। আমরা "আরতি"কে মাসিকপত্র করিব, মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু নানা কারণে আপাততঃ "আরতি" দুই মাস অন্তর একবার আপনাদের নিকট হাজির হইবে।

সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ যদি "আরতি"কে আদর করেন, তবে "আরতি" মাসে মাসে আপনাদের মনোরঞ্জন করিবে। আসুন, আমরা সকলে সমস্বরে জগদীশ্বরের নিকট "আরতি"র দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি। ওঁ শান্তি।

উদ্বোধন

আরতি আরম্ভ হইল। অথচ আমাদের ধূপ-দীপ ত নাই-ই, পূজারীও নাই। প্রায় শূন্য মণ্ডপে দেবতা চির প্রতিষ্ঠিতা আছেন। পূজা করিবে কে? মাতৃ-মন্দিরে দেশমাতৃকা দেবীরূপে আবির্ভূতা, কিন্তু সেবক সাধক কোথায়? মাতৃ-যজ্ঞে হোতা অধ্বর্য্যু উদ্‌গাথা কাহাকেও ত' দেখিনা! আরতি করিবে কে? আমাদের বাহু স্পন্দন রহিত। দ্রব্য সম্ভারের অভাব। কেমন করিয়া আরতি করিব? আমরা দিন দিন অবসন্ন হইতেছি। আরতির প্রদীপ তুলিবার শক্তি নাই যে। সেই শক্তি-সঞ্চয় করিবার নিমিত্ত আমরা আরতি অনুষ্ঠান করিতে বসিয়াছি। কিন্তু শক্তি-সঞ্চয় করিব কোন্ মন্ত্র-সাধনায়? এ মন্ত্রের ঋষি হইবে কে? মন্ত্র-দ্রষ্টা কোথায় পাইব? আর সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা চিত্ত-শুদ্ধ সাধক—তাহাও ত' দেখিতে পাই না। আরতির সমস্ত উপকরণ থাকিলেও বাহুতে শক্তি থাকিলেও, চিত্ত-শুদ্ধি না থাকিলে দেবতা যে পূজা গ্রহণ করেন না। আমরা কি প্রকৃতই দেশ-মাতৃকার ভক্ত? তবে আমরা শত শত বৎসর অপদেবতার পূজা করিয়া আসিতেছি কেন? পরের মাকে মা বলিয়া নিজের মাকে ডাকিতে পারিতেছিনা কেন? যাঁহারা প্রধান পূজারী বলিয়া আমাদের সম্মান পাইতেছেন, তাঁহাদের নাভিমূল হইতে এ পূজার ওঁঙ্কার ধ্বনি উত্থিত হয় না কেন? দেশ প্রতিমার দশ হস্ত খসিয়া পড়িয়াছে, চরণ যুগল ভাঙ্গিয়া

গিয়াছে। উজ্জ্বল মুখশ্রী মলিন হইয়াছে। কৈ আমরা ত' গড়াইয়া লই নাই। গঠন কার্য্য এখনও বাকী আছে। কেমন করিয়া আরতি করিব? কেমন করিয়া যজ্ঞ-হোমে আহুতি দিব? বঙ্গ জননীকে একটি বিরাট দেহ বলিয়া মানিয়া লইলে এ দেব মূর্ত্তি পদ-প্রান্ত হইতে বঙ্গের যে বিশাল শূদ্র জাতি জাত হইয়াছে, তাহাদের ত এ মন্দিরে প্রবেশ অধিকার আমরা দেই নাই! তাহারা পূজা করিবে কেমন করিয়া? বঙ্গের ত্রি-চতুর্থাংশ সেবক যে তাহারাই! তাহাদিগকে বাদ দিলে পূজা করিব কাহাকে লইয়া? আজি কয়েক শত বৎসর হইল আমাদের হইয়াছে কি? আমরা যে রুগ্ন, ব্যাধি-গ্রস্ত! আতুরের ত' পূজাধিকার নাই। মাথা স্ফীত, হস্তপদ শুষ্ক ও শীর্ণ—ইহাই কি আমাদের বঙ্গের সাধকগণের প্রকৃত বর্ণনা নহে? আমি এ পীড়াকে শিরঃ শোথ বলি। পুরাকালীয় আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থে এ পীড়া দেখিতে পাইবেন না। এ পীড়া কোথা হইতে বঙ্গ দেশকে আক্রমণ করিয়া বঙ্গীয়গণকে এমন দুরবস্থ করিল? তাহা কে বলিয়া দিবে? সমাজ-পতিগণ সমাজের মাথা। তাহারা অতিমাত্র পুষ্ট। কিন্তু সমাজদেহের অন্য অঙ্গ যে নাই! যাহারা সমাজের হস্তপদ ছিল তাহাদের মধ্যে কতিপয় সাধককে আমি একদিন মাতৃপূজার পদ্ধতি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাহারা উত্তর করিল;—"আমরা কি বল্‌ব? আমরা কি একটা মানুষ? এ সব বিষয়ে আমরা বুঝিই বা কি? আপনি বলেন, আমরা শুনি।" যাহারা কখনও নিজকে মানুষ বলিয়া বিবেচনা করিতে শিখে নাই, তাহাদের মনে মনুষ্যত্বের গৌরব কেমন করিয়া আনিব? আর মনুষ্যত্বের ভাব জাগ্রত করিতে না পারিলে দেশ-মাতৃকার সেবা করিব কাহাকে দিয়া? পুরোহিত ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ জাতিটি একাই সমস্ত পূজার সম্ভার সংগ্রহ করিয়া একাই ধূপদীপ বাদ্যো-দ্যমে একাই বলি-হোম-যজ্ঞে সমস্ত কার্য্য কি তিনি একাই করিবেন? আমরা চারিশত বৎসর হইল এই ভাবেই পূজার আয়োজন করিয়া আসিতেছি! আর এখন এ পূজা কি বিশাল নিষ্ফলতায় পরিণত হইয়াছে! যাহারা এ পূজার ধাতু দ্রব্য গড়িত, যাহারা এ পূজার কাষ্ঠদ্রব্য নির্ম্মাণ করিত, যাহারা এ পূজার বস্ত্র-সম্ভার যোগাইত—তাহারা সকলেই যে অবশ দেহে বিস্ফারিত নেত্রে মহা সমুদ্রের পশ্চিম দিকে তাকাইয়া আছে! যাহারা এ পূজার অন্ন-বস্ত্র নৈবেদ্য ভারে ভারে আনিয়া দিত—তাহারা দূরে দূরে বিতণ্ডা করিতেছে! আর কত বলিব? কে এই পূজার দ্রব্য-সম্ভার যোগাইবে? কে বসিয়া পূজা করিবে? তাই আমরা আরতি করিতে বসিয়াছি। এই আরতির দিঙ্মণ্ডল বিস্তৃত সুবাসিত ধূম্ররাশি, এই আরতির সুদূর নভোমণ্ডল নিনাদিত বাদ্যোদ্যম যদি দশদিক্ হইতে দলে দলে উপাসক, সাধকদিগকে দেবীমন্দিরের দিকে আহ্বান করিতে সমর্থ হয়—তবেই আমাদের সকল আশা পূর্ণ হইবে। তবেই আমাদের এ মর্ম্মান্তিক চেষ্টা—এ অনুষ্ঠান জয়-যুক্ত হইবে। আর তখন আমরা আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ পাঠক-পাঠিকাদিগকে এ পূজার নব নব মন্ত্র ভক্তি ভরে শুনাইয়া নিজেও কৃতার্থ হইব। কর্ম্মে আমাদের

অধিকার— ফল শ্রীভগবানের হস্তে। কর্ম্মণ্যে ব্যধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

আরতি
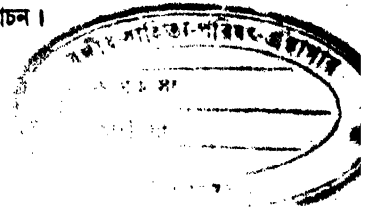
(শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী এম, এ, বি, এল,)
"রাকা," "মঞ্জরী," "ছায়াপথ" প্রভৃতি কবিতা গ্রন্থ রচয়িতা

মানস মুকুরে বঁধুর মুরতি হৃদয়ে বঁধুর বাস,
পিরীতি-বিবশ তনুর পরশ বঁধুর হরষ-পাশ।
রূপ-নিরঝর ঝরে ঝর ঝর বঁধুয়া সিনান করে,
উথলে মরমে পিরীতি অমিয়া বঁধুর ভোগের তরে।
আদর সোহাগ মানের বিরাগ বঁধুর পূজার ডালি
বঁধুর মুরতি পূজিছ মানসে প্রেমের প্রদীপ জ্বালি।
সরম করম কুলের ধরম সকলি করিয়া চর,
ধূপের অনলে দিতেছ নিবেদি' গন্ধ ছুটিছে দূর।
ফীত পয়োধর করে থর থর তনুতে বসন নাই,
বিভোর ধেয়ান হরিল জ্ঞেয়ান টুটি গেল কাল ঠাঁই।
পূজা সমাপিয়া আপনারে দিয়া বঁধুরে তুষিলি রাই!
তুহার-পিরীতি না মিলে জগতে গোলকে আছে কি নাই।

পাবনা জেলার বিশেষত্ব

(শ্রীরাধা রমণ সাহা বি, এল)

রাজসাহী বিভাগের পূর্ব্বদক্ষিণাংশে বঙ্গের দুইটী প্রধান নদী, যমুনা (ব্রহ্মপুত্র) ও পদ্মার (গঙ্গা) সঙ্গমস্থলে অবস্থিত পাবনা জেলা আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও সর্ব্ব-বিষয়ে ইহার কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। যথাঃ—

(১) শিল্প হিসাবে এই জেলার হিন্দুর মধ্যে তন্তুবায় যোগী, কাপালিক প্রভৃতি এবং মুসলমানের মধ্যে কারিকর (চলিতভাষায় জোলা), নীলকষা'নে প্রভৃতি বস্ত্র শিল্পী ও বস্ত্র ব্যবসায়ী জাতির সংখ্যা এই জেলার প্রায় চৌদ্দ লক্ষ লোকের মধ্যে প্রায় এক লক্ষের উপর। দেলুয়া, কৈজুরী, সুজানগর, একদন্ত প্রভৃতি হাটে তাহাদের তৈয়ারি কাপড় আমদানী হয়। এখানকার ন্যায় নীলকসানে কারিকরগণের প্রস্তুত কাপড়ের "পাড়" তৈয়ার উপযোগী নানাবর্ণের সূত্র কোথাও আমদানী হয় না। কাষ্ঠ শিল্পী সূত্রধরগণের তৈয়ারী নৌকা সর্ব্বত্র বিশেষতঃ চৌবিলা ও পুঠীয়া হাটে, আমদানী হয়। (২) বাণিজ্য হিসাবে এই জেলার পূর্ব্বে যমুনা ও দক্ষিণে পদ্মা এবং মধ্যস্থলে করতোয়া (ফুলঝোড়), হুরাসাগর ইছামতী আদি, নদী প্রবাহিত থাকায়,—এই জেলার ব্যবসায়িগণের পণ্যদ্রব্যাদি নদীপথে আমদানি রপ্তানি কার্য্য অতীব সুবিধা জনক। এখানকার বাণিজ্য প্রসিদ্ধ জন্য পূর্ব্বাপর ইউরোপীয় বণিকগণের এখানে গতি বিধি আছে। এমন কি সিরাজগঞ্জের সর্ব্বপ্রথম নিযুক্ত (১৮৫৬) ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এক সময়ে সরকারী চাকুরি উপেক্ষা করিয়া পাটের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তাহা হইতে সিরাজগঞ্জের অধুনালুপ্ত চট কলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। পূর্ব্বের করতোয়াতটে হাণ্ডিয়ালের ন্যায় বর্ত্তমানে সিরাজগঞ্জ পূর্ব্ববঙ্গের একটী উন্নতিশীল বন্দর।

(৩) শিক্ষা হিসাবে এই জেলা সাতিশয় উন্নত বলা যায়। চৌদ্দ লক্ষ লোকের জন্য পাবনায় একটী কলেজ, ৩০টী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, ৭ সাত শতাধিক স্কুল, পাঠশালা, মক্তবাদি এবং সিরাজগঞ্জে উচ্চ অঙ্গের মাদ্রাসা বর্ত্তমান আছে। সালিখা গুণাইগাছা, পুকুর-পাড়, কাওয়াখোলা প্রভৃতি গ্রাম সংস্কৃতচর্চ্চায়, তাঁতিবন্দ হরিপুর ভারেঙ্গাদি গ্রাম ইংরেজি শিক্ষায় চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। চিকিৎসা শাস্ত্রে নাকালিয়া অঞ্চলের রাংসাহীর প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়, পাবনার প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র রায় এবং সিরাজগঞ্জের শ্রীযুক্ত নীলাম্বর দুই মহাশয়গণের নাম উল্লেখ যোগ্য। (৪) সামাজিক হিসাবে হিন্দুরাজত্বকাল হইতে ছাতক নিবাসী ভীমকালিহাই বংশীয় ব্রাহ্মণ সমাজ এবং বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজপ্রতিষ্ঠাতৃগণের অগ্রণী ভৃগু নন্দীবংশীয় পোতাজিয়া অষ্টমনীষাদি গ্রামের কায়স্থগণ ভদ্র সমাজে সবিশেষ প্রতিষ্ঠাবান। মুসলমান সমাজে সাহাজাদপুরের খোন্দকার ও খাঁ এবং আমিনপুরের মির্জ্জাগণ অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ।

এতদ্ব্যতীত এ জেলার অধিবাসিগণ বিদেশেও বিশেষ প্রতি-পত্তিশালী হইয়াছেন। গোয়ালিয়র প্রবাসী ৺মহিমচন্দ্র জোয়ারদার, আগ্রার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার ৺নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাশীরভূতপূর্ব্ব কবিরাজ মোহিনী মোহন চক্রবর্ত্তী ও ডাক্তার ঈশানচন্দ্র রায়, কুচবিহারের ভূতপূর্ব্ব জজ ৺যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, পাটীগণিত প্রণেতা আলিগড়কলেজের অধ্যাপক ৺যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রমুখ মহাত্মগণ বিদেশে পাবনার মুখোজ্জল করিয়াছেন। রাজসাহী রাজা মহারাজার জেলা হইলেও, রাজা

রামজীবনের সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত রাজসাহীর অধিকাংশ জমিদারের ভূসম্পত্তির পরিচালক ও কর্ণধার এই ক্ষুদ্র জেলারই অধিবাসিগণ। এই জেলার তন্তুবায়, বৈশ্যসাহা প্রভৃতি ব্যবসায়িগণ নাটোর, রাজসাহী, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলায় ব্যবসায়ীরূপে তথাকার ধনসমৃদ্ধি আনয়ন করিয়াছেন। উকীল মোক্তার ব্যবহারাজীব স্বরূপেও এই জেলার অনেকে উক্ত জেলা সমূহে ও অন্যত্র বিশেষ লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন।

আরতি

(শ্রী প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী)

আরতি করিব কা'রে? হে মোর দেবতা!
এই ভিক্ষা, এই মোরে দেহ উপদেশ;
ধুনচি লইয়া হাতে, জিজ্ঞাসিতে কথা
অন্তরে আমার বড় হইল যে ক্লেশ!—
দেশের কারণে যা'রা দেছে আত্ম প্রাণ,
হে দেবতা, তা'রা তব অতি প্রিয়জন;
তাঁদের বিগ্রহ কেহ করিয়া নির্ম্মাণ
তোমার মন্দিরে আজো করেনি স্থাপন।
সে দিন আসিবে যবে, জয় জয় রবে
মত্ত হ'ব আমি তব আরতি উৎসবে।

কান্তকবি রজনীকান্ত

(শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায় বি, এল)

কাব্য নিকুঞ্জের কল কণ্ঠ বিহগ কান্ত কবি রজনীকান্তের সুকণ্ঠ আজ নীরব; তবুও তাঁহার গীতের মধুর ধ্বনি বাঙ্গালীর প্রাণে প্রাণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কান্ত কবির কথা স্মরণ হইলেই তাঁহার

কর্ম্মক্ষেত্র রাজসাহীর কথা মনে পড়ে। যখন "সিরাজ-দ্দৌলা" প্রণেতা প্রসিদ্ধ-প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্র, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের সহায়তায় "গৌড় রাজমালা" "গৌড় লেখ-মালা" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়নে আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীর পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইতেছিলেন, শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় 'রাঘব বিজয় কাব্য' 'প্রশ্ন' "পরবশতা" ও উপনিষদের পদ্য বঙ্গানুবাদে বাঙ্গালা ভাষাকে সম্পদ শালিনী করিতেছিলেন এবং শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয় মুসলমান বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা প্রকাশে বাঙ্গালার সাহিত্যে অপূর্ব্ব রসতত্ত্বের সমাবেশ করিতেছিলেন শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় আয়ুর্ব্বেদ ও রসায়ন, বৈজ্ঞানিক জীবনী প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছিলেন, সাধক কুঞ্জলাল তাঁহার "মধুকুপা" আড়াই দিনের মধ্যে লিখিয়া সাধন জগতের অলৌকিক তত্ত্ব মর জগতে প্রকাশ করিয়া গেলেন, তখন এই সাহিত্য সাধন ক্ষেত্রে কোকিলের কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল।

ভারত কাব্য নিকুঞ্জে জাগ সুমঙ্গলময়ি মা
মুঞ্জরি তরু পিক গাহি করুক প্রচারিত মহিমা।

সুকুমার সাহিত্যে কান্ত কবি রজনীকান্তের স্থান কোথায়? এ কবির গীতি কাব্যে কি জীবনের অনুভূতি আছে? কারণ ও অকারণের ভিতর দিয়া স্রষ্টা যে মহারূপের বিলাস করিতেছেন—এই বিশ্ব-সৃষ্টির রস মাধুর্য্য উপভোগ জীবনের চরম লক্ষ্য এই মানব প্রাণের অন্তর ভূমির সহিত বিশ্ব প্রাণের অপূর্ব্ব মিলন, এই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের সহিত অতীন্দ্রিয়ের মহামিলনের রস তাহা কি এই কবির কল্প কলায় আছে? কবির বাণীতে কি ভাবের চরমোল্লাস ও প্রাণের গভীরতা আছে? বাঙ্গালা ভাষায় রসতত্ত্বের মন্দাকিনী ধারা কি শুকাইয়া গিয়াছে? বিলাস লীলার বিচিত্র ক্রীড়ার কি অবসান ঘটীয়াছে? অনুভূতির জীবন্ত জলন্ত প্রকাশই যে শ্রেষ্ঠ কল্পকলা এবং সেই অনুভূতিই যে সাহিত্যের প্রকৃত রস তাহা কি বাঙ্গালী ভুলিয়া গিয়াছে?

কত মধু যামিনী রভসে গমাওল
ন বুঝল কৈসন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল
তঁৈও হিয় জুরণ ন গেল॥

বিদ্যাপতির এই মিলনের মধ্যে যে মহা-মিলনের জন্য ব্যাকুলতার সুর বাজিতেছে তাহা কি তার বাঙ্গালীর কাব্য-নিকুঞ্জে শ্রুত হইবে না!

অনন্তকাল ধরিয়া প্রাণের সম্পর্ক, চির-জন্মকাল কল্পকাল ধরিয়া তুমি আর-আমি

মাটীর জনম, ছিলনা যখন
তখন করেছি চাষ
দিবস রজনী না ছিল যখন
তখন গণেছি মাস।"

আমরা দু'জনে লীলা-সাগরে ভাসিয়া যে খেলিতেছি, এ বিনোদ খেলার মরম কে বুঝিবে? এই মহা-মিলনের প্রধান দূতী প্রেমের তত্ত্ব কে জানিবে? তাই প্রাণের কবি চণ্ডীদাস আকুল হইয়া বলিলেন—

ও দেশের কথা এ দেশে কহিলে
লাগিবে মরমে ব্যথা।

প্রাণের চরমে প্রাসে কবি আত্মহারা হইয়া গাহিতেছেন—

"আমার বাহির দুয়ারে
কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা !
তোরা নিসার হইয়া আয়না সজনী
আঁধার পেরিলে আলা।"

অঙ্গনে ঢালিয়া জল করিয়া অতি পিছল
চলাচল তাহাতে করিতাম –

কেননা "সখি আমার চল্‌তে হবে গো বঁধুর লাগি পিছল পথে"। আর—

হইলে আঁধার রাতি পথ মাঝে কাঁটা পাতি
গতাগতি করিতে শিখিতাম।

কেননা "সখি আমায় ফিরতে হবে গো বঁধুর লাগি সদাই কত কণ্টক কানন মাঝে"। এই যে কৃষ্ণকমলের স্বাদিতে নিজ মাধুরীতে যে বিরহ—কল্পকলায় রূপান্তর আর কি বাঙ্গালা সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিবেনা ?

কান্ত কবি রজনীকান্ত এই ত্রিস্রোতার প্রেম-নীরে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। তাহাতেই তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তলবাহী ভক্তি নির্ঝরিণী স্বতঃই উৎসারিত হইয়াছে। তাই কান্তগীতি এত মর্ম্মস্পর্শী এবং প্রাণারাম।

আমিতো তোমারে চাহিনি জীবনে
তুমি অভাগারে চেয়েছ
আমি না ডাকিতে হৃদয় মাঝারে
নিজে এসে দেখা দিয়েছ।

অযাচিত অশ্রান্ত করুণার ধারার মধুময় পরিচয় কবির সঙ্গীতের প্রতি ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আনন্দ ঘন রসাধার রূপরসের ভিতর দিয়া সর্ব্বদাই প্রকাশ, এবং সমগ্র জীবন দিয়া তাহার অনুভূতিই প্রকৃত সাহিত্য।

প্রভাতে বিহগের কাকলী, জ্যোৎস্না বিধৌত রজনীতে স্রোতস্বিনী বক্ষে আলোকের নৃত্য, কাক চক্ষু জলে শতদলের মলয় হিল্লোলে মৃদুল কম্পন—এযে তাহারই বিলাস লীলা—

তুমি সুন্দর তাই তোমারি বিশ্ব সুন্দর শোভাময়
তুমি উজ্জ্বল তাই নিখিল দৃশ্য নন্দন প্রভাময়।

* * * *

তুমি প্রেমের চির নিবাস হে
তাই প্রাণে প্রাণে প্রেম পাশ হে

তাই মধুমমতায়, বিটপি লতায় মিলি প্রেম কথা কয়।
জননীর স্নেহ সতীর প্রণয় গাহে তব প্রেম জয়॥

রসানুভূতি কোথায় ? প্রকৃত রসানুভবেতে ইন্দ্রিয়ে ও অতীন্দ্রিয়ে মাখামাখি হইয়া যায়। ইন্দ্রিয় তখন আপনার স্বাভাবিক সীমাকে ছাড়াইয়া অসীম অতীন্দ্রিয়ের রাজ্যে প্রবেশ করে। রসের ভূমিতে গিয়া পৌঁছিলে চক্ষের সঙ্গে রূপের স্পর্শ হইবামাত্রই চিত্ত চক্ষুকে ছাড়াইয়া—চক্ষু যাহা দেখিতে পায় না তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়ে।

কে যেন সে দিন আঁখি তারকায়
মোহন তুলিকা বুলাইয়া যায়
সুন্দর তব সুন্দর সব
যে দিকে ফিরাই আঁখি।

এইরূপেই রসের রাজ্যে ইন্দ্রিয়ে ও অতীন্দ্রিয়ে মাখামাখি হয়, এইরূপেই ইন্দ্রিয়কে ধরিয়াই এ রাজ্যে চিত্ত ইন্দ্রিয়কে ছাড়াইয়া গিয়া, ইন্দ্রিয় সংস্পর্শ হইতে যে সুখ বা উল্লাস জন্মে তাহাকেই রসে পরিণত করে।"

যেন তোমার পুণ্য পরশ
ক'রে তোলে এই চিত্ত সরস
উথলিয়া উঠি বক্ষে হরষ
বিবশ হইয়া থাকি।

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর, প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর"—একি রক্ত মাংসের রূপের জন্য চিত্তের এত ব্যাকুলতা? অঙ্গের সুগঠন, বর্ণের ভাস্বরতা নয়নের ভঙ্গিমা, স্বরের মাধুর্য্য স্পর্শের কমনীয়তা—ইহার প্রতি আকাঙ্ক্ষাই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের সন্ধান জানাইয়া দেয়। রসের ভূমিতে আমার সিদ্ধদেহ অতীন্দ্রিয় সাক্ষাৎকারে সখার সিদ্ধ দেহের প্রত্যক্ষ পাইয়া সখ্যরস ভোগ করে—আজ সেই ভোগ লালসায় পূর্ব্বরাগ কবির প্রাণে বাজিয়াছে।

সখিরে! মরম পরশে তারি গান
অধীর আকুল করে প্রাণ।
জোছনা উছলি উঠে, মলয়া মুরছি পড়ে
কুঞ্জে কুঞ্জে ফুল ফুটে ওঠে থরে থরে
বিশ্ব বিমোহন তান।

ভাবের গভীরতায়, ভাষার ঝঙ্কারে কান্ত কবির পদাবলী তুলনা বিহীন। কবিতায় মিলের প্রয়োজন কি? মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না, তাহার বক্তব্য যখন ফুরাইয়া যায়, তখনো ঝঙ্কারটা ফুরায় না, মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের খেলা চলিতে থাকে—এ কথার সত্যতা রজনীকান্তের প্রতি গানে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করা যায়।

গোপন লিপি

শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার বি, এল

আজিকে শারদ প্রাতে
গোপন এ লিপি খানি,
এনেছে বুকেতে বয়ে
শত বরষের বাণী;
—সোনালি মেঘের ফাঁকে
সোনার আখর তার,
নিঙারি দিয়েছে যেন
গোপন হৃদয় ভার;
ভরা নদী ফুলে ফুলে
বলিছে কত না কথা,
দোয়েল শ্যামার গানে
কোথা যেন বাজে ব্যথা;
শ্যামল ধরণী বুকে
শেফালী পড়েছে লুটে,

ধানের ক্ষেতের কোলে
কুসুম উঠেছে ফুটে ;
ভাষাতে ফোটেনি যাহা
দু'ফোঁটা শিশির ঝরে'
দিয়েছে তাহার লিপি
বুকের বেদনা ভরে ;
পড়িতে পারিনি তবু
লুকায়ে রেখেছি বুকে,
এসে মোর চির সাথী
জীবনের সুখে দুখে।

পাবনা জেলার

সাময়িক পত্রাদির ইতিহাস

দেশ মধ্যে সংবাদ পত্রাদি প্রচার করতঃ লোক শিক্ষার পথ সুগম করণ ও তদ্দ্বারা দেশ সেবা প্রভৃতি কার্য্যে পাবনা জেলার অধিবাসিগণ চিরদিনই অগ্রসর। বঙ্গদেশে যখন বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সর্ব্বত্র প্রচলন হয় নাই এবং সংবাদপত্রের উপকারিতা লোকে বুঝিতে সমর্থ হয় নাই ; সেই সময় হইতে (প্রায় সার্দ্ধ শতাব্দী বৎসর পূর্ব্বে) এই জেলার অধিবাসিগণ মধ্যে শিক্ষিত মহাত্মগণ সংবাদপত্রের উপকারিতা উপলব্ধি করতঃ বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সংবাদপত্রাদি প্রচারে মনোযোগী রহিয়াছেন। এই জেলার নিভৃত পল্লীতে বহু পণ্ডিতের বাস এবং কোন কোন পণ্ডিত প্রধান পল্লী হইতে সংবাদপত্র সমূহের প্রচার দর্শনে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে এই জেলার শিক্ষিত মনীষিগণ চিরদিনই সাহিত্যানুশীলনে সবিশেষ উদ্যোগী।

এ জেলার সংবাদপত্রের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের উর্দ্ধকাল পূর্ব্বে পাবনা সহর নিবাসী স্বর্গীয় রাম সুন্দর রায় নামক জনৈক ব্রাহ্মণ সন্তান সর্ব্ব প্রথমে ১২৭১ সালে (মতান্তরে ইংরাজী ১৮৬৪)

(১) পাবনা দর্পণ

নামে একখানা মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ইহা "পাবনা হিতৈষী কোম্পানি" হইতে প্রকাশিত হইত। বহুদিন সুচারুরূপে পরিচালিত হইবার পর, তাঁহার পরলোকগমন ঘটিলে, ইহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়।

উক্ত পত্রের অন্তর্দ্ধানের পর স্বদেশ সেবায় ও সাহিত্যানুশীলনে অনুপ্রাণিত হইয়া সিরাজগঞ্জের অন্তর্গত ঘোরাচরা গ্রাম নিবাসী প্রণেতা বিখ্যাত গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় মহাশয়ের পূর্ব্ব পুরুষ নীলমাধব রায় সর্ব্ব প্রথমে ঐ অঞ্চলে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতঃ

(২) স্বদেশ হিতৈষিণী

নামক একখানা পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। উহা কাষ্ঠ নির্ম্মিত অক্ষরে মুদ্রিত হইত। ১৮৭৪।৭৫ সালে উক্ত পত্রিকার প্রচার বন্ধ হয়।

এই নীলমাধব রায় উক্ত মুদ্রাযন্ত্রের প্রিণ্টার এবং চন্দ্রকুমার সেন উক্ত পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

আজ প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে চাটমোহর থানার অন্তর্গত গুণাইগাছা নামক পণ্ডিত প্রধান পল্লী হইতে শ্রীধর রায় কুণ্ডু প্রভৃতির উদ্যোগে

(৩) জ্ঞান বিকাশিনী

নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা ৺ভৈরবনাথ সিদ্ধান্ত মহাশয়ের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

তৎপর সিরাজগঞ্জ হইতে তথাকার উকিল শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র বসু ও ৺ভারশীয়ার হরিচরণ বসু প্রভৃতির উদ্যোগে এবং মোহিনীমোহন সেন (ও পরে রমণীমোহন সিংহ) মহাশয়ের সম্পাদকতায়

(৪) আশালতা

নাম্নী একখানা মাসিক পত্রিকা বাহির হইয়াছিল। কালক্রমে তাহা বন্ধ হইয়া গেলে পাবনা সহর নিবাসী হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা তর্কপাত্র মহাশয়

(৫) অণুবীক্ষণ

নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী বামাসুন্দরী দেবী উক্ত পত্র প্রচারে সমধিক উদ্যোগী ছিলেন। "অণুবীক্ষণ" বন্ধ হইয়া গেলে তাঁহারই যত্নে ও 'নামে' 'বামাবোধিনী' পত্রিকার জন্ম হয়। এক্ষণে সেই "বামাবোধিনী" কলিকাতা এণ্টুনি বাগান লেন হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

ইহার কিছুদিন পরে পাবনা সহর হইতে ৩ মাইল দূরবর্ত্তী মালঞ্চী গ্রামের সরকার জমিদারগণের উদ্যোগে

(৬) বার্ত্তাবহ

নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৮২।৮৩ অব্দে "দিবাকর" প্রেস হইতে

(৭) ভ্রমর

নামক একখানা মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়।

পাবনা জেলার দিলপশার গ্রাম হইতে

(৮) বিজলী

নামক মাসিক পত্রিকা বাহির হইয়াছিল।

ন্যূনাধিক ১৭।১৮ বৎসর পূর্ব্বে পাবনা সহর হইতে স্বর্গীয় উকিল তারক নাথ অধিকারী মহাশয়ের সম্পাদকতায়

(৯) ঊষা

নাম্নী একখানি মাসিক পত্রিকার উদয় হয়। উহা দীর্ঘদিন জীবিত ছিল না। কালে "ঊষা" বিলুপ্ত হইলে

পাবনার উকিল শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বসু বি, এল মহাশয়ের সম্পাদকতায় ১৩০৭ সালের বৈশাখ মাসে

(১০)　　জ্যোৎস্না

নারী মাসিক পত্রিকার আবির্ভাব হয়। উহা ছয় মাসের অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। "জ্যোৎস্না" অস্তমিত হইলে ১৩০৯ সালে শ্রীযুক্তবসন্ত কুমার ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের উদ্যোগে ও সম্পাদকতায়

"পাবনা ও বগুড়া হিতৈষী"

নামক সাপ্তাহিক পত্রের জন্ম হয়।

হামির, কর্ম্মফল প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী স্বর্গীয় কিশোরীমোহন রায় মহাশয়ের উদ্যোগে ও সম্পাদকতায়

১৩১৯ সালের ১০ই ভাদ্র হইতে পাবনা সহরে

(১১)　　সুরাজ

নামক আর একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এক্ষণে উহা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সান্যাল মহাশয় কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। ইহার বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

পাবনা সহর হইতে বর্ত্তমানে এই দুই খানা কাগজই নিয়মিতরূপে বাহির হইতেছে।

(১২)　　প্রতিনিধি

গত ২৮শে মাঘ হইতে সিরাজগঞ্জ হইতে তত্রত্য কমলা প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বিহারিলাল দত্ত মহাশয়ের উদ্যোগে ও শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু উকিল শ্রীযুক্ত চুনীলাল সিংহ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের সম্পাদকতায় একখানি সার্থকনামা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইতেছে। ইহার বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

তাড়াতাড়ির জন্য এই বিবরণীতে অনেক ত্রুটী বিচ্যুতি রহিয়া গেল, সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ নিজ-গুণে ক্ষমা করিয়া ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন পূর্ব্বক এ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে পরম উপকৃত ও অনুগৃহীত হইব।

মীরাবাইএর প্রার্থনা।

শ্রীবিষ্ণুপদ রায় এম, এ, বি, এল, বাণীভূষণ

হে মনোমোহন চির সুন্দর
মীরার হৃদয়-রাজ!
তোমার চরণে শরণার্থিনী
দাসী আসিয়াছে আজ।
রাজার ভবন হইতে শুনিয়া
মুরলীর মধু গান

আসিলাম ধেয়ে দূরে তেয়াগিয়ে
লাজ ভয় কুল মান।
তুমি শুধু জান মীরার বেদনা
তুমি অন্তর স্বামী—
ত্রিভুবন-স্বামী গিরিধর ছাড়া
কেহ নহে মোর স্বামী।

রাজার সোহাগ, প্রজার অশ্রু,
অতুল বিভব রাশি
—ভস্ম সমান মনে হল যবে
পরাণে বাজিল বাঁশি।
আর ত চাহিনা রাজার অঙ্ক,
হীরক, রত্ন, হেম;
চাহি শুধু তব দুখানি চরণে
দিতে বুক ভরা প্রেম।

চাহি শুধু ওই চরণ-কমলে
বিকাইয়া দিতে প্রাণ,
পরাণ ভরিয়া করিবারে সদা
তব গুণ-গীতি গান।
অপরাধ-ভার যা কিছু আমার
ক্ষম প্রভু গিরিধর।
আশ্রয় হীনা কাতর ও দীনা
মীরারে তোমার কর।

আরতির পঞ্চ প্রদীপ।

আমেরিকার সংবাদপত্র

আমেরিকার লোকে সংবাদপত্র যত অধিক পড়ে, পৃথিবীর অন্য কুত্রাপি এরূপ পড়ে না। একজন আমেরিকান একবেলা বরং উপবাসী থাকিবে তাহতেও রাজি, কিন্তু একবেলা খবরের কাগজ না পড়িয়া সে কিছুতেই সুস্থির থাকিতে পারে না। প্রত্যেক আমেরিকান প্রাতঃকালীন আহরের সময় সংবাদপত্র পড়িবেই পড়িবে। অনেকে প্রতিদিন দুখানা, তিনখানা [illegible] এমন কি পাঁচ সাতখানা সংবাদ-পত্রও নিয়মি[illegible] ভাবে পা[illegible] করিয়া থাকে। আমেরিকার যে এত উন্নতি, তা[illegible] অন্যতম কারণ এই সংবাদপত্র।

আমেরিকার সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ অধিক দীর্ঘ হয় না, [illegible] পাঠকগণ সম্পাদকীয় মন্তব্যের প্রতি মনোযোগী [illegible] তাহারা চাহে কেবল সংবাদ। সম্পাদকীয় মন্তব্য সাধারণতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্যারার আকারে প্রদত্ত হয়। তাহাতে থাকে চলতি ঘটনার উপর টিপ্পনী বা ব্যাখ্যা, কোন বিষয়ের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তিতর্ক।

রবারের সংবাদপত্র।

লণ্ডনের ৬ই জানুয়ারীর টেলিগ্রামে প্রকাশ. "ইনভেষ্টার্স ক্রণিকেল" পত্রের বর্ত্তমান সংখ্যা নাকি রবারের পাতের কাগজে ছাপা প্রথম সংবাদপত্র। ঐ সংবাদপত্র মনে করেন যে, এইভাবে রবারের কাগজের [illegible] কাজে লাগিতে পারে।

[illegible]ক সম্পাদক

[illegible]টি, এইচ, [illegible]ক একটি বালক আমেরিকার বোষ্টন সহরে [illegible] সাপ্তাহিক পত্রিকা পরিচালনা করে। [illegible]সেই সে দুইখানি পত্রিকার সম্পাদক।

কলিকাতার সাময়িক পত্র ও ছাপাখানা :— পুলিশ রিপোর্টে প্রকাশ, কলিকাতা এবং সহরতলীতে ৩১ খানা দৈনিক পত্র, ৩ খানা অৰ্দ্ধ সাপ্তাহিক, ৭০ খানা সাপ্তাহিক, ১৫ খানা পাক্ষিক, ১৭৭ খানা মাসিক, ২৭ খানা ত্রৈমাসিক ৩ খানা দ্বিমাসিক ১ খানা ষান্মাষিক, ৩ খানা বার্ষিক পত্র প্রকাশিত হয়। কলিকাতা এবং সহরতলীতে মোট ৬শত ছাপাখানা আছে। কলিকাতার ও সহরতলীতে যে এত পত্র প্রকাশিত হয় এবং এত ছাপাখানা আছে, তাহা আমাদের ধারণা ছিল না।

পৃথিবীর পুস্তক সংখ্যা

অনেকে অনুমান করেন যে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপে মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কার হওয়ার পর হইতে এই পর্য্যন্ত পৃথিবীতে মোট ১ কোটী ৬৫ লক্ষ পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। উহার মধ্যে ১৯০০ খৃঃ অব্দের পর হইতে এই পর্য্যন্ত ৪৪ লক্ষ পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে।

• গ্রন্থকারের খেয়াল।

মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চিল তাঁহার এক পুস্তকের ৪ বার ভুল সংশোধন করিয়া ছিলেন। কিন্তু টমাস কেম্বেলের ভুল সংশোধনে খুব কৃতিত্ব আছে। তাঁহার একখানি পুস্তকের কোন এক জায়গায় 'কমা'র স্থানে 'সেমি-কোলন' হইবে, উহা সংশোধন করিবার জন্য তিনি ছয়মাইল হাঁটিয়া প্রিন্টারের নিকট যাইয়া উপস্থিত হন এবং উহা সংশোধন করিয়া আবার ফিরিয়া আসেন।

ভাষার বৈচিত্র্য।

পৃথিবীর ভাষা আছে যে কত রকম তা গুণে শেষ করা যায় না। আবার প্রত্যেক ভাষায় কত খুঁটী নাটি নিয়ম। ইংরাজী ভাষায় ২৬টি অক্ষর আছে। ফরাসী ভাষায় অক্ষরের সংখ্যা কিন্তু ২৫টি। ঐ রকম বলটিক ভাষায় ১৭টি, ইটালীয় ভাষায় ২০টি ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষায় ২৪টি, স্পেনদেশী ভাষায় ২৭টি তুরস্ক ও আরব দেশী ভাষায় ২৮টি, পারস্য দেশী ভাষায় ৩১টি, রুষীয় ভাষায় ৩৬টী ও সংস্কৃত ভাষায় ৪৪টি, অক্ষর আছে। সব চেয়ে বেশী অক্ষর আছে চীনদেশী ভাষায়। তাদের সংখ্যা ২১৪টী।

বাঙ্গালায় শিক্ষা

অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলা দেশ শিক্ষায় কিরূপ পশ্চাৎপদ তাহা নিম্নোক্ত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে। আমেরিকায় ইংলণ্ডে, সুইডেনে ও সুইজারল্যাণ্ডে শতকরা ৯৯ জন শিক্ষিত, অষ্ট্রীয়ায় ৯১, হলাণ্ডে ৯০, বেলজিয়ামে ৮০, আয়র্লণ্ডে ৭১, ইটালীতে ৫৬, রুশিয়ায় ২৫ জন শিক্ষিত। বাংলা দেশে মাত্র শতকরা ১০ জন শিক্ষিত অর্থাৎ ১০০ জনের মধ্যে মাত্র ১০ জন বাঙ্গালী কমবেশী লেখাপড়া জানে। বাংলায় শতকরা ১৬ জন হিন্দু শিক্ষিত কিন্তু শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৬ জন। হিন্দুদের মধ্যে শতকরা ২৭ জন পুরুষ এবং ৩॥০ জন নারী শিক্ষিত কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে শতকরা ১০ জন পুরুষ ও অর্দ্ধ জন নারী লেখাপড়া জানে। ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা প্রায় ৬ জন মুসলমানের সংখ্যা শতকরা কিঞ্চিদধিক এক জন।

ব্রাহ্মণ সভায় সেকালে গোঁড়ামী

শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় সিরাজগঞ্জ হিন্দু

সভার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সেই কনফারেন্সে তিনি অস্পৃশ্যদের হাত হইতে মিষ্টান্ন ও জল গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই অপরাধে কলিকাতার ব্রাহ্মণ সভার সম্পাদক রায় মহাশয়ের পুরোহিতের নিকট একখানি চিঠি লিখিয়া আদেশ করেন যে, তিনি যেন রায় মহাশয়ের পূজার্চ্চনাদি না করেন। পুরোহিত ঠাকুর সে আদেশ গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি রায় মহাশয়ের বাড়ীতে যথারীতি পূজার্চ্চনা করিতেছেন। এখন ব্রাহ্মণ সভা কি করিবেন? (সময়)

বাঙ্গালার উচ্চ ও নীচ জাতি

সমগ্র বাঙ্গালার হিন্দুসমাজের লোকসংখ্যা প্রায় ২ কোটি ৮ লক্ষ। তার মধ্যেব্রাহ্মণ ১৩ লক্ষ, কায়স্থ ১২ লক্ষ, এবং বৈদ্য ১ লক্ষ—মোট ২৬ লক্ষ মাত্র অর্থাৎ এই তিন জাতি একত্রে হিন্দু সমাজের মাত্র শতকরা ১২৷৷৹ ভাগ। বাকী শতকরা ৮৭৷৷৹ ভাগ তথাকথিত "নিম্নবর্ণের" লোক। যে সমাজের মুষ্টিমেয় শতকরা ১২৷৷৹ ভাগ লোক, কতকগুলি কৃত্রিম দেশাচার ও প্রথার বলে সমাজের অপর ৮৭৷৷৹ ভাগ লোককে দাবাইয়া রাখিতে পারে, সে সমাজের কখনই মঙ্গল হইতে পারে না।—সময়।

সাময়িক প্রসঙ্গ

রজনীকান্তের স্মৃতি তর্পণ

দেখিতে দেখিতে চতুর্দ্দশ বৎসর কাল-গর্ভে বিলীন হইয়া গেল—১৩১৭ সালের ভাদ্র মাসের এমনি দিনে (২৮শে ভাদ্র) বঙ্গের ভক্ত কবি 'বাণী,' 'কল্যাণী' রচয়িতা অমর রজনী কান্ত সেন মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছিলেন। (১) স্থানীয় কিশোরীমোহন ছাত্র পাঠাগারের সদস্যগণ কবির মৃত্যু তিথির একমাস পূর্ব্বেই আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে কবির স্মৃতি সভার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

(২) গত ২৮শে ভাদ্র সিরাজগঞ্জে পূর্ণিমা সম্মিলনের সভ্যগণের উদ্যোগে কান্ত কবির স্মৃতি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। কবি বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রিয়বন্ধু নিয়োগী সাহিত্য ভূষণ, শ্রীযুক্ত বিমলা প্রসাদ গুপ্ত প্রভৃতি কান্ত-ভক্তগণ বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

(৩) ঐ দিন সুদূর মুর্শীদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমাতে কান্ত স্মৃতি বার্ষিকীর অনুষ্ঠান হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ রায় এম, এ, বি, এল বাণীভূষণ মহাশয় "কান্ত কবি" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। যে সকল ভদ্রলোক হাঁসপাতাল জীবনে কবিকে সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন—এমন দু'একজন সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। স্থায়ী স্মৃতি রক্ষার জন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আশাকরি, অচিরে প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত হইবে।

পাবনা হিতসাধন মণ্ডলী

গত ২৬শে ও ২৭শে শ্রাবণ আচার্য্য ডক্টর প্রফুল্ল চন্দ্র রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে মণ্ডলীর ২য় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। পাবনাবাসিগণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ আচার্য্যদেবের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। এবার মণ্ডলী সেবা কার্য্যে নৈপুণ্য-প্রদর্শন জন্য শ্রীমান্ প্রাণবন্ধু বাগচিকে একটী স্বর্ণ পদক এবং চরকাতে কৃত সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুতকারিণী ৮ম বর্ষীয়া বালিকা শ্রীমতী বিজনবালা দেবীকে একটী রৌপ্য পদক পুরস্কার দিয়াছেন।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

বর্ত্তমান সংখ্যার প্রচ্ছদপটে "আরতি"র নামের যে একটী ব্লক প্রকাশিত হইল পাবনার শিল্পী শ্রীযুক্ত রহিমোহন বরাট নাট্যবিনোদ মহাশয় বিনা পারিশ্রমিকে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, এজন্য আমরা তাঁহাকে গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শুদ্ধ খদ্দর প্রদর্শণী

গত ২৯ শে ভাদ্র হইতে কলিকাতা মির্জ্জাপুর পার্কে যে একটী শুদ্ধ খদ্দর প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে তাহাতে পাবনা হইতে শীতলাই এর স্বদেশ প্রেমিক জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ মৈত্রেয় এবং শ্রীমতী চারুশীলা দেবী চরকায় কাটা খুব সূক্ষ্ম সূতা প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছেন।

"প্রবাসী"র আচরণ

ভাদ্রের "প্রবাসী"র বিবিধ প্রসঙ্গে 'ব্রাহ্মণ সভা [illegible] প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য আচরণ' শীর্ষক আলোচ[illegible] কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল, গৌহাটিতে অনুষ্ঠি[illegible] বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি, উপনিষদ্ ব্রহ্ম[illegible] রাঘববিজয় কাব্য, ত্রিদিববিজয় কাব্য, প[illegible] মানব সমাজ, প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ [illegible] সেবী শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম, এ বি, এল মহাশ[illegible] 'শ্রীযুক্ত শশধর রায় নামক একজন ভদ্রলোক' ব[illegible] উল্লেখ করিয়াছেন। সাহিত্য সমাজে শশধর বাবু কি পরিচিত নহেন? প্রবাসীর বিজ্ঞ ও সাহিত্যি[illegible] সম্পাদক মহাশয়ের আর একজন প্রবীণ সাহিত্যিকে[illegible] প্রতি আচরণ লক্ষ্য করিবার বিষয় বটে।

ত্রুটী স্বীকার

অর্থাভাবনিবন্ধন ও তাড়াতাড়ি বশতঃ এবার কার "আরতি" ক্ষীণকলেবরা হইল, আশা করি সেজন্য স্বদেশ প্রেমিক পাঠক-পাঠিকাগণ ক্ষুণ্ণ না হইয়া আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। উত্তরবঙ্গ বিশেষতঃ পাবনা জিলাবাসিগণের স্নেহ, যত্ন ও উৎসাহ পাইলে পরবর্ত্তী সংখ্যায় 'আরতি' পুষ্টতর হইবে।

পাবনা শারদা প্রেসে, শ্রীতারাপদ চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র—বর্ষা সংখ্যা, ১৩৩২

'আরতি'র নিয়মাবলী

আরতির মূল্য অগ্রিম দেয়। সর্ব্বত্র ডাকমাশুল সহ বার্ষিক মূল্য ১॥০ দেড় টাকা। প্রতি সংখ্যা ।০ চারি আনা। মূল্য মণিঅর্ডারে পাঠানোই সুবিধা। ভিঃ পিঃতে ৵০ আনা অতিরিক্ত লাগে। মূল্য কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হয়।

উত্তরের জন্য রিপ্লাইকার্ড বা ডাকটিকিট সহ পত্র না লিখিলে সকল পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নয়। লেখকগণ দয়া করিয়া প্রবন্ধের নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। প্রবন্ধ সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের ঠিকানা থাকা চাই। অমনোনীত রচনা ফেরত লইতে হইলে, প্রবন্ধের সঙ্গে /০ এক আনার ডাক টিকিট পাঠান আবশ্যক। অমনোনীত কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। কোন রচনা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণে সম্পাদক অসমর্থ। সমালোচনার জন্য পুস্তক দুই কপি পাঠান আবশ্যক।

বিজ্ঞাপনের দর—সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা প্রতিবার ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲, সিকি পৃষ্ঠা ১৷০ কভার প্রতি পৃষ্ঠা ৬৲ দীর্ঘদিনের চুক্তিতে বিশেষ সুবিধা। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

নিঃ— শ্রীসারদা চরণ রায়—— কার্য্যাধ্যক্ষ, 'আরতি'
C/o সারদা প্রেস, পোঃ পাবনা (বেঙ্গল)।

নিদ্রালস-নয়নে, এখনও কি র'বে শয়নে?
জাগাও, বিশ্ব-পুলক-পরশে, বক্ষে তরুণ ভরসা।

—রজনীকান্ত।

আরতি

১ম বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা

বর্ষা সংখ্যা।

আষাঢ় ও শ্রাবণ,
১৩৩২।

দেশবন্ধু

শ্রী বিজয় লাল চট্টোপাধ্যায়

পুরবাসি! তব দুয়ারে এসেছি কণ্ঠে লইয়া ব্যথার গান,
দেশের বন্ধু দেশের লাগিয়া সমর-ক্ষেত্রে দিয়াছে প্রাণ।
বেসেছিল ভাল এই বাংলারে প্রেমিক সে জন আপনা ভুলি;
স্বর্গ হইতে প্রিয় ছিল তার এই বাংলার মাটীর ধূলি!
অশ্রুসিক্ত-কণ্ঠে বাঙালি! প্রেমের মহিমা উচ্চে গাও,
প্রাণের মূল্যে কিনেছে সে দেশ, তোমরা কি দিবে আনিয়া দাও?

অথচ ইংরাজি শিক্ষায় অনভিজ্ঞ তথাকথিত অসভ্য শ্রেণীর এই সকল নিরক্ষর ব্যক্তির কি মহনীয় চরিত্র! কবির, নানক প্রভৃতি ইতিহাস বিশ্রুত ব্যক্তিদের কথা বলিতেছি না। লালন ফকির, সোনাবন্ধু সাহেব প্রভৃতি এ অঞ্চলের অখ্যাতনামা নিরক্ষর ব্যক্তিরা হিন্দুমুসলমান প্রীতির যেরূপ এক এক খানি প্রকট মূর্তি ছিলেন, তাহাতে মনে হয়, এই অদ্ভুত ব্যাপার যে শিক্ষায় সম্ভবপর হইয়াছিল, বর্তমান সময়ে সেই শিক্ষাই আমাদের সর্বথা প্রয়োজনীয়। যাহা হউক সাঁইজীর ভাগ্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ ঘটিয়া উঠে নাই সত্য, কিন্তু প্রকৃতি মুক্তহস্তে তাঁহাকে যে অমূল্য মানস সম্পদ দান করিয়াছিলেন; তিনি পথের ফকির হইয়াও তাহারই ফলে রাজসুখের অধিকারী হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ধর্মের প্রতি আস্থা, সন্ন্যাসী ফকিরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং তীর্থপর্যাটনের ইচ্ছা বলবতী ছিল। শুনা যায়, তিনি যখন তরুণ যুবক, তখন প্রতিবেশীদের সহিত জগন্নাথদর্শনে পুরীতে যান। সে সময়ে লোকে সাধারণতঃ পদব্রজেই তীর্থাদি স্থানে যাতায়াত করিত। রেল পথের তখনও বিস্তৃতি হয় নাই। পুরী হইতে ফিরিবার পথে তাঁহার দারুণ বসন্ত রোগ হয় এবং তাঁহার সহযাত্রিগণ তাঁহার মরণ নিশ্চিত জানিয়া তাঁহাকে পথে ফেলিয়া যায়। সে যাত্রায় তাঁহার বাঁচিবার কোন আশা ছিল না। দৈবক্রমে এক সিদ্ধ ফকির তাঁহাকে কুড়াইয়া পান এবং স্বকীয় চিকিৎসাগুণে তাঁহাকে নিরাময় করেন। সে-বারে এইরূপে তিনি রক্ষা পান সত্য, কিন্তু তাঁহার মুখ মণ্ডল চিরদিনের জন্য বিকৃত এবং চক্ষুদ্বয়(?) জন্মের মত অন্ধ হইয়া যায়। তৎপরে তিনি সেই প্রাণদাতা ফকিরের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন এবং কয়েক বৎসর যাবৎ তাঁহার সহবাসে থাকিয়া তৎপ্রদর্শিত সাধনপথে বহুদূর অগ্রসর হন। এই রূপে বহুদিন অতীত হইয়া গেলে, সকলে তাঁহাকে বিস্মৃতিসাগরে বিসর্জ্জন দিলে দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের পরে সহসা একদিন তিনি স্বগ্রামে ফিরিয়া আসেন। তিনি সকলের মায়া কাটাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু জন্মভূমির মায়া কাটাইতে পারেন নাই। এবং জন্মভূমিরও সৌভাগ্য যে, তাঁহার মত 'হারামণি'কে ফিরিয়া পাইয়া ধন্য হইয়াছিল। সাঁইজী দেশে ফিরিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু গৃহে আর ফিরেন নাই। জন্মের মত অন্ধত্ব প্রদান করিয়া ভগবান্ তাঁহাকে সংসার হইতে চিরবিচ্ছিন্ন করিয়াছেন। অতএব তিনি তাঁহাকে যে পথে আনিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে তাহাই শ্রেয়ঃ — বহির্দৃষ্টির বিনিময়ে তিনি যে নির্মল অন্তর্দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, তাহারই বলে ভগবানের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়াই তিনি বোধ হয় গৃহে ফিরেন নাই; এবং বিশ্বের পথে একতারায় গান গাইয়া আর ভিখ মাগিয়া খাইয়াই জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন; কিন্তু সত্যের

ফুল যত ক্ষুদ্রই হউক এবং যেরূপ হীনস্থানেই প্রস্ফুটিত হউক, সৌরভ তাহার লুকাইবার জিনিষ নহে। সুতরাং উত্তরকালে তাহার সাধনার কথা এবং সঙ্গীতের খ্যাতি সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং নিম্নশ্রেণীর বহু হিন্দু মুসলমান তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ১১৬ বৎসর বয়সে সাঁইজী দেহরক্ষা করেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসাহাজী

হিন্দু সঙ্গীত

শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম, এ, বি, এল, কর্তৃক অনূদিত

(পণ্ডিত মাধব শুক্ল রচিত)

উচ্চারণ সংস্কৃতের ন্যায়

মূল	অনুবাদ
হিন্দুওঁ। এক বনো বল গহো	হিন্দু তোরা এক হ' ; হ রে বলীয়ান
নহী তো ছোড়ো হিন্দুস্থান।	না হ'বে তো ছাড়ো হিন্দুস্থান।
বীরোঁ কে উপহাস বনে হো	তোরা বীরের উপহাস
কুটিল জনোঁ কে গ্রাস বনে হো,	তোরা কুটিল জনের গ্রাস
সদিয়োঁ সে গতণা দাস বনে হো	কত কাল গত হ'য়েছিস দাস
লজ্জা নহী নিদান ॥	নাহি ঘৃণা লজ্জা অভিমান।
হিন্দু ওঁ। ইত্যাদি।	হিন্দু তোরা এক হ' ইত্যাদি
যহাঁ ক্লীবোঁ কা ধাম নহিঁ হৈ	এ দেশ নহে তো ক্লীবের ধাম
কাপুরুষোঁ কা কাম নহি হৈ	কাপুরুষে হেথা নাহি তো কাম ;
যহ বহী জাতি নহী, জিসমেঁ	এ সেই জাতি হিন্দু যা'র নাম,
হোতে কায়রা সন্তান ॥	এ কুলে জন্মে না ভীরু সন্তান।
হিন্দুওঁ। ইত্যাদি।	হিন্দু তোরা এক হ' ইত্যাদি

ধিক্ দিজ ধর্ম্মিষ্ঠতা তুম্ হারী
হরণ গো রহী সম্মুখে নারী।
লজ্জা নহী লুকে হো বিলমেঁ
গাদড়* শ্বান() সমান ॥
হিন্দু বনো ইত্যাদি

নহী ইস সময় প্রাপ্ত অবস্থা
শুনে শাস্ত্র যা৹ বর্ণ ব্যবস্থা,
হমেঁ চাহিয়ে গো বলি গোকর
রখে হিন্দু মান ॥
হিন্দু বনো ইত্যাদি

ধিক্ তোরে, তোর ধর্ম্মে বলিহারী!
তোর সম্মুখে হরে তোর নারী?
নির্লজ্জ তুই; গর্ত্তে প্রবেশ করি
শৃগাল কুকুর সম বাঁচাস প্রাণ!
হিন্দু তোরা এক হ' ইত্যাদি

এখন নাহিরে সেই অবস্থা ৪
শুনিবি শাস্ত্র আর বর্ণ ব্যবস্থা;
আমি চাই, তোরা প্রাণ দিয়ে
রাখ্ হিন্দু মান।
হিন্দু তোরা এক হ' ইত্যাদি

ঈক্ষণিকা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি—২)

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী বি. এ,

চিন্তার শক্তি কতখানি, চিন্তার ব্যাপকতা কতদূর, বা চিন্তা বা ভাব এটা আসলে কি এই সব বিষয় জানাই যোগ সাধনার প্রথম উপায়। একটা কুচিন্তা কতদূর কাজ করে, একটা সুচিন্তা কতদূর এগিয়ে নিয়ে যায় তা অনেক সময় আমাদের ঠিক জানা থাকে না। এই চিন্তাশক্তির আধিপত্য আমাদের দেহের উপরও আছে যে কুটীল চিন্তায় দিন যাপন করে তার মুখে ঔজ্জ্বল্য থাকে না পরন্তু তার মুখে সয়তানীর ছবি ক্রমশঃ গভীর হয়ে ফুটে উঠে। আবার যে সর্ব্বদা উদাত্ত আনন্দভাবে বিভোর তার

---

*বনো = হও; †গহ = গ্রহণ কর; ¶ অনেক দিন হইয়া গেল। ‖ষহ = উচ্চারণ ইয়হ = এখানে ‡বহ — অন্ত্যস্থ ব = ওয়হ — ঐ; ‡কায়র = ভীরু; ♁বিলমেঁ = গর্ত্তে; *গাদড় = শৃগাল; ()শ্বান = কুকুর; ৹যা = অন্ত্যস্থ য = ইয়া = অথবা; ২হমেঁ = আমি; ৪কবির এই মত সঙ্গত নহে। শাস্ত্র সর্ব্বদাই মাননীয়।

সদানন্দময়। মুখ একখানি দর্পণ বিশেষ। মনের চিন্তা এই দর্পণে প্রতিফলিত হয়। মুখ দেখেই লোক চেনা যায়—যদিও সব সময়ে নয়। দেহের উপর মনের এই আধিপত্য উপলব্ধি করে প্রেনটিস্ মলফোর্ড নামক একজন চিন্তাশীল আমেরিকান্ বলেছেন মেয়েরা যদি চিরদিন বালিকা আছি মনে মনে ভাবে আর নানা দুঃখের মধ্যেও হেসে খেলে দিন কাটাতে পারে তা হলে বৃদ্ধ বয়সেও তাদের মধ্যে কিশোরবয়সজনিত একটা কমনীয় ভাল ভাব থাকবে। অন্তরে যৌবন চিরদিন রাখতে পারলে বাহিরেও যৌবন চিরদিন থাকে—অবশ্য কালের হাত থেকে এড়াতে পারা যায় না। পুরুষ যদি চিরদিন ভাবে যে আমি এখনো ছোট ছেলে আছি এবং এমনি থাকব, এবং যদি সকল কর্ম্মে এই অকপট তরুণ ভাব জাগিয়ে তুলতে পারে তা হলে মরণের আগের দিন পর্য্যন্ত সে শিশুই থাকবে—তার আনন্দের কোন অভাব হবে না। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব চিরদিনই শিশু ছিলেন। তাঁর মনের এই পবিত্র সরল শিশুভাব তাঁর মুখখানিতে কতই চিরতরুণ মধুর আলো ছড়িয়ে দিত। তাঁর ছবি দেখলে এখনো প্রাণ গলে যায়। মায়ের কোল জোড়া ছেলে যেন মায়ের চির আদরে চির আনন্দে ভরপুর। তরুণ কোমল পবিত্র উদাস মুখখানি অতি অকরুণ পাষণ্ডের হৃদয়খানি পর্য্যন্ত নরম করে দেয়।

বহির্জ্জগতের বস্তুর বিশেষ আধিপত্য আমাদের মনের উপর যে আছে এটা সকলেরই জানা আছে। তবে বহির্জ্জগতের উপর আমাদের মনের যে আধিপত্য আছে তা আমরা সাধারণতঃ জানি না। আমাদের ক্রোধ, ঘৃণা প্রভৃতি তুচ্ছ ও ঘৃণ্য মনোভাবগুলি বহির্জ্জগতের উপর বিশেষ আধিপত্য খাটাতে না পারলেও আমাদের প্রেম, অনুরাগ, সহানুভূতি প্রভৃতি উদার মনোভাবগুলি বহির্জ্জগতের উপর বিশেষ কাজ করে। বৃক্ষবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণ এই সত্য সর্ব্বদা প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন। আমরা যদি একটা গাছকে বা একটা লতাকে ভালবাসি তা হলে সেও আমাদের মনোভাব বুঝতে পারে ও আমাদের মধ্যে সখ্য স্থাপিত হয়। পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণীদের ভালবাসার চোখে দেখলে তারাও আমাদের ভালবাসে। এ সম্বন্ধে আমাদের অনেকের জানা আছে, দেখা আছে যে বাস্তবিক পাখীকে ভালবাসতে পারলে পাখী তার হাত থেকে দানা খুঁটে খায়। দেখতে পাওয়া যায় অনেক ধ্যানরত সংযত ধীর সন্ন্যাসীর কাঁধের উপর পাখীরা উড়ে এসে বসে। সন্ন্যাসীর প্রেমমুগ্ধ স্নিগ্ধ মিষ্ট চাউনিতে কোকিল আত্মহারা হয়ে কু কু ডেকে উঠে। সে বুঝতে পারে যে সন্ন্যাসীর বিশ্বজনীন প্রেমের একটু ভাগ তার জন্যও তোলা আছে।

পাঁচ বছরের ছেলে ধ্রুব মায়ের কোল ছেড়ে গভীর রাত্রে গহনবনে হরির সন্ধানে ঘুরেছিল। তরুলতা বৃক্ষ সকলকে কেঁদে কেঁদে জিজ্ঞাসা করেছে —ওগো তুমি কি আমার হরি? ওগো অপরাজিতা তুমি কি আমার হরি? ওগো বট অশ্বত্থ তুমি কি আমার হরি? ওগো বেলফুল তুমি কি আমার হরি? বল না আমার হরি কোথায়? বাঘ ভালুক যখন

বনের পথে এসেছে তখনি ভাব গদ গদ কণ্ঠে বালক কাঁদতে কাঁদতে বলেছে—"এই বুঝি তুমি এলে! এই বুঝি তুমি আমার হরি! মা যে বলে দিয়েছেন তুমি দীনশরণ তুমি পতিতপাবন, তুমি তাপিত-তারণ! ওগো দেখা দাও দেখা দাও!" যখন ধ্রুবের মনের এই ভাব হয়েছিল তখন বাঘ ভালুক হিংসা ভুলে অবাক্ হয়ে তার মুখের দিকে চেয়েছিল, তাকে হত্যা করিনি। গাছ পালা তরুলতা সবাই তাকে মঙ্গলছায়া দিয়ে এমন গণ্ডী রচেছিল যার মধ্যে অমঙ্গলের প্রবেশাধিকার ছিল না। উদ্ভিদ জগৎ অলক্ষ্য আলিঙ্গনে বালককে বুকে ধরে তাকে সকল বিপদ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। তারা বালককে সহানুভূতি করেছিল, বালককে নিগূঢ় প্রেমে অভিভূত করেছিল; তারা হরি পাওয়ার পথ চোখের সামনে ধরে দিয়েছিল। ধ্রুব অন্তরে বাহিরে প্রেমময় কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধুর দেখা পেয়েছিল।

(ক্রমশঃ)

কোনো ধর্ম্মধ্বজীর প্রতি

শ্রীযতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য

দূর্ ভোর তোর ধর্ম্মকথা! মন ভেজে না ভোগার বাজে কথায়!
যোগী যতি সাধক তাপস আত্মত্যাগের আমরা উপাসক!
কাজ করে না, কথা শোনায়, চাই না এমন ধর্ম্মবক্তা ঠক্!
শুনবো না আর পুঁথির কথা, আউড়ে শোলোক চেঁচাক্ মত চেঁচায়!
ত্যাগের বুলি কপচাবে খুব, এমন ভোগীর সঙ্গ কি প্রাণ চায়?
দেশের দশের ধার ধারে না, মানবো তাকে এমনি আহাম্মক্?
গান্ধী দেশবন্ধু না হোস্ আত্মত্যাগের কর্ না কিছু সখ!
দেখিস তখন শুনতে কথা জগৎ কেমন তোর পিছনে ধায়!
একটা বিরাট জাতীয়তার ঢেউ উঠেছে সারা ভারত জুড়ে।
প্রাচীনপন্থী বামুন-টামুন থামিয়ে তারে রাখতে কি আর পারে?
মনুষ্যত্ব পাচ্ছে পূজা আজকে ব্যাকুল জাতির হৃদয়-পুরে!
বামুনাইয়ে দেশ মাতবে না আর, ধাপ্পাবাজির ধার কে এখন ধারে?
পারিস্ জাগা ব্রাহ্মণত্ব, না পারিস্ তো থাকিস্ দূরে দূরে!
ভণ্ডামিটা দেখাস্‌নে আর, ডুবিস্‌নে আর দাম্ভিকতার ভারে!

পাবনার ভক্ত কবি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি—৩)

শ্রী কেদার নাথ চৌধুরী

ভক্তের এই করুণ আর্ত্তনাদ ও ব্যাকুল প্রার্থনা মায়ের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। শবহৃদি-বিহারিণী শম্ভুদারা জগজ্জননী দীনভক্ত সন্তানের এ অবস্থা দর্শন করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। মা তাই, সেই ভীষণ তামসী নিশীথে ভক্তের সাধনমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাধক তন্মুহূর্ত্তেই চিত্তবৈক্লব্য ও সমস্ত বেদনার ডালি দূরে ফেলিয়া, অনিমেষলোচনে প্রাণ ভরিয়া মাকে দর্শন করিতেছেন, (আর) উৎফুল্ল আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া গাহিতেছেন :—

হেররে নয়ন ভরি তারা।
শব-হৃদি-বিহারিণী শম্ভুদারা।
চরণ তরুণ, অরুণ কিরণ, দুঃখত্রাসনাশ শমনবারণ,
শঙ্কর শ্মশানে, যে পদ স্মরণে, ভাবে মাতোয়ারা।
ডাকিনী যোগিনী যোগাইছে সুধা, নাচিছে সঘনে
তাথেই তাথেই ধা,
দংশিতেছে নিজ রসনা আধা, আলুলায়িত বেণী
উলঙ্গিনী,
নগ-খর্পরে সুধাকরে, দন্তে রুধির ধারা।
সার্থক জনম নয়ন তোমার, হের রাঙ্গা দুটী চরণ
মাতার,
ও পদ বিহনে জগত অসার, পুত্র, মিত্র, দারা।
ভব-জলধি-তরঙ্গতুফানে, বিনে পদতরি তরিবে
কেমনে,
স্বরূপ গোপালে নিদানে, শ্রীচরণ দানে, তারিতে
হবে মা তারা।

সাহিত্য হিসাবে দেখিতে গেলে, ইহা সর্ব্বতোভাবে অনবদ্য। ভাষা কোথাও আড়ষ্ট নয়। যেমন শব্দ-বিন্যাসের ভঙ্গিমা, তেমনি প্রাণময় করুণ ঝঙ্কার! হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে যে সঙ্গীত বাহির হয়, তাহা যে প্রাবৃটের উচ্ছ্বসিত তটিনীর মত সমস্ত বাধ ভাঙ্গিয়া ছুটিয়া যায়! কে তাহার গতিরোধ করিতে পারে? স্বভাব কবিকে আর ভাষার দ্বারস্থ হইতে হয় না। ভাষার জন্য আর তাঁহাকে আকুলিব্যাকুলি করিতে হয় না।

এবার ভক্তকবির স্বদেশসঙ্গীতের কিছু পরিচয় দিবার কথা ছিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমরা ভক্তের আরও কতকগুলি ভগবদ্বিষয়ক গীতি আলোচনা করিয়া, প্রাগুক্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুদীর্ঘ তপস্যান্তে ভক্তের সাধনমন্দিরে জগজ্জননী মহামায়ার পুণ্য আবির্ভাব হইয়াছে। ভয়, উদাস, তপ্তপ্রাণে মায়ের প্রশান্ত মঙ্গল অনুভূতি জাগিয়াছে। সেই অনাবিল সুখস্পর্শে ভক্তের হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিয়াছে। আজন্ম বিরহিণীর ভাগ্যে স্বামীসন্দর্শনলাভের মত, চির-আকাঙ্ক্ষিত প্রাণধনের মধুরমিলনে হৃদয়ে যে একটা

অব্যক্ত, অননুভবনীয় ভাবমন্দাকিনী প্রবাহিত হইবে, —হৃদয়বীণা যে স্বতঃই পুলকে নৃত্য করিয়া গাহিয়া উঠিবে—চিত্তচকোর যে প্রেমামৃতপানে বিভোর হইয়া যাইবে ইহা ত ভক্তের পক্ষে স্বাভাবিক। তাই ভক্তের মন্দিরে আবার মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিতেছে,—

৭

সুর—রামপ্রসাদী।

দেখ্‌বি যদি দেখ্‌না তাঁকে, হৃদয় মাঝে মানসচোখে।
সে যে অন্তর্যামী, জগৎস্বামী বিরাজেন অন্তরে থেকে।
মিছে কেন মরিস ঘুরে, প'ড়বি তুই ভবের পাকে,
ও মন মাঝিরে বল, ধরুক সে হাল, সাবধানে সেই
নদীর বাঁকে।
কাজ কি তোমার আয়োজনে, গোলাপ, বেলী,
কাটমল্লিকে,
তুমি ভক্তিভরে, পূজ তাঁরে, সহস্রদলপদ্মে রেখে।
গোপাল বলে কাজ কিরে তোর, ঝাড় লণ্ঠন জাঁক
জমকে,
তুমি প্রেমের বাতি দাওনা জ্বেলে, ভক্তিঘৃতে সল্‌তে
মেখে।

পরম সুন্দর বস্তুর মধুর আস্বাদ একা একাই গ্রহণ করিলে কি তাহাতে তৃপ্তি হয়? দশ জন আত্মীয় অন্তরঙ্গকে একত্র করিয়া, তাহাদের সম্মুখে অমিয় ভাণ্ডারের আবরণ উন্মোচন না করিলে দশের মধ্যে মিষ্টান্ন বিলাইয়া না খাইলে, জগৎ-তৃপ্তিতে আত্মতৃপ্তিবোধ না আসিলে কি প্রাণের সকল আকাঙ্ক্ষা মিটে এবং কর্ম্মসাফল্যে বিমল আনন্দোৎস উথলিয়া উঠে? সাধক যেন জননীর জ্যোতির্ম্ময় উৎসঙ্গে শিরঃস্থাপন করিয়া, দূরন্ত সংসার-ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যবিহীন বারিদখণ্ডের মত ভ্রাম্যমান আপনার ভাই ভগিনীদিগকে নিকটে ডাকিয়া আনিয়া, অতি মধুর ভগবৎসুধা বিলাইয়া দিতেছেন,—ভবরোগ হইতে চির পরিত্রাণলাভের অমোঘ ঔষধি মায়ের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। গানটিতে কেমন একটা বিজয়োল্লাস, একটা অভয়া বাণীর স্থির নির্দ্দেশ রহিয়াছে। ভীতিসঙ্কুল এই ভবের ভীষণ তমোময় আবর্ত্ত হইতে সেই 'চিরআলোকলোক' স্বর্গপুর প্রবেশের একমাত্র সহজ, সরল পন্থা, শুধু কবির এই প্রাণের কথা—ভক্তিঘৃতে সল্‌তে মেখে, প্রেমের বাতি জ্বালিয়া' শান্ত, ধীর ভাবে জীবন পথে অগ্রসর হওয়া।

সাধক কবি রামপ্রসাদও একদিন এই বিবেক সঙ্গীতই গাহিয়াছিলেন,—

ঝাড়লণ্ঠন বাতির আলো
কাজ কিরে তোর সে রোসনাইএ;
তুমি মনোময় মাণিক্য জ্বেলে
দাওনা, জ্বলুক নিশিদিনে,—
মন তোর এত ভাবনা কেনে?

আবার অমর কান্তকবিও নূতনছন্দে এই ভক্তি গাথাই গাহিয়াছেন,—

সে যে যোগী ঋষির সাধনের ধন,
ভক্তিমূলে বিকিয়ে থাকে,—
প্রেমনয়নে সঙ্গোপনে দেখবে, যেমন দেখতে
চাবে।

(ক্রমশঃ)

উত্তর বঙ্গের সাহিত্য সেবক

গোবিন্দমোহন বিদ্যাবিনোদ

মহাত্মা গোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ বারিধি মহাশয় উত্তর বঙ্গের অন্যতম কৃতবিদ্য ব্যক্তি ও প্রাচীন গ্রন্থকার। ইনি ১৭৬০ শকাব্দে পাবনা জেলার অন্তর্বর্ত্তী গয়েশবাড়ী গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। বারেন্দ্র-কায়স্থ সমাজ-স্থাপয়িতা সুবিখ্যাত ভৃগুনন্দীর ইনি বংশধর। এই বংশের তৃতীয় সন্তান বিখ্যাত কাশীশ্বর রায় পোতাজিয়া গ্রামের জমিদার ছিলেন। ষষ্ঠ সন্তান রূপরাম রায় কোন অজ্ঞাত কারণে পিতার বিরাগভাজন হইয়া পোতাজিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাবনা জেলার অন্তর্গত ভুতিয়া গ্রামে আসেন। তথায় তিনি বিখ্যাত শাসনকর্ত্তা শায়েস্তা খাঁর অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করেন। তিনি পরে অর্থ, বিনয়, সৌজন্য ও জনহিতের জন্য লোকপ্রিয় হইয়াছিলেন। এই বংশের নবম সন্তান গঙ্গানারায়ণ রায় দৈব-দুর্ব্বিপাক বশতঃ সমস্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন। গঙ্গানারায়ণের দুই পুত্র রাধামোহন ও আনন্দমোহন। গোবিন্দমোহন, রাধামোহনের একমাত্র পুত্র, রাধামোহন সুবিদ্বান্ বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই বংশের সপ্তম কিম্বা অষ্টম সন্তান ভুতিয়া ত্যাগ করিয়া পাবনা জেলার অন্তর্গত উধুনিয়া গ্রামে স্থায়িভাবে বসতি স্থাপন করেন। তদবধি ইহারা 'উধুনিয়ার রায়" নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহারা এই জেলার প্রাচীন ভূম্যধিকারী। ইহাদের সুশাসনে ইঁহাদের প্রজাগণ ১৮৭৩ সালের জেলা ব্যাপী প্রজাবিদ্রোহে যোগদান করেন নাই।

বাল্যশিক্ষা ও চাকরি মাহাত্ম্য

গোবিন্দমোহনের পিতৃদেব রাধামোহন রায় মহাশয়কে কর্ম্মোপলক্ষে রঙ্গপুরে বাস করিতে হইত। এ নিমিত্ত রঙ্গপুরে গোবিন্দমোহনের বিদ্যা-শিক্ষা হয়। মিল্টন একস্থানে বলিয়াছেন, "The Childhood shows the man, as morning shows the day." ইহার তাৎপর্য্য এই, প্রভাত দেখিয়া যেমন বলা যায় যে, সে দিনটী কেমন হইবে, সেইরূপ মানুষের শৈশব দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায় যে উত্তরকালে কিরূপ চরিত্রের লোক হইবে। গোবিন্দমোহনের শৈশব দেখিয়াই তাঁহার ভবিষ্যৎ মহনীয়তা বুঝিতে পারা গিয়াছিল। তাঁহার

---

* এই প্রবন্ধটি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পাবনা টাউনহলে পঠিত ও পরে কলিকাতার 'সারথি" নামক মাসিক পত্রের আশ্বিন, ১৩২৭ সংখ্যায় সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছিল। দুইটি কারণে এই প্রবন্ধটি এক্ষণে পুনর্মুদ্রিত করা গেল:— (১) উত্তরবঙ্গের সাহিত্য সেবার পরিচয় দেওয়া "আরতি" প্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, যদিও আমরা এ যাবৎ সে—উদ্দেশ্যে পৌঁছিতে পারি নাই। (২) প্রকাশোপযোগী সন্দর্ভের দৈন্য।

শিশুকালের সত্যপ্রিয়তার সম্বন্ধে একটি কাহিনী সুপ্রচলিত আছে, তাহা এস্থলে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। "সত্যপ্রিয়তা যেমন সাধুতার ধর্ম্ম স্বদোষ স্বীকারের প্রবৃত্তি সেইরূপ চরিত্রবানের লক্ষণ। স্বর্গীয় মহাত্মা গোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ এবিষয়ে আমাদের আদর্শ-স্থল। বাল্যকালে একবার মহাত্মা গোবিন্দমোহন নৌকাযোগে রঙ্গপুর যাইতেছিলেন। কথিত আছে তথায় তাঁহার পিতার নিকট বিদ্যাশিক্ষা লাভ করিবেন বলিয়া অভিভাবকগণ তাঁহাকে লইয়া যাইতেছিলেন। তখন রেলপথ হয় নাই; জলপথই দূর দূরান্তর গমনাগমনের জন্য প্রশস্ত ছিল। এক্ষণে যে পথ রেলগাড়ীতে কয়েক ঘণ্টায় যাওয়া যায় তখন নৌকায় সেই পথ যাইতে হইলে কয়েক দিন লাগিত, সুতরাং যাত্রিগণকে নৌকামধ্যে রন্ধনাদি এবং দৈনন্দিন সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিতে হইত। এই রঙ্গপুর যাত্রিগণ একদা মৎস্য-ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে যথেষ্ট মৎস্য ক্রয় করেন। তন্মধ্যে একটি সুবৃহৎ জীবন্ত মৎস্য ছিল। গৃহ ত্যাগ করিয়া অবধি এই যাত্রিগণ মনোমত আহারীয় মৎস্য সংগ্রহ করিতে পারেন নাই; সহসা ওরূপ উত্তম মৎস্য পাইয়া সকলেই যারপর নাই আহ্লাদিত হইলেন। শিশু গোবিন্দ মোহনের সে সময়ে আনন্দে নৃত্য করিবার কথা। কিন্তু তিনি তখন কি করিলেন? সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল, কিন্তু বালক চিন্তান্বিত। অত বড় জীবিত মৎস্য বধ করিয়া আপনার উদর-পূর্ত্তি করিতে হইবে ভাবিয়া বালকের প্রাণ ব্যাকুল হইল। তিনি স্বহস্তে মৎস্যটি বধ করিতেন না বটে, এবং রন্ধন হইলে স্পর্শও না করিতে পারিতেন কিন্তু তাঁহার সম্মুখে উহাকে খণ্ড খণ্ড করা হইবে, বালকের মন তাহা মানিল না। পাছে জীবিত মৎস্যটি পলাইয়া যায় এই ভয়ে উহাকে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া সকলে যখন কার্য্যান্তরে গিয়াছেন, এমন সময় বালক মৎস্যটি ধরিয়া নদীর গভীর জলে ছাড়িয়া দিলেন। ঐ মৎস্যটি যে সেদিন সকলের আনন্দের কারণ হইয়াছিল, বালক তাহা বেশ জানিয়াছিলেন এবং উহাকে জলে ছাড়িয়া দিলে যে সকলের বিরাগভাজন হইতে হইবে, তাহাও জানিতেন, কিন্তু তথাপি মৎস্যটির প্রাণরক্ষা করিতে পশ্চাদ্‌পদ হন নাই। অবশেষে মৎস্য না পাইয়া যখন তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ সকলেই নিতান্ত বিরক্ত ও অধীর হইয়া উঠিলেন, তখন তিরস্কারের ভয় তুচ্ছ করিয়া অবিকম্পিতকণ্ঠে শিশু গোবিন্দ মোহন বলিলেন, মাছ আমিই জলে ছাড়িয়া দিয়াছি।"*

গোবিন্দমোহন রঙ্গপুর-কাকিনা-রাজের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু রাজকার্য্যেই তাঁহার সময়, কর্ত্তব্য ও প্রতিভা নিবদ্ধ ছিল না। তিনি সংস্কৃত ও বঙ্গসাহিত্যে একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাধাচরণ দাস

* শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত "চরিত্র গঠন", ৮১৯ পৃষ্ঠা।

মদ্যের দোকান তুলিবার প্রস্তাব

গত ৮ই জুন পাবনা টাউনহলে শ্রীযুত গোপাল চন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের সভাপতিত্বে করদাতাদের একটি সভায় স্থির হয় যে, মিউনিসিপালিটীর এলাকা হইতে সমস্ত প্রকারের মাদকদ্রব্যের দোকান তুলিয়া দেওয়া হইবে। সভায় আরও প্রস্তাব হয় যে, মিউনিসিপালিটিকে চরকা খদ্দর ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

লোকহিতে দান—ফরিদপুর বৃগোপালপুর নিবাসী স্বনামধন্য পরলোকগত জানকীনাথ গোস্বামী মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীযুত মুকুন্দলাল গোস্বামী এম এ, বি, এল মহোদয় জন্মভূমি বৃগোপালপুর এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের গরীব লোকদিগের ব্যাধি অপনোদনের জন্য স্বীয় মাতা স্বর্গীয়া শশীমুখী দেবীর নামে একটী হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন জন্য ফরিদপুর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডে ১৩১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। বিগত জানুয়ারী মাস হইতে চেয়ারম্যান বাহাদুর উক্ত দাতব্য চিকিৎসালয়ে চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াছেন, বৃগোপালপুরগ্রামের ও অপরাপর গ্রাম সমূহের এমন কি ৩।৪ মাইল ব্যবধান এরূপ গ্রাম সমূহের গরীবলোকগণ ঔষধাদি ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইতেছেন। মুকুন্দবাবু রেঙ্গুন পেগু সহরের একজন প্রবীণ উকিল;

শ্রীহট্ট মিউনিসিপালিটী—শ্রীহট্ট

মিউনিসিপালিটী সম্প্রতি এক আইন করিয়াছে যে, আঠারো বৎসর বয়সের নীচে যদি কোন বালক ধূমপান করে, তবে তাহাকে আইনানুসারে দণ্ড পাইতে হইবে।

মহাত্মার বাণী

মহাত্মাজী বর্দ্ধমানে যে বক্তৃতা প্রদান করেন তাহার একস্থলে একটী নূতন কথা বলিয়াছেন, উহা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য — আমার বিশ্বাস যে, মানুষ বৎসরে ৪।৬ মাস আলস্যে দিন কাটায়, তাহার শরীর নিশ্চয় খারাপ হইবে। ম্যালেরিয়ার তিনটি কারণ—(১) রোগপথ, (২) দারিদ্র্য, (৩) আলস্য, আমি নম্রভাব সহিত আপনাদিগকে জানাইতেছি যে, চরকাই ঐ তিন রোগের একমাত্র ঔষধ। আমাদের দেশের শতকরা ৮৫ জন লোক চাষ করে, ঐ লোকদিগকে বৎসরে অন্ততঃ ৪ মাস বসিয়া থাকিতে হয়। ফলে তাহাদের উপযুক্ত অর্থ হয় না ও দারিদ্র্য বাড়ে।

স্বর্গগত দাদাভাই নৌরজী মহাশয় একবার আমার নিকট বলিয়াছিলেন, ভারতবাসীর বার্ষিক আয় ২৬৲ টাকা। সকলেই জানেন, উহাতে কাহারও পেট ভরে না। সকলে অবসরমত চরকা চালাইলে মাসিক আয় এক টাকা নিশ্চয়ই বাড়িয়া যায়।

সতীশবাবু আচার্য্য রায়ের সহিত উত্তরবঙ্গে বন্যা

পীড়িত স্থানে কাজ করিয়াছেন। তাঁহারা জানেন, ঐ অঞ্চলের স্ত্রীলোকেরা চরকা চালাইয়া মাসে গড়ে আড়াই টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

আমি আজ সকালে একটী ছোট মেয়ের সহিত খেলা করিয়াছি—ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সঙ্গে খেলা করা আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। তাহার হাতে ৬ গাছি সোনার চুড়ি ছিল, তাহার নিকট চাহিবামাত্র সে আমাকে চুড়িগুলি দান করিয়াছে। চুড়িগুলি মেয়েটিও আর ফেরৎ লইবে না, তাহার দাদাও লইবেন না। ছোট মেয়েটীর নাম কল্যাণী কমলা। সে পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দৌহিত্রী এবং বর্দ্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার সুরেন্দ্রমোহন লাহিড়ীর কন্যা। ঐ চুড়িগুলির দাম নিশ্চয়ই ২৬ টাকার বেশী. বাঙ্গালীদের কাছে উহা সামান্য জিনিষ নহে। কাজেই তাহাদের আয় যতটুকু হউক বাড়ান দরকার।"

কল্যাণী কমলা যোগ্য পিতার যোগ্য কন্যা! ইহার জনক ডাক্তার সুরেন্দ্রমোহন লাহিড়ীর স্বদেশপ্রেম ও মহদন্তঃকরণের পরিচয় বসন্ত সংখ্যার "আরতি"তে প্রকাশিত হইয়াছিল, পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতেপারে। আমরা ভগবানের চরণে প্রার্থনা করি. বালিকার এই স্বদেশপ্রেম উত্তরকালে দ্বিগুণিত হইয়া দেশের মঙ্গল কার্য্যে নিয়োজিত হইবে।

খেলাৎ চুরি—গত ২৯শে জুন রাত্রি কালে খাঁ বাহাদুর মৌলবী ওয়াসিমুদ্দিন আমেদ সাহেবের গৃহে চুরি হইয়া গিয়াছে। তাহাতে কিছু টাকা আর সঙ্গে সঙ্গে খাঁ বাহাদুরের খাঁ বাহাদুরীর খেলাৎ চুরি গিয়াছে! খেলাৎ চুরি! এ যে মন চুরির অপেক্ষাও ভীষণ! কত বাহাদুরীর ফলে—কত ভাগ্যে উপাধিলাভ হয়। সেই উপাধির নিদর্শন খেলাৎ। আজ খাঁ বাহাদুর ব্যুরোক্রেশীর দ্বারে যাইয়া মৃণালিনীর মত গাহিতে পারেন—

"ঝাঁপ দিয়া পশি জলে,
যতনে তুলিয়া গলে,
পরেছিনু কুতুহলে, যে রতনে।
নিদ্রার আবেশে মোর,
গৃহেতে পশিল চোর,
কণ্ঠের কাটিল ডোর, মণি হরে নিল।"

আজ এই বিপদে খাঁ বাহাদুর যতই কপাল চাপড়াউন না—ইহাতে তাঁহার কপাল খুলিতেও পারে। এ সম্বন্ধে বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর লর্ড কার্ম্মাইকেল আমাদিগকে একটি গল্প বলিয়াছিলেন। তিনি যখন বাঙ্গালার গভর্ণরী শেষ করিয়া স্বদেশে গমন করেন, তখন যে জাহাজে তাঁহার জিনিসপত্র ছিল, তাহা জার্ম্মাণরা ডুবাইয়া দেয়। তিনি ও লেডী কার্ম্মাইকেল প্রায় "একবস্ত্রে" বিলাতে পৌছেন। জিনিসপত্রের মধ্যে তাঁহার খেলাৎও ছিল। বিলাতে যাইয়া যখন তিনি সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়েন, তাহার পূর্ব্বেই সম্রাট তাঁহার দুর্ঘটনার কথা অবগত হইয়াছিলেন। সম্রাট কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলেন, 'আপনি আপনার রাজার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন অথচ উপাধির নিদর্শনগুলি পরিধান করিয়া আসেন নাই!" উত্তরে লর্ড কার্ম্মাইকেল বলেন. "প্রভু. সেগুলি

জলতলে—তথায় সেগুলির সন্ধান করিতে যাইবার শক্তি আমার নাই।” তিনি তখন দুর্ঘটনার বিবরণ বিবৃত করিতে আরম্ভ করেন। সম্রাট বলেন, “আচ্ছা আমি আপনাকে আর একটি খেলাৎ দিব।” সে খেলাৎ পুরাতন খেলাতের পরিবর্ত্তে নহে—একেবারে নূতন। কারণ সম্রাট তাঁহাকে পূর্ব্বপ্রদত্ত উপাধি অপেক্ষা একটা বড় উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন ‘জি, সি, আই, ই”—হইলেন—“জি, সি এস, আই! এখন দেখা যাউক, খেলাৎ চুরির খাঁ বাহাদুরের এইরূপ ঘটনা ঘটে কি না?—দৈনিক বসুমতী।

বাঙ্গলার বাহিরে

বাঙ্গালীর মান

সার বিপিনকৃষ্ণ বসু নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার মনোনীত হইয়াছেন। বাঙ্গালার বাহিরে যে কয় জন বাঙ্গালী এখনও বাঙ্গালার গৌরবদীপ প্রজ্বলিত রাখিয়াছেন, মধ্যপ্রদেশের সার বিপিনকৃষ্ণ তাঁহাদিগের অন্যতম। তাঁহার যে বয়স সে বয়সেও তিনি যে বিশ্রাম সন্ধান না করিয়া জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেছেন ইহা আনন্দের বিষয়, সন্দেহ নাই।—বসুমতী

কৃতী বাঙ্গালী যুবক—কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট ডাক্তার শরৎ চন্দ্র বসাকের পুত্র বিলাত প্রবাসী শ্রীযুত কান্তি চন্দ্র বসাক কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্ক শাস্ত্রে ট্রাইপস পরীক্ষায় পারদর্শিতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া র‍্যাঙ্গলার হইয়াছেন। এ বৎসর আর কোন ভারতবাসী এই সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই।

মহিলার মহানুভবতা—সাবিত্রী দাসী নাম্নী একটী কৈবর্ত্ত মহিলা সম্প্রতি ব্যাণ্ডেল বারহারোয়া রেলপথের চৌরীগাছা ষ্টেসনে ৭ শত টাকার অলঙ্কারপূর্ণ একটী বাক্স কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। কে ঐ গহনাগুলি ফেলিয়া গিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য তিনি নানা স্থানে অনুসন্ধান করেন। পরে পাটুলী ষ্টেসনের সন্নিকটস্থ নারায়ণপুরের শ্রীযুত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় গহনাগুলি স্বীয় বলিয়া সনাক্ত করায় সাবিত্রী দাসী তাঁহাকেই ঐ গহনাগুলি দিয়াছেন। মহিলাটির সংযম ও নির্লোভিতা আদর্শস্থল ও অনুকরণ যোগ্য।

বাঙ্গালী মহিলার কৃতিত্ব—বিহার ‘হেরাল্ড’ পত্রের সম্পাদক শ্রীযুত অমূল্যকুমার গুপ্ত মহাশয়ের ভগিনী শ্রীমতী শোভনা দেবী পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গত বি, এ, পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনিই প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট।

ছাত্রীর কৃতিত্ব—এবার পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শ্রীমতী প্রভাতী আপর এম, এ, পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত পাশ করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে আর কোন হিন্দু মহিলা এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই।

চট্টগ্রামে বিধবা-বিবাহ—চট্টগ্রাম সহরের দশ মাইল দূরে কোয়াপাড়া নামক গ্রামে সম্প্রতি একটি বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে।
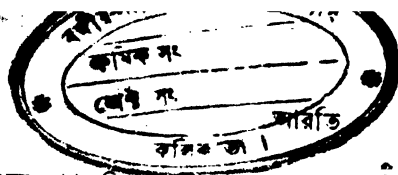
বালিকাটির বয়স ১৪ বৎসর, প্রথম বিবাহের পর সাত দিনের মধ্যে সে বিধবা হয়। বালিকাটির পিতা একজন সাধারণ মাঝি। হিন্দুমতে বালিকাটির বিবাহ হইয়াছে।

পাবনায় বিধবা-বিবাহ—পার্শ্বডাঙ্গার অনতিদূরে লক্ষ্মীপুর ফলিয়া গ্রামে ইতিমধ্যে ধীবর জাতির সমাজে একটি বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহের সভায় ২।৩ শত হিন্দুর অধিবেশন হইয়াছিল। ফরিদপুর কুটীপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ চক্রবর্ত্তী হিন্দুমতে পৌরোহিত্য কার্য্য সম্পাদন করেন। তোষারীর জমিদার শ্রীযুক্ত শৈলেশ নাথ বিশি. পার্শ্বডাঙ্গার অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ চৌধুরী এবং অন্যান্য বহু ব্রাহ্মণ কায়স্থের সহানুভূতি দেখা গিয়াছে। আরও ২।৪টী বিধবার বিবাহ হইবে এরূপ অনুষ্ঠান হইতেছে —স্বরাজ।

বিধবা বিবাহের হিসাব

কলিকাতা ১১৬।১ নং হ্যারিসন রোড মাধোভবন হইতে বিধবা বিবাহ সহায়ক সভার অবৈতনিক সম্পাদক জানাইয়াছেন, ১৯২৫ সালের মে মাসে মোট ১১৩টী বিধবার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এ বৎসর জানুয়ারী হইতে মে মাস পর্য্যন্ত মোট ৮৬৬টী বিধবা বিবাহ হইয়াছে। জাতি হিসাবে—ব্রাহ্মণ—১৬, ক্ষত্রিয়—২১৩, অরোরা—৬৭, আগরওয়ালা—৩৫, কায়স্থ—২১, রাজপুত—৬৩, শিখ—৬৩ বিবিধ—১৪৩। প্রদেশ হিসাবে—পঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশ—৬৮, দিল্লী—২৫, সিন্ধু—৩, যুক্তপ্রদেশ—১৪৪, বাঙ্গালা—১৮, মাদ্রাজ—৩, বোম্বাই—২, মধ্যভারত—১, হায়দ্রাবাদ—১। এ বৎসরে মোট ৯৯৭৲ টাকা চাঁদা পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে মে মাসে পাওয়া গিয়াছে ৬৪৲ টাকা।

বিধবা বিবাহ—গত রবিবার কলিকাতা আর্য্য সমাজ মন্দিরে বিধবা বিবাহ সহায়ক সভার উদ্যোগে শ্রীমতী কমলাবালা দেবী নাম্নী একটী ব্রাহ্মণ বিধবার সহিত আলীপুরের বিপত্নীক মিঃ আর, পি সিংহের বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। বহুলোক উপস্থিত ছিলেন। সভার উদ্যোগে এইটী লইয়া মোট ৪০টী বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে।

লর্ড সিংহের সৎকার্য্য—লর্ড সিংহ তাঁহার জন্মভূমি রায়পুরে ৪০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া একটি বাড়ী নির্ম্মাণ করতঃ উহাতে একটি মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি ঐ গ্রামে একটী কৃষি-সমিতি, পুস্তকালয়, ক্লাব, ও ম্যালেরিয়া কালাজ্বর ইত্যাদি দূরীকরণার্থে একটি সমাজ-সেবা-সমিতি স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনার জন্য বঙ্গীয় হিত সাধন মণ্ডলীর ডাঃ নিশিকান্ত বসু মহাশয় রায়পুরে গমন করিয়াছিলেন।

কাবুলে দেশবন্ধুর জন্য শোক প্রকাশ—কাবুল হইতে বাণিজ্যসচিব মিঃ আবদুল হাদি শ্রীমতী বাসন্তী দেবীকে লিখিয়াছেন, এই স্থানে একসভা হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের নেতা দেশবন্ধু দাশের মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, সেইজন্য এই সভায় পারশী, আফগান, আরব, তুরস্ক প্রভৃতি স্থানের বহু অধিবাসী সমবেত হইয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথের পরলোক যাত্রা

গত ২১শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৭ বৎসর বয়সে সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন।

বাঙ্গালার রাজনৈতিক গগন হইতে উজ্জল নক্ষত্র বাজি দ্রুতগতিতে অপসৃত হইতেছে ইহা দেশের পক্ষে শুভলক্ষণ নহে।

গত জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে মহাত্মাজী যখন সুরেন্দ্রনাথের বারাকপুরের বাসভবনে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন তখন তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—'আমি ৯১ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিতে চাই।" গান্ধীজী ঈষদ্ধাস্যের সহিত বলিলেন—"এক শত বৎসর নয় কেন?" ইহাতে বর্ষীয়ান্ সেই পুরুষ প্রবর বলিলেন, শুনুন, আমার এই ধারণা যে ৯১ বৎসরের বেশী আমি আমার কর্ম্মক্ষমতা বজায় রাখিতে পারিব না। আমার স্মৃতিশক্তি এখনও তীক্ষ্ণ আছে, মনের শক্তি এখনও স্বাভাবিক আছে। আমার মনে এখনও এমন অনেক ধারণা আছে যেগুলি আমার দেশবাসীকে জানাতে চাই।"

কে জানিত এই বাণী প্রচার করিবার পর দুই মাস উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই—তাঁহার মর দেহ ভস্মে বিলীন হইয়া যাইবে?

মহাত্মাজীর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন;—নারীসমাজের দুঃখ দুর্দ্দশা এবং ম্যালেরিয়া, এই দুইটিই হইল বাঙ্গালার প্রধান সমস্যা।

সুরেন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল বারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান থাকিয়া তথা হইতে ম্যালেরিয়া বিতাড়ন ও গোহত্যা নিবারণ করিয়াছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত রাজনীতি চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন, এ দৃষ্টান্ত এ দেশে খুব বেশী আছে বলিয়া মনে হয় না। ভগবান্ সুরেন্দ্রনাথের আত্মার সদ্গতি বিধান করুন। আমরা তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বর্ষ শেষ—অসংখ্য বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া 'আরতি'র একবৎসর পূর্ণ হইল। এক বৎসর পূর্ব্বে হৃদয়ে আশা ও আশঙ্কা লইয়া আমরা একা এই কঠোর ব্রত স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছিলাম। চারিদিকের বাতাস তখন অবিশ্বাসের বাণীতে ভরপুর ছিল। আমরা তাহাতে ভ্রুক্ষেপমাত্র না করিয়া একাগ্রভাবে কর্ত্তব্যের সুমহান্ পথে অগ্রসর হইয়াছিলাম। জগদম্বার আশীর্ব্বাদে ও বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়িগণের সহায়তায় আমরা অভীষ্টলাভে সমর্থ হইয়াছি।

'আরতি'র পূর্ব্বে এই সহরে একাধিকবার মাসিক পত্রিকা পরিচালনার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু উহার কোনটাই তিন চার মাসের অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই! এই দিক্ হইতে দেখিতে গেলে 'আরতি' কিয়ৎ পরিমাণে সফলতালাভ করিয়াছে। 'আরতি'কে রক্ষার জন্য বিগত এক বৎসরকাল আমাদিগকে রাত্রদিন গুরুতর চিন্তা করিতে এবং অনেক টাকা ক্ষতি দিতে হইয়াছে। জেলার বহু কৃতবিদ্যব্যক্তির নিকট বুকপোষ্টে নমুনা স্বরূপ 'আরতি' পাঠান হইয়াছে, তাহা তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ভিঃ পিঃ ফেরত দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন। তাঁহারা একটু কষ্ট-স্বীকার করিয়া বুকপোষ্ট ফেরত দিলে বা পত্রদ্বারা গ্রাহক হইবার অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিলে আমাদিগকে এতটা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত না।

কোন কোন জেলার স্বনামধন্য ব্যক্তির নিকট হইতে ভিঃ পিঃ ফেরত আসিবার পর রেজেষ্টারী ডাকে কাগজ পাঠান হইয়াছিল, তাহা তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু প্রাপ্তিস্বীকার করা বা অভিমত প্রকাশ করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন নাই। অত্যন্ত দুঃখের সহিত আমাদিগকে এই অপ্রিয় সত্যের অবতারণা করিতে হইল, এ জন্য পাঠক পাঠিকাগণ ক্ষমা করিবেন।

যে সমুদয় মহানুভব ব্যক্তি 'আরতি'র ক্ষুদ্রায়তন দেখিয়াও স্বদেশ প্রীতির বশবর্ত্তী হইয়া ইহাকে স্নেহ করিয়াছেন, সমাদর ও সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমরা অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আশাকরি, আগামী বর্ষেও তাঁহাদের স্বদেশপ্রেম ও 'আরতি'র প্রতি অনুরাগ অক্ষুণ্ণ রহিবে।

'আরতি'র সেবা করিতে যাইয়া নূতন ব্রতী আমরা পদে পদে নানা ত্রুটি, অক্ষমতা ও অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছি। অজ্ঞাতসারে হয়ত' বা কাহারও প্রাণে ব্যথা দিয়াছি, আশাকরি, তাঁহারা নিজগুণে আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন ও সকলে দোষত্রুটি প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে কর্ত্তব্যপথে পরিচালিত করিবেন।

আশুতোষ স্মৃতিমন্দির

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কালের কুক্ষিগত হইল, পাবনা জননীর সুসন্তান কলিকাতা হাইকোর্টের জজ স্বর্গীয় আশুতোষ চৌধুরী এম, এ, বার, এট, ল, মহাশয় গত বৎসর ৯ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে পরিণত বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার সহৃদয় সহোদরগণ তাঁহার স্ব জেলা পাবনায় তাঁহার যথাযোগ্য স্মৃতিরক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। প্রায় ১১০০০৲ টাকা ব্যয়ে এই স্মৃতিমন্দির প্রস্তুত হইবে। ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবার জন্য ইহার সঙ্গে ক্ষুদ্রাকারে একটী পরীক্ষাগার স্থাপিত হইবে। শীতলাইয়ের স্বদেশপ্রেমিক জমিদার এই স্মৃতি গৃহ নির্ম্মাণ উপযোগী কয়েক বিঘা ভূমি দান করিয়াছেন এবং মন্দির নির্ম্মাণকল্পে আন্তরিক পরিশ্রম করিতেছেন।

গত ৯ই জ্যৈষ্ঠ মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এই মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। প্রস্তাবিত কার্য্যটী মাত্র এগার হাজার টাকায় সম্পন্ন হইতে পারে আমাদের মনে হয় না। যাহাহউক, পাবনাবাসী

দার আশুতোষের স্মৃতিরক্ষাকল্পে প্রয়োজনীয় অর্থ দানে দ্বিধা করিবেন না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

পাবনা জেলার ইতিহাস

শ্রীযুক্ত রাধারমণ সাহা বি, এল মহাশয় প্রণীত "পাবনা জেলার ইতিহাস" ১ম ও ২য় খণ্ড আজ প্রায় দেড় বৎসর হইল প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এ যাবৎ উহার অর্দ্ধেক গ্রন্থও বিক্রীত হয় নাই জানিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। জেলার ইতিহাস জেলাবাসীর আদরের সামগ্রী হওয়া উচিত।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে সম্প্রতি বঙ্গের শিক্ষাবিভাগ Director of Public Instruction এই গ্রন্থখানিকে বঙ্গদেশের স্কুল লাইব্রেরী সমূহে রাখিবার জন্য ও পাবনা জেলার বিদ্যালয় সমূহের পুরস্কারদানযোগ্য পুস্তকের শ্রেণীভুক্ত করিতে অনুমোদন করিয়াছেন।

ইতিহাসের ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড যন্ত্রস্থ হইয়াছে। সুদীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষ কালের কঠোর পরিশ্রমের ফলে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। কিন্তু অর্থাভাবে গ্রন্থকার অর্দ্ধাহারী! জেলা বোর্ড এই গ্রন্থমুদ্রণকল্পে তাঁহাকে কোনরূপ সাহায্য প্রদান করেন নাই! যে দেশে ইতিহাস ও ঐতিহাসিকের সমাদর নাই, সে দেশ মৃত! এখন কেবল নাটক নভেলের ছড়া ছড়ি, কাড়া কাড়ি! মুদ্রার অভাবে কতকালে যে এই দুই খণ্ড মুদ্রাযন্ত্রের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিবে তাহা জগদীশ্বরই বলিতে পারেন।

এই প্রয়োজনীয় পুস্তকের প্রকাশকার্য্যের সহায়তাকল্পে কেহ কিছু দিতে ইচ্ছা করিলে তাহা "আরতি"র ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন, ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইবে।...অন্ততঃপক্ষে পাবনা জেলাবাসী সকলেই ১ম ও ২য় খণ্ড ক্রয় করিয়া গ্রন্থকারকে আনুকূল্য ও উৎসাহ প্রদান করিবেন, আমরা এরূপ আশা করি।

ত্রুটী স্বীকার—আমরা বসন্ত সংখ্যার "আরতি"তে পাবনার তথা কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র রায় এল, এম, এস, সম্বন্ধে ভ্রম বশতঃ লিখিয়াছিলাম যে তিনি সম্প্রতি 'চক্ষুহীন' হইয়াছেন।

রায় মহাশয়ের দৃষ্টিশক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল বটে, তিনি চক্ষুহীন হয়েন নাই। সম্প্রতি তিনি কলিকাতাতে চক্ষু কাটাইয়া লুপ্ত দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইয়াছেন। এখন তিনি পুস্তকাদি পড়িতে পারেন। সম্ভবতঃ তিনি পুনরায় কলিকাতায় চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিবেন। আমরা গতবারের ভ্রমের জন্য দুঃখিত এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থী।

পাবনা হিন্দুসভা—গত ২৪শে, ২৫শে ও ২৬শে শ্রাবণ পাবনা ৺জয়কালী মাতার নাট মন্দিরে পাবনা হিন্দু সভার ২য় বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। 'দেবীযুদ্ধ' প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থ প্রণেতা, স্বনামখ্যাত, সাধক প্রবর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চৌধুরী বি, এ, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে বঙ্গবিহার আর্য্যসমাজের প্রধান, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শঙ্করনাথ পণ্ডিত, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যসাংখ্যতীর্থ, সিরাজগঞ্জ হইতে অবনত

জাতির সুহৃদ ' জাতিভেদ" প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু আচার্য্য বেদশাস্ত্রী নদীয়াপুরাণ পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ মৈত্র শিকারপুর নিবাসী সমাজ সংস্কারক শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য প্রমুখ সমাজ হিতৈষী মহোদয়গণ এই সভায় যোগদান করতঃ ৩ দিন যাবৎ নানা বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ, সারবান ও ওজস্বিনী বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

সভায় অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন, তথাকথিত আচারবান্ "অনাচরণীয়" জাতিগণের জলগ্রহণ ও দেবমন্দিরা দিতে প্রবেশ, বৃদ্ধের-বিবাহ-নিষেধ ও বালবিধবার বিবাহ প্রচলন, বালক ও বালিকা উভয়ের ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যকতা, শুদ্ধি, ধর্ষিতা-নারীর সমাজে গ্রহণ প্রভৃতি সমাজহিতকর প্রস্তাবসমূহ সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইয়াছে। অত্যন্ত বিস্ময় ও আনন্দের বিষয় এই যে এই সব প্রস্তাবের প্রতিকূলে আপত্তি একরূপ উঠে নাই বলিলেই হয়

আমাদের দেশে সভাসমিতির অধিবেশন হয় প্রস্তাব পাশ করিবার জন্য। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে 'মন্তব্য গ্রহণ'ই কি সভা সমিতির প্রকৃত উদ্দেশ্য ?

আমরা আশাকরি, পাবনার হিন্দুসভায় গৃহীত প্রস্তাবসমূহ সমাজে প্রয়োগ করিয়া হিন্দুসমাজহিতৈষিগণ বাক্য ও কার্য্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবেন।

বৈশ্য সাহা সম্মিলনী—গত ১লা ও ২রা আষাঢ় স্থানীয় ৺রাধাগোবিন্দের নাটমন্দিরে উক্ত সম্মিলনীর ১ম বার্ষিক অধিবেশন কলিকাতা হাই-কোর্টের এডভোকেট শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দাস এম. এ, বি, এল, মহাশয়ের সভাপতিত্বে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। নানা স্থান হইতে বৈশ্য সাহা সমাজের বহু কৃতবিদ্যব্যক্তি এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে বোলপুর 'বিশ্বভারতী'র অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত দাস এম, এ, পি. এইচ, ডি, শ্রীযুক্ত কানাইলাল সাহা এম. বি,র নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৈশ্য সাহা সমাজের উন্নতিকল্পে কয়েকটী হিতকর প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়। আমরা সম্মিলনীর সিদ্ধি কামনা করি।

হিন্দু সঙ্গীত—পণ্ডিত মাধব শুক্ল রচিত যে সঙ্গীতটি এবার স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল উহা গত ইষ্টারের ছুটিতে কলিকাতা মহানগরীতে দেশপূজ্য নেতা লালা লাজপত রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে অখিল হিন্দু মহা সভার ৮ম অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে উদ্বোধন সঙ্গীতরূপে গীত হইয়াছিল। মুদ্রাকরপ্রমাদবশতঃ এই কয়টি কথা যথাস্থানে পাদটিকায় প্রকাশিত হয় নাই।

প্রাপ্তি-স্বীকার—আরতির সাহায্য ভাণ্ডারে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এইরূপ সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের নিকট আমরা গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

১।	জনৈক হাইকোর্টের উকিল	২৫৲
২।	কুমার শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায় জমিদার তাড়াশ, পাবনা	১০৲
৩।	জনৈক এম, এ, পি আর, এস	১০৲
	একুন	৬০৲

সূচীপত্র—হেমন্ত সংখ্যা, ১৩৩২।

'আরতি'র নিয়মাবলী

আরতির মূল্য অগ্রিম দেয়। সর্ব্বত্র ডাকমাশুল সহ বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা। প্রতি সংখ্যা ।৵ পাঁচ আনা। মূল্য মনিঅর্ডারে পাঠানোই সুবিধা। ভিঃ পিঃতে ৵৹ আনা অতিরিক্ত লাগে। মূল্য কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হয়।

উত্তরের জন্য রিপ্লাইকার্ড বা ডাকটিকিট সহ পত্র না লিখিলে সকল পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নয়। লেখকগণ দয়া করিয়া প্রবন্ধের নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। প্রবন্ধ সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের ঠিকানা থাকা চাই। অমনোনীত রচনা ফেরত লইতে হইলে, প্রবন্ধের সঙ্গে ৴০ এক আনার ডাক টিকিট পাঠান আবশ্যক। অমনোনীত কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধাদি খুব ছোট ও সরল হওয়া প্রয়োজন। প্রবন্ধ পরিষ্কার করিয়া কাগজের এক পৃষ্ঠায় যথেষ্ট মার্জ্জিন রাখিয়া লেখা আবশ্যক। ৵৹ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলে পুরাতন সংখ্যা ১ কপি নমুনা পাঠান হয়। কোন রচনা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণে সম্পাদক অসমর্থ। সমালোচনার জন্য পুস্তক দুই কপি পাঠান আবশ্যক।

বিজ্ঞাপনের হার—সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা প্রতিবার ৪৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ২॥০, সিকি পৃষ্ঠা ১॥০ কভার প্রতি পৃষ্ঠা ৫৲ দীর্ঘদিনের চুক্তিতে বিশেষ সুবিধা। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

নিঃ—শ্রীগিরীন্দ্রনাথ কুণ্ডু বি, এল ও শ্রীসারদা চরণ রায়—— কার্য্যাধ্যক্ষ, 'আরতি'
C/o শারদা প্রেস, পোঃ পাবনা (বেঙ্গল)।

For favour of review & exchange.

আরতি সম্বন্ধে অভিমত

FORWARD Writes ;— We have received a vernacular magazine named "Arati" published from Pabna, to commemorate the name of the late poet Rajani Kanta Sen, better known as "Kanta Kabi." The services of Rajani-Kanta to the cause of nationalism and Swadeshi hardly need any recapitulation. The conductors of the paper are trying to repay the debt which the country owes to the poet and are thereby performing a national duty. There are interesting articles in the paper which will amply repay perusal. These Muffusil papers should, we think, do a real service to the country and to Bengali literature by publishing full accounts of historical monuments in their districts and also by acquainting the outside world with the history of the development of the arts and industries in their respective districts. "Arati," we are glad to notice, has got a learned article on "Places of Historical importance in Pabna." We hope it will also publish articles on the industries for which Pabna is famous and discuss the causes of their decay and possibilities of their development. It should also devote a chapter to the health of the district, its social customs, prospects of its agriculture, its communication etc. Short biographies of the distinguished people of the districts may also be a special feature of these Muffusil monthlies." *Nov, 3, 1925.*

The AMRITA BAZAR PATRIKA, Nov, 3, 1925 says ;—

"We have received the Autumn number of Arati for review. It is a bi-monthly periodical of North Bengal and is edited by Sj Radha Charan Das Sahityaratna. Though small in size it has plenty of readable matter. 'Veda and Stri-jati', a learned contribution by Sj. Sasadhar Roy M. A. B L. will be read with profit. A good photograph of the late Prof. Jadab Chandra Chakravarti forms the frontispiece of the journal. We wish it a bright career."

TELEGRAPH—Oct, 24, 1925 writes;—

"Arati. It is a Bengali Magazine, which issues every two months from Pabna, under the auspices of the Rajani-Kanta Pathagar, library, consecrated to the memory of the late poet Rajani Kanta Sen. This periodical is well-got-up and is brimful of interesting reading matter. The editor, Srijut Radha Charan

ওঁ

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়, মাথায় তুলে নেরে ভাই,
দীনদুখিনী মা যে তোদের, তার বেশী আর সাধ্য নাই।

—রজনীকান্ত

২য় বর্ষ
২য় সংখ্যা

হেমন্ত সংখ্যা

কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ
১৩৩২।

রজনীকা

শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ,

কান্ত তুমি মৌন রজনীর,
আঁধারের মনোব্যথা, বিষাদে বিলুপ্ত কথা
প্রকাশিত স্পর্শে তব স্বর্ণ লেখনীর,
বেদন বাঁধন টুটে শুভ্র ফুল ওঠে ফুটে
রজনীগন্ধায় ভরে মর্ম্ম বনানীর,
কান্ত পদাবলি লেখা বক্ষে ধরণীর॥

কান্ত কবি বঙ্গ জননীর,
জীবনের অপরাধে, সমাজের পরমাদে,
পরিহাস হাসি সাথে ঝরে অশ্রুনীর,
মোটা বস্ত্র মোটা ভাত যোগায় যা মা'র হা
সে প্রসাদে পরিতৃপ্ত অন্তর মানীর,
অমৃত সঙ্গীতে ভরে মন্দির বাণীর॥

প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

ক আর খ সমবয়সী। দুজনের এক পাড়ায় বাস; এক স্কুলে পড়া। দুজনেই অল্পবয়সে বিয়ে করে' অনেকগুলি ছেলেমেয়ে নিয়ে প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করেছে। ক চিরদিনই সংস্কার-প্রয়াসী। বাল্য বিবাহের জন্য নিজেকে মাঝেমাঝেই ধিক্কার দিয়ে থাকে; আর কেউ বাল্যবিবাহের গুণ গাইলেই সমাজের উপর খুব একচোট ঝাল ঝেড়ে নেয়।

এতদিন কোনই বালাই ছিল না, বেশ সদ্ভাবেই কেটে যাচ্ছিল; হঠাৎ পশ্চিমে হাওয়া লেগে ক ধুয়া ধরলে, দেশের হিতের জন্য এক হিতৈষিণী সভা করতে হবে। খ'র বাড়ী পরামর্শ-সভা হবে বলে' বিজ্ঞাপন দিয়ে ক পাড়ার লোক জড়' করলে। মিলন বৈঠকের উদ্বোধনে 'মিলেছি আজ মায়ের ডাকে * * * * ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে" "বঙ্গ আমার, জননী আমার, আমার দেশ" ইত্যাদির মত অনেক ভাল ভাল গান হ'ল আর "অমৃতের পুত্র আমরা" "মানুষ আমরা নহিত মেষ" ইত্যাদির মত কত মহাজন-বাণী উল্লেখ-সহ মস্ত মস্ত বক্তৃতায় সকলের রক্ত গরম হ'য়ে উঠ্‌লো। সভাস্থলে উৎসাহের ঢেউ খেলে গেল। শেষে সমবেত করতালি ধ্বনি, ছড়ি ঠুকুনি আর জুতোর গোড়ালি ঠক্‌ঠকানি দ্বারা সমর্থিত হ'য়ে ক'র প্রস্তাবিত হিতৈষিণী-সভা গঠিত হ'ল। ক'র সুচিন্তিত সুললিত বক্তৃতার জন্য এবং তা'র দেশ-প্রাণতা ও হিতৈষণার জন্য সকলেই তা'র গুণ-পক্ষপাতী হ'য়ে উঠ্‌লো। খ'র কিন্তু বাড়ীতেই সভা বসেছে; খ'র তা'তে কিছু খরচও হয়েছে, আর সভা সাজাবার ঝক্কিটাও সকলের চেয়ে বেশীই পোহাতে হয়েছে। ক প্রস্তাব করলে, সপ্তাহ পরে কার্য্য নির্ব্বাহিকা সভার কার্য্যধারা নিরূপিত হবে, এ প্রস্তাব হতেই সকলে হাততালি দিয়ে আর পাঠকে সর্ব্বসম্মতি জানাতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেই মুখেই খ ওজস্বিনী ভাষায় আপত্তি তুলে, শুভস্য শীঘ্রং নীতির নজীর দেখিয়ে, প্রবলতর উৎসাহে কালই অধিবেশন বসাবার প্রস্তাব ভোটে চড়িয়ে দিলে। ভীষণ করতালির শব্দে খ'র প্রস্তাবই গৃহীত হল। সকলেই খ'র আগ্রহ ও স্বদেশহিতৈষণার প্রশংসায় সভাস্থল মুখরিত করে যে যার বাড়ী চলে গেল। ক খ'র প্রশংসায় সব চেয়ে বেশী যোগ দিয়ে বাড়ী এসে ভাব্‌লে এ অধিবেশনটা তার নিজের বাড়ীতেই করলে হয় না? সেইত পথপ্রদর্শক সে ত খ-কেও পথ দেখালে!

খ'র বাড়ীতে বেশী লোক বসবার সুবিধা বলে' দশজনের মতে খ'র বাড়ীতেই অধিবেশন হ'ল। কাজের ধারা যখন পাঁচজনে মিলে তয়ের হচ্ছে, তখন কোন্ ধারাটা কাজের হবে; কোন্‌টা কাজে আসবে না — এই নিয়ে ক-তে আর খ-তে একটু গোল বাধলো। তাতে কেউ ক'র দিকে, কেউ খ'র দিকে হয়ে বল্‌লে; কেউ দু'জনেরই প্রস্তাবের মাঝামাঝি একটা রফা করে,' আবার কেউ দুজনেরই মত বাদ

দিয়ে নতুন একটা ধারা প্রস্তাব ক'রে বস্‌লো। অনেক তর্কাতর্কি গণ্ডাগণ্ডির পর কারো জেদ রেখে, কাকে ওরা ছাড় দিইয়ে, কারো মন রেখে, কারো মান রেখে শেষে সমিতির আইন-কানুন তৈয়ের হয়ে গেল। কাজের ধারা বেঁধে গেল বটে, কিন্তু ধারার মত কাজ হতে পেলে না। কাজে হাত দেওয়ার পর থেকেই অবৈতনিক কাজীরা নিজের নিজের মত ও পছন্দ অনুসারে বা খেয়ালের মাথায় মাঝে মাঝে গোলমাল করতে লাগলো। স্বেচ্ছাসেবকদের নির্দ্ধারিত কাজের "টেক্‌নিক্যাল" ত্রুটী ধরে বিশেষ বিশেষ অধিবেশনে অবৈতনিক কর্ত্তারা ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভাব হ'তে-কলমে-কার্য্য-অনির্ব্বাহক বাক্যপ্রিয় সভ্যরা নানা রকম বিরুদ্ধ সমালোচনা ক'রে কার্য্য নির্ব্বাহকদের চৈতন্য সম্পাদন করতে গিয়ে হাড়ে হাড়ে চটিয়ে দিতে লাগ্‌লো। মাথা ঘামিয়ে খাতকে দেশের লোকদের এই বাক্যবাণে পাশ-কাটিয়ে কাজ করবার লোকগুলো কমে গেল। "ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার" আগ্রহ যে পরিমাণ কমতে লাগলো সেই অনুপাতে দেশহিতৈষণামূলক সুনির্ব্বাচিত ও অতি প্রয়োজনীয় লিখিত ও মৌখিক বক্তৃতা দিবার লোক বাড়্‌লো। তাদের আগ্রহে হিতৈষিণী সভার ঘন ঘন অধিবেশন হ'তে লাগ্‌লো। যাদের আগ্রহ কমেছিল, উৎসাহ নিবু নিবু হয়ে এসেছিল, আর যারা 'ভক্তোর' বলে ছেড়েছিল; তাদের অনেকে বেশী আগ্রহ দেখিয়ে পুনরায় যোগ দিলে। যে সকল কার্য্যনির্ব্বাহক "সেন্‌শার" পেয়ে পেয়ে তপ্ত হ'য়েছিল, তারা এই সুযোগে গায়ের ঝাল ঝেড়ে নিয়ে অনেকটা শান্ত হ'ল।

এদিকে ক খ'র কর্তৃত্বের চিহ্ন সকল কাজের মধ্যে পেতে পেতে আর সকলের মুখে তার দেশহিতৈষণার সুখ্যাতি শুন্‌তে শুন্‌তে একটা তিক্ত ভাব অজ্ঞাতসারে কেমন করে ক'র মনের কোণে ঠাঁই নিয়েছিল। ক তাই প্রত্যেক বক্তৃতায় মুখে খ'র কর্ম্মদক্ষতা ও উৎসাহের জন্য, আর তাঁকে নিজের প্রধান কর্ম্ম-সহায় ব'লে, বেশ মুরুব্বিয়ানা চালে প্রশংসা করেও, নানা কাজের ঝঞ্ঝাটে, বিশেষ করে রাত্রিতে খ'র বাড়ী অবধি যেতে না পেরে, নিয়মিত "মিটিং অ্যাটেণ্ড" করতে পারছিল না। তার মাঝে মাঝে এক এক দিন সমাজ-সংস্কার নিয়ে ক আর খ'র মতান্তর হ'য়ে উভয়ে বাগযুদ্ধও হচ্ছিল। শেষে একদিন বাল্যবিবাহের অপকারিতা সম্বন্ধে একজন সভ্যের প্রবন্ধ পাঠ শেষ হ'লে খ প্রবন্ধ পাঠকের পক্ষ নিয়ে বাল্যবিবাহের অনিষ্ট-কারিতার চিত্র বেশ রঙিয়ে তুল্লে। সেদিন কি জানি কেন, ক খ'র ঘোর প্রতিবাদ ক'রে সনাতন সমাজের ধর্ম্মাচারের যতদূর গোঁড়ামী করা যেতে পারে ইস্তক গৌরীদানের ফল থেকে নিয়ে 'মহারৌরব' পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে বিরুদ্ধ মীমাংসার দ্বন্দ্ব করে ছাড়্‌লে। ফলে, উভয়ের মতান্তরে এমন মনান্তর হ'য়ে গেল, যে সেই অধিবেশনই, শেষ অধিবেশনে পর্য্যবসিত হ'য়ে দেশহিতৈষিণী সভা তো উঠেই গেল অধিকন্তু এক পাড়াতে বাস করেও ক আর খ'র মধ্যে মুখ দেখাদেখি রহিল না!

* * * * *

ক কি খ'র দু'জনেই তখন বেঁচে নেই। কিন্তু খ'র বাড়ীখানি তেমনই ছিল আর সেই ঘরে ছেলেরা

ডিবেটিং ক্লাব করে একদিন তর্কাতর্কি করছিল। ক্লাবের বড় বড় ছেলেরা গ্রামের দুর্দ্দশার উল্লেখ ক'রে একটা পল্লী-সংস্কার-সমিতি গঠনের প্রস্তাব করলে। প্রস্তাবটি সনাতন প্রথায় সমর্থিত ও গৃহীত হ'ল। তা'র কিছুদিন পরে একদিন সন্ধ্যায় ক্লাবের ছেলেরা সেই ঘরে পাড়ার বুড়োদের ডেকে জড় করলে। ছেলে-বক্তা পল্লীসংস্কার সম্বন্ধে এমন গুছিয়ে বল্লে, যে বুড়ো-সভাপতি লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে তাকে ছু'হাত তুলে আশীর্ব্বাদ না করে আর পারলেন না। হাততালি আর জুতাঠুকুনির শব্দে সভাগৃহ কেঁপে কেঁপে উঠে যখন গম্‌গম্ করতে লাগল তখন বুড়োদের মনে হল, যেন সভাস্থলে ক খ'র প্রেতাত্মার আবির্ভাব হয়েছে! ছেলেদের মহোৎসাহের মধ্যে যেন তা'দের অপচ্ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তাই দেখে আগে বুড়োদের গা ছম্‌ছম্ করে উঠলো। সেই সময় কোন্ এক থুরথুরে বুড়ো জড়িতস্বরে বল্লেন, ক খ'র কালে এই ঘরেতেই "হিতৈষিণী সভার" এমনি উৎসাহ দেখা গিয়েছিল! ক'র নাতি বল্লে, 'আহা সে সভা বেশীদিন টেঁকলো না। বাবার মুখে শুনেছি আসল কাজে হাত দিতে না দিতেই উঠে গেল! খ'র নাতি মুচকে হেসে যেন একটু বিদ্রূপ মাখানো চাপা সুরে বল্লে "ওঠালে কে?"

হঠাৎ কোথা থেকে একটা ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটা এসে সভার আলো নিবিয়ে, কাগজপত্র উড়িয়ে আর ছেলে-বুড়োর বুক কাঁপিয়ে কারা যেন একসঙ্গে মুমূর্ষুর বসা-গলায় হাঁড়ির ভিতর থেকে ব'ল্লে "প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা!"

তৎক্ষণাৎ একটা ফিঁকে লাল আলোর আভা বৃদ্ধ সভাপতির পিছনের দেয়ালের গায়ে পড়তেই সকলে স্তম্ভিত হয়ে দেখ্‌লে পরস্পর পরস্পরের দিকে ভীষণ ঈর্ষাপূর্ণ কটাক্ষ করতে করতে ক ও খ'র ছায়ামূর্ত্তি ম্লান হয়ে যাচ্ছে!

উত্তর বঙ্গের সাহিত্য সেবক

গোবিন্দমোহন বিদ্যাবিনোদ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি—৩)

অষ্টাদশবিদ্যা—১ম খণ্ড

অর্থাৎ বেদবেদাঙ্গাদি শাস্ত্রের মূল মর্ম্ম। 'মৃণ্ময়ী'র পর গোবিন্দমোহন এই অমর গ্রন্থের প্রণয়ন করেন। ইহা ১২৮৮ সালে কলিকাতা ষ্ট্যানহোপ প্রেসে মুদ্রিত হইয়া কাকিনা হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। মুখপত্রে গ্রন্থকারের প্রৌঢ় বয়সের একটী প্রতিকৃতি আছে।

আর্য্য জাতির বেদ বেদাঙ্গ প্রভৃতি অষ্টাদশ প্রকার

শাস্ত্র প্রস্থানের স্থূল মর্ম্ম বঙ্গভাষায় প্রকাশ করাই 'অষ্টাদশ বিদ্যার' প্রধান উদ্দেশ্য। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ; শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই ছয়টি বেদাঙ্গ; আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র এই চারি উপবেদ এবং পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা ও ধর্ম্ম-শাস্ত্র মোট এই আঠার রকম শাস্ত্রের ও এই সমস্ত শাস্ত্রসঙ্গত ধর্ম্মমতের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। ইহার টীকাতে প্রসঙ্গক্রমে নানা প্রকার যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। 'প্রস্থানভেদ' ইহার প্রধান উপাদান ও অবলম্বন। তা' ছাড়া সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা; শব্দকল্পদ্রুম, স্মৃতিতত্ত্ব, মহাভারত, তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে আবশ্যক মত প্রমাণ সকল গৃহীত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিত গোবিন্দমোহনের ৪৩ বৎসর পূর্ব্বের বঙ্গভাষাবিষয়ক মন্তব্যটি উদ্ধৃত করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে "এদেশে কৃতবিদ্য ও ধনবান্ ব্যক্তিগণ বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে যদি সাধ্যানুরূপ চেষ্টা করেন, ইহা একটি প্রধান ভাষা মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিবে। কেবল বঙ্গভাষা দ্বারাই বঙ্গবাসিগণ যাহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারেন, বঙ্গভাষা যাবৎ তাদৃক্‌শক্তি সম্পন্ন না হইবে তাবৎ ইহা অপূর্ণাবস্থাতে থাকিবে, তাবৎকাল ইহার দ্বারা আশানুরূপ ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। স্বদেশীয় ভাষাতে শিক্ষা লাভ করা যেরূপ সুলভ, বিদেশীয় ভাষাতে কোনরূপেই সেরূপ হইতে পারে না। সামান্য শ্রম ও সামান্য ব্যয়েই দেশীয় ভাষা দ্বারা জ্ঞান লাভ করা যায়, বিদেশীয় ভাষাতে প্রচুর শ্রম ও অর্থব্যয় করিতে হয়।"—আজও এ অভিযোগ একেবারে বিদূরিত হয় নাই। দেশীয় প্রাচ্যবিদ্যার পণ্ডিতগণ অর্থাৎ 'টুলো' পণ্ডিত-গণের কয়জন বঙ্গভাষায় তাঁহাদের অনুশীলনের ফল প্রকাশ করিয়া থাকেন? অবশ্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন, ভট্টপল্লীর পঞ্চানন তর্করত্ন ও পাবনা দশন টোলের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক অধুনা কাশী বাসী শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ প্রমুখ অধ্যাপক ইহার ব্যতিক্রম। তা' ছাড়া আজিও বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা শিক্ষার বাহন হইতে পারে নাই। বঙ্গভাষার সাহায্যে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা দানের প্রস্তাব চলিতেছে মাত্র।

'অষ্টাদশ বিদ্যার' ১ম খণ্ড সম্বন্ধে 'মুর্শিদাবাদ পত্রিকা' লিখিয়াছিলেন (৩০শে আষাঢ়, ১২৯০) 'গ্রন্থ-কার এই পুস্তক-প্রকাশ দ্বারা দেশের যে বিশেষ উপকার করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ইউরোপীয় শিক্ষা আমাদের দেশে কি এক বিষ-বীজ আনিয়া দিয়াছে যে, দেশীয় দ্রব্যের নামেতেই আর রুচি নাই। ফলতঃ যাহা-দের স্বদেশের প্রতি, মাতৃভাষার প্রতি এবং স্বদেশের গৌরবের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি আছে তাঁহাদের এই পুস্তক একবার পাঠ করা কর্ত্তব্য।' 'বিদ্যাবিনোদের সংস্কৃত সাহিত্যে ভূয়োদর্শন আছে। আজি কয় বৎসর হইল, তিনি যে মৃণ্ময়ী নামে ভূগোল-গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহাতেই তাঁহার ভূয়োদর্শন, পরিশ্রম এবং গবেষণার পরিচয় পাই, এবং মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালা ভাষার সে শ্রেণীর গ্রন্থ

সেরূপ আর নাই। উপস্থিত গ্রন্থেও সঙ্কলন-কর্ত্তার গবেষণার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়।" [সাধারণী, ১২৯৭] 'অষ্টাদশ বিদ্যা আমাদের দেশের সম্পত্তি; কিন্তু অনেকেই উহার স্বরূপ ও গুণ জানেন না, এগুলি দেশের লোককে জানাইয়া দেওয়া অতিশয় আবশ্যক।"—সোম-প্রকাশ, ২০শে চৈত্র, ১২৯৮।

এতদ্ব্যতীত ইণ্ডিয়ান মিরর, প্রতিনিধি প্রভৃতি পত্রিকা পুস্তক-প্রণেতার মস্তকে প্রশংসার পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ বিদ্যা—২য় খণ্ড

১৮৮৫ সালে গোবিন্দমোহন অষ্টাদশ বিদ্যার ২য় খণ্ড প্রকাশ করেন। প্রথম ভাগ অপেক্ষা ২য় ভাগ অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ও স্থূলতর। পত্র সংখ্যা ১৬০। গোবিন্দমোহনের এই খণ্ড আরও বৃহদাকারে বাহির করিবার বাসনা ছিল। কিন্তু অত বড় পুস্তকের মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়ভারবহনে অসামর্থ্যই তাঁহার ঈপ্সিত কার্য্যের অন্তরায় হইয়াছিল। আসল কথা, দারিদ্র্যই সকল সৎকার্য্যের হন্তারক। কবিবর হেমচন্দ্র 'মেঘনাদ বধের' অমর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের দারিদ্র্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, এস্থলে আমরা ঠিক সেই কথাটি অনায়াসে গোবিন্দমোহনের সম্বন্ধে প্রয়োগ করিতে পারি;—

হায় মা ভারতি! চিরদিন কেন তোর এ কুখ্যাতি ভবে।
যে জন সেবিবে ও পদযুগল সেই সে দরিদ্র হবে॥

অষ্টাদশবিদ্যা ২য় খণ্ডের প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইবার পরেই গোবিন্দমোহনের কোন আশ্রিত ও উপকৃত ব্রাহ্মণ-কুল-কলঙ্ক কর্ত্তৃক তাঁহার কুলকামিনীগণের স্বর্ণ রৌপ্যালঙ্কারে প্রায় আট নয় সহস্র টাকা অপহৃত হয়, ইহাও তাঁহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ হইয়াছিল।

এই দ্বিতীয় খণ্ড অষ্টাদশ বিদ্যার সহিত প্রস্থান-ভেদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। এই খণ্ডে শ্রুতি, স্মৃতি আদি নানা শাস্ত্রের প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। আর্য্য শাস্ত্র বা আর্য্য ইতিহাস সম্বন্ধে বিদেশীয় সিদ্ধান্তের সমুদয়ই যে সুসিদ্ধান্ত গোবিন্দমোহন তাহা স্বীকার করেন নাই। কিন্তু সুবিবেচক বুকানন (Buchanan) প্রমুখ দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন গ্রন্থ ও শিলালিপির সাহায্যে উক্ত বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহার প্রতি গোবিন্দমোহন আস্থাবান্ ছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় গোবিন্দমোহন যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে এই কয়টি কথা এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি। যাঁহারা কেবল বিদেশীয় গ্রন্থাদিতে বিদেশীয় মতেরই অনুশীলন করেন, ঘৃণা বা সংস্কৃত অনভিজ্ঞতাবশতঃ স্বদেশীয় শাস্ত্রের যথাযথ অনুশীলন করেন না, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই বিদেশীয় গ্রন্থাদিতে স্বদেশের কথা অধ্যয়ন বা শ্রবণ করিয়া তৎপ্রতি এমন বিশ্বাসী হন যে, উহার দোষগুণ বিচারে একান্ত বিমূঢ় হইয়া পড়েন। বাস্তবিক অসূয়াবর্জ্জিত ভাবে সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া সত্যানুসন্ধান করাই প্রকৃত জ্ঞানলাভের হেতুভূত।"

দ্বিতীয় খণ্ডে যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে, গ্রন্থের সূচীর উল্লেখ করিলেই তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি হইবে। যথা অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদী বেদের নিত্যতা ও অপৌরুষেয়তা, বেদের শাখাবিভাগ, বৈদিকধর্ম্ম,

পুরাণের লক্ষণ ও রূপকতা, তন্ত্রশাস্ত্র, গোস্বামি-শাস্ত্র বৈষ্ণব সংহিতা।

এই গ্রন্থপাঠে বিখ্যাত রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছিলেন-

"বিলাতী পাণ্ডিত্যের প্রসাদভুক্ না হইয়া আপনি যে স্বাধীনভাবে গবেষণা করিতেছেন ইহা আপনার পক্ষে অল্প গৌরবের বিষয় নহে।" ইহার ভাষা যেরূপ বিশুদ্ধ, লিখন প্রণালী সেইরূপ সুন্দর। গ্রন্থকার এই পুস্তক প্রণয়নে বিস্তর পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা ও মীমাংসাগুলি হৃদ্য হইয়াছে'—বামাবোধিনী, পৌষ, ১২৯৩। 'গ্রন্থ খানিতে সঙ্কলনকর্ত্তার শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও গূঢ় তত্ত্বানুভূতির বিশুদ্ধ পরিচয় দিতেছে।'—ধর্ম্ম প্রচারক। 'বেদ, পুরাণ, তন্ত্র ও দর্শনাদি শাস্ত্রের সারজ্ঞান লাভ করিবার পক্ষে 'অষ্টাদশবিদ্যা' কল্পতরু বিশেষ, এতন্নিমিত্ত গোবিন্দবাবু জগতে ধন্য ও কীর্ত্তিমান্ হইলেন। ∙ ∙ যাঁহাদের হিন্দু শাস্ত্রকে জাতীয় গৌরব বলিয়া বোধ আছে, তাঁহারা ইহা পাঠ করিয়া তিমিরাচ্ছন্ন চিত্তকে আলোকিত করুন' "মুর্শিদাবাদ পত্রিকা"। এতদ্ব্যতীত সময়, চারুবার্ত্তা, ঢাকা প্রকাশ, কাশীপুর নিবাসী লিবারেল, প্রভৃতি পত্রিকা এবং বহু বিদ্বান্ ব্যক্তি এই গ্রন্থ সম্বন্ধে অনুকূল অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন বাহুল্য বোধে তাহার উল্লেখ করা হইল না। তাৎকালিক কোন কোন সংবাদপত্র এই গ্রন্থ খানিকে এদেশের বিদ্যালয়ে পাঠ্য-পুস্তকরূপে ব্যবহৃত হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন।

লীলাবতী ও সংস্কৃত শ্লোক রচনাদি।

গোবিন্দমোহন অতঃপর 'লীলাবতী' নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বহু অনুসন্ধান ও চেষ্টা করিয়াও আমরা ইহার এক কপি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এ গ্রন্থও বাকি তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় অনুশীলন ও আলোচনার নিদর্শন স্বরূপ। সংস্কৃত ভাষায় শ্লোক রচনায় গোবিন্দমোহন সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'মৃণ্ময়ী' ও অষ্টাদশ বিদ্যার 'মঙ্গলাচরণম্' ও 'গ্রন্থকারের বংশাবলী' আমাদের উল্লিখিত উক্তির সাক্ষ্য প্রদান করিবে। সংস্কৃত শাস্ত্রে গোবিন্দমোহনের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রানুশীলনায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'বিদ্যাবিনোদ-বারিধি' এই উপাধিতে ভূষিত করেন। আধুনিক নবদ্বীপ পণ্ডিত-সমাজ অনেক প্রাচ্য-বিদ্যায় অনভিজ্ঞ, এমন কি সংস্কৃত বর্ণজ্ঞানহীন ব্যক্তির শিরেও বিদ্যারত্ন, বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি উপাধির বর্ষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, যখন ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক স্বর্গীয় ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন ও সুবিখ্যাত স্মার্ত্ত স্বর্গীয় রঘুনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়গণ নবদ্বীপের শিরোভূষণরূপে বিরাজ করিতেন, তখন কেবল যোগ্য ব্যক্তিগণই ঐ সব উপাধির অধিকারী হইতেন।

জ্ঞানানুশীলনই গোবিন্দমোহনের জীবনের একমাত্র আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল। সংসারের গুরুভার ও শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিয়াও তিনি বিদ্যাচর্চ্চায় কখনও পরাঙ্মুখ হন নাই। তৎপ্রণীত "হরিবাসর তত্ত্বসার" ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। অধুনা এই সব গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য বা বিলুপ্ত। বর্ত্তমান সময়ে পুস্তক প্রকাশকগণ কেবল নাটক নভেল প্রভৃতি তরল-সাহিত্যের প্রচার ও প্রকাশ করিতেছেন। বিলুপ্তপ্রায় সদ্গ্রন্থাদির প্রতি

তাঁহাদের সুদৃষ্টি পতিত হয় না, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

গোবিন্দমোহন ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যেও সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থাদিতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে তিনি সাদরে তাঁহাদের মত গ্রহণ করিয়াছেন, আবার অযৌক্তিক মত সকল পরিত্যাগও করিয়াছেন।

বিখ্যাত উমেশচন্দ্র দত্ত, স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখ মনস্বী ও মনীষী ব্যক্তিগণের সহিত গোবিন্দমোহন সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন।

উপসংহার

১৩০৩ সালে রঙ্গপুরে গোবিন্দমোহন পরলোকগত হইয়াছেন। পাবনার 'সুরাজ' পত্রের প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক, 'হামির', 'কর্ম্মফল' 'সুরাজ্য সপ্তম এডোয়ার্ডের স্বর্ণবাণী' প্রভৃতি সদ্গ্রন্থ-প্রণেতা স্বর্গীয় কিশোরীমোহন রায় মহাশয় গোবিন্দমোহনের একমাত্র পুত্র। কিশোরীবাবু ১৩০৪ সালে 'নব্য-ভারত' পত্রের কয়েক সংখ্যায় পিতৃদেবের জীবন-চরিত আলোচনা করিয়াছিলেন। ইহার প্রায় ১৫। ১৬ বৎসর পরে জনক-জীবনী পুস্তকাকারে প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ঐ পুস্তকের কিয়দংশ 'পৃথিবীর ইতিহাস প্রেসে' মুদ্রাণার্থ প্রেরিত হইয়াছিল—এমন সময় (১লা পৌষ, ১৩২১) সহসা করালকাল তাঁহাকে ইহ-সংসার হইতে সরাইয়া লয়। উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়কের অভাবে ঐ গ্রন্থাংশ মুদ্রাযন্ত্রের কবল হইতে আর বাহির হইল না! কোন উপযুক্ত ব্যক্তি গোবিন্দমোহনের জীবনচরিত প্রকাশে হস্তক্ষেপ করিলে তাৎকালিক দেশের, সমাজের ও সাহিত্যের অনেক কথা যাহা অদ্যাপি লোক-লোচনের অন্তরালে রহিয়াছে, তাহা—উদ্ঘাটিত হইবে।

শ্রী রাধাচরণ দাস সাহিত্যরত্ন

যদি ভাল চাও ত ঘণ্টা ফণ্টা গুলোকে গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণের—মানবদেহধারী হরেক মানুষের পূজা করগে—বিরাট আর সরাট্—বিরাট্‌রূপ এই জগৎ—তাঁর পূজা মানে তাঁর সেবা, এরই নাম কর্ম্ম; ঘণ্টার উপর চামর চড়ান নয়—আর ভাতের থালা সামনে ধরে ১০ মিনিট বসব কি আধঘণ্টা বসব, ঐ বিচারের নাম কর্ম্ম নয়—ওর নাম পাগলা গারদ।

চালাকী দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য হয় না। প্রেম সত্যানুরাগ মহাবীর্য্যের সহায়তায় সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়। "তৎ কুরু পৌরুষম্।"

যদি জগতে কিছু পাপ থাকে, তবে দুর্ব্বলতাই সেই পাপ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা ত্যাগ কর—দুর্ব্বলতাই মৃত্যু—দুর্ব্বলতাই পাপ।—বিবেকানন্দ

ভালবাসা

শ্রী ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী এম,—এ, বি-এল।

১

দেহ লাগি দেহের ক্রন্দন
রূপলাগি আঁখির পিপাসা
মধু লাগি ভ্রমর গুঞ্জন
নহে নহে নহে ভালবাসা।

২

গুণ লাগি গরব-সঞ্চার
সুখে হাসি দুখে দুখোদয়
এক ভাব অন্তরে দোঁহার
ভালবাসা সে ত কভু নয়।

৩

ক্ষণে ক্ষণে মান অভিমান
পলে পলে বিরহ মিলন
বাঁধাবাঁধি পরাণে পরাণ
ভালবাসা সে নহে কখন।

৪

সৌন্দর্য্যের রসে নিমগন
চেতনা সে মাঝে জড়তার,
ভালবাসা মূক-আস্বাদন
ভাষাতীত অনুভূতি-সার।

৫

ভালবাসা যারে ভালবাসে
করে তারে সরবস্ব দান,
বাঁধা পড়ে আপনার ফাঁসে
বাঁধিবারে না চাহে পরাণ।

৬

ভালবাসা আনন্দ না চায়
আনন্দ আপনি করতল;
বিরহের মাঝখানে পায়
পরিপূর্ণ মিলনের ফল।

৭

ভালবাসা—সে যে মহা ভুল,
বাঞ্ছিতের সনে বিনিময়,
বাজ গোরা আঁখি ঢুলু ঢুল
অভ্যন্তরে সুখের উদয়।

দাক্ষিণাত্যে কয়েক দিন

শ্রীবিষ্ণুপদ রায় এম্‌, এ, বি, এল, বাণীভূষণ

পৌষ মাসের প্রথম, মালদহের কয়েকজন কংগ্রেস প্রতিনিধির সহিত বেলগাঁও যাত্রা করিলাম। আবার কংগ্রেস ফিরিয়া আসিল, সুতরাং এ ভ্রমণকাহিনী এক বৎসরের পুরাতন কথা। তবে শুধু বেলগাঁও যাইব, আর কোথায় যাইব না, মনে করিয়া ত আর ঘরের বাহির হই নাই। এতদিন মন্দির-মঠপূর্ণ মাদ্রাজ প্রদেশ, মহারাষ্ট্রবীরগণের লীলাভূমি বোম্বাই প্রদেশ মনের মধ্যে বিচিত্র বেশ ধারণ করিয়াছিল— স্বচক্ষে সেই সব দেশ দেখিব বলিয়া মন আনন্দে ও কৌতূহলে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

মালদহ হইতে যাত্রা করিলাম। এই দীর্ঘ ভ্রমণের মধ্য পথে যাহা কিছু প্রয়োজন হইতে পারে আমেদাবাদের বিখ্যাত বণিক নগিনদাস ফুলচাঁদের প্রপৌত্র রমণলাল তাহার সকলগুলিই এক এক করিয়া গৃহিণীর মত নিপুণহস্তে আমার বাক্সে গুছাইয়া দিলেন। কোনও স্থানে যাহাতে কোনও বিষয়ের জন্য বিন্দুমাত্র কষ্ট না হয় তাহা ভাবিয়া টুথ পাউডার, মাখিবার তৈল, মুখশুদ্ধি, সাবান, কয়েকটা মোমবাতি, দেশলাই কিছুই দিতে বাকি রাখিলেন না, এমন কি নিত্য পাঠের জন্য একখানি ছোট গীতাও দিলেন। আমার সহযাত্রীরা সকলেই বয়োজ্যেষ্ঠ। কেবল একজনকে পাইলাম তিনি আমার সমবয়স্ক অথবা কিছু ছোট হইতে পারেন। মালদহ জেলায় তাঁহাকে সকলেই চিনে—ইনি বিখ্যাত কর্মী ভূপেন্দ্রনাথ খাঁ। আমরা কয়েক দিন মাত্র একত্র ছিলাম, কিন্তু ভূপেন্দ্র এই কয়দিনেই তাঁহার স্বভাব-সুলভ সারল্য, প্রফুল্লতা ও সর্ব্বোপরি অপূর্ব্ব স্নেহে আমাকে নিতান্ত আপনার করিয়া লইয়াছিলেন।

হাওড়া হইতে মাদ্রাজ মেলে উঠিলাম। যে কামরাটিতে আমরা উঠিলাম তাহার অধিকাংশ ভদ্রলোক বেলগাঁও-যাত্রী। তাঁহাদের মধ্যে স্বামী বিশ্বানন্দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দুই তিনটা স্টেসন পার হওয়ার পরই সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। সংযাত্রীদিগের সহিত কথাবার্ত্তায় সময় বেশ কাটিয়া যাইতে লাগিল। রাত্রি আটটার সময় কোলাঘাটের নিকট রূপনারায়ণের সেতু পার হইলাম। এই কোলার সেতু অতিক্রম করিবার সময় অনেক দিনের পুরাণো কথা মনে পড়িল এইখানে আমি পূর্ব্বে আসিয়াছি; রূপনারায়ণের তীরবর্ত্তী বিস্তীর্ণ প্রান্তর ও নিকটের গ্রামগুলির সহিত যে আমার বহুদিনের পরিচয়!

কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম জানি না। অতি প্রত্যুষে ভূপেন্দ্র আমাকে জাগাইয়া দিয়া বলিলেন "ঐ দেখুন চিল্কা"। তখনও অন্ধকার ছিল; সেই আলো-অন্ধকারে ছোট ছোট পাহাড়ের কূলে চিল্কা এক অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করিতেছিল। প্রাতঃকালে গাড়ী অন্ধ্রদেশ দিয়া চলিতে লাগিল। দু'ধারে তামাক ও চিনাবাদামের ক্ষেত, দূরে ছোট ছোট

গ্রাম মাঝে মাঝে বড় বড় দীঘি। স্বামী বিশ্বানন্দ আমার পাশে আসিয়া বসিলেন—অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—দুইদিকে চাহিয়া দেখ, শস্যের কোথায় অপ্রাচুর্য্য নাই, পরিশ্রমের কোথাও অভাব নাই। তথাপি লক্ষ্মীর দেশে আমরা লক্ষ্মীছাড়া। কেমন করিয়া এই দেশব্যাপী দারিদ্র্য আসিল, কেমন করিয়া আমরা আপনার দেশে পরদাস হইলাম ইহা নিয়ত চিন্তা করিও। ইংরাজকে শুধু গালি দিও না। নিজেদেরকে ভারতবর্ষের উপযুক্ত সন্তান বলিয়া যাহাতে পরিচয় দিতে পার তাহার চেষ্টা কর।" স্বামীজির কথা শুনিয়া ভাবিতে লাগিলাম—"এই যে দারুণ দুঃখ দৈন্য ইহা ত আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি, কিন্তু কই কারণ অনুসন্ধান কয়জন করি—দুর্ভাগ্য ও দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে আমরা নীরবে মরিয়া যাই—কষ্ট যখন অসহ্য হয় তখন নিজের অদৃষ্টকে বা ভগবানকে ধিক্কার দিই। হাজার হাজার যুবক লেখাপড়া শিখিয়া কাজের অভাবে বেকার বসিয়া আছে কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কাছে ত বেকার সমস্যা (unemployment problem) বলিয়া কোনও দারুণ সঙ্কটের ব্যাপার উপস্থিত হয় না।"

বেরহামপুর ষ্টেসনে আমাদের সহযাত্রী মালদহ কংগ্রেস কমিটির সভাপতির এক বন্ধু আমাদিগকে লুচি তরকারী ও দই দিয়া গেলেন। তখন ক্ষুধারও উদ্রেক হইয়াছিল, সুতরাং মনটা কথঞ্চিৎ শান্ত হইল। বেলা প্রায় দশটার সময় ভিজিয়ানা গ্রামে নামিয়া তাড়াতাড়ি 'কাক স্নান' করিয়া লুচি প্রভৃতি গলাধঃকরণ করিতে লাগিলাম। আমরা কয়েকজন হাত মুখ ধুইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল, দুই একজন হাতে ও মুখে দই লইয়া অপূর্ব্ব বেশে হাঁপাইতে হাঁপাইতে গাড়ীতে উঠিলেন। যে প্রদেশের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম তাহার ভাষা তেলেগু। ষ্টেসনে গাড়ী থামিতেই শুনিতে লাগিলাম "পালে (দুধ), এরাটি পাণ্ডু (কলা) ইত্যাদি।"

বেলা বারটার সময় ওয়ালটেয়ারে পৌঁছিলাম। এখান হইতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত একটী শাখা লাইন গিয়াছে। সমুদ্র অতি নিকটেই। ওয়ালটেয়ার অতি মনোরম স্থান। ফিরিবার দিন এখানে নামিয়াছিলাম। ওয়ালটেয়ারের সৌন্দর্য্যের কথা পরে বলিব।

ইহার পর প্রায় প্রত্যেক ষ্টেসন হইতে অন্ধ্র-প্রতিনিধিগণ (delegates) গাড়ীতে উঠিতে লাগিলেন। খবরের কাগজে পড়িয়াছিলাম অন্ধ্রদেশে খদ্দরের খুব আদর, চোখেও দেখিলাম তাহাই। ষ্টেসনে যাত্রী ও অন্যান্য যত লোক দেখিতে লাগিলাম তাহাদের অধিকাংশের পরণে খদ্দর। দেখিয়া মনে বড় আনন্দ হইল।   (ক্রমশঃ)

শরীর ত যাবেই, কুঁড়েমীতে কেন যায়? It is better to wear out than to rust out (মর্চ্চে পড়ে পড়ে মরার চেয়ে ক্ষয়ে মরা ভাল। মরে গেলেও হাড়ে হাড়ে ভেল্কি খেল্‌বে, তার ভাবনা কি?—বিবেকানন্দ

মেসোপটেমিয়ায় নয়মাস

স্বর্গীয় ডাক্তার কালিদাস বাগছী আই, এম, এস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি—৪)

যাত্রা।

অবশেষে হুকুম আসিল ২৩শে জুন ১৯১৫ সালে নাগপুর মেলে আমাদের রওনা হইতে হইবে। ইহার দুইদিন পূর্ব্বে লেপ্টেন্যাণ্ট চাটার্জ্জি (Lt..Chatterjee) দুই জন ভলান্টিয়ারসহ বিশেষ বন্দোবস্ত জন্য বম্বে রওনা হইলেন।

বহুদিনের কল্পনা ও স্বপ্ন আজ সফল হইতে চলিল। আজ মনশ্চক্ষে দেখিলাম আজ রাজসেবা ও ধর্ম্মযুদ্ধে আহত ভারতবীরগণের সেবা দ্বারা স্বীয় মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল করিতে বাঙ্গালী যুবকগণ নিজ প্রাণ তুচ্ছ করিয়া সত্য সত্যই যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছে। আজ 'এ নহে স্বপন এ নহে কাহিনী' ইহা প্রকৃত ঘটনা। আজ বাঙ্গলায় এ দৃশ্য নূতন। ১৯১৫ সালের ২৩শে জুন বাঙ্গলার এক মহা পুণ্যদিন;—এ দিনে বাঙ্গালী হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টীয়ান সব জাতিগত পার্থক্য বিস্মৃত হইয়া এই মহাব্রতে ব্রতী—বাঙ্গলার জাতীয় পত্রিকায় এই দিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

২৩শে জুন ১৯১৫—ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রমুখ বেঙ্গল য়্যাম্বুলেন্স কোর কমিটির সভ্যমণ্ডলীগণ ও কলিকাতার অন্যান্য মাননীয় মহোদয়গণ আজ প্রাতে আলিপুর লাইন এ উপস্থিত হইলেন। ইঁহাদের সম্মুখে ক্রমান্বয়ে অফিসার কমান্ডিং লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল নট, তাঁহার চারিজন "লেপ্টেনাণ্ট," "সুবেদার" ও তিনজন "জমাদার" ও দুইশ্রেণী ভলাণ্টিয়ারগণ সহ যথারীতি গমনোন্মুখ পংক্তিতে (মার্'চং অর্ড,র) দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের ফটো লওয়া হইল। পুনরায় কর্ণেল সাহেব, লেপ্টেন্যাণ্ট, সুবেদার ও জমাদার এক ভিন্ন ফটো লওয়া হইল। আহারাদির পর বেলা প্রায় একটার সময় ট্রাম যোগে আমরা হাওড়া পুলের নিকট গেলাম। তথা হইতে মার্চ্চ করিয়া ষ্টেসন পর্য্যন্ত গেলাম। পথে যাইবার সময় "বন্দেমাতরম্" "হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে" ও "সম্রাটের জয়" ইত্যাদি ধ্বনিতে গগন পরিপূর্ণ হইল। ষ্টেসনে পৌছিয়া প্লাটফরমে একটী বৃহৎ সভা হইল। তাহাতে নানাপ্রকার পুষ্পমাল্য দ্বারা জনসাধারণ সেবকগণকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। প্রত্যেকেরই আত্মীয়গণ এ সময় ষ্টেসনে উপস্থিত ছিলেন। রিজার্ভ গাড়ীতে আমরা বেলা পাঁচটার সময় রওনা হইলাম। ঐ অবস্থায় ফটো লওয়া হইল। নাগপুর মেলে আমরা অনেকগুলি কর্ম্মচারী এবং ভলাণ্টিয়ার সহ বম্বে রওনা হইলাম।

আত্মপরিচয়

লেপ্টেন্যাণ্ট হইতে ভলাণ্টিয়ার পর্য্যন্ত সকলেই বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্র সন্তান ও সুশিক্ষিত। অধিকাংশই ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ; মাত্র ১ জন মুসলমান

৩১ জন খৃষ্টিয়ান। এক কর্ণেল সাহেব, সুবেদার ৪ জন সরকারী হাবিলদার ভিন্ন সকলেই বাঙ্গালী; সকলেরই মাতৃভূমি বাঙ্গালা ও মাতৃভাষা বাঙ্গালা ভাষা। ইহাদের সকলেরই এক পরিচয়। জাতি বাঙ্গালী. নিবাস বাঙ্গালা, ভাষা বাঙ্গালা কর্ম্ম—সেবা। আর কি চাই? সবাই "ভাই ভাই," ধর্ম্ম ও সমাজগত কোন ভেদ এই কর্ম্মগত সম্বন্ধকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না।

রেলপথে

যখন রেলগাড়ী হাওড়া ষ্টেশন ছাড়িয়া গেল তখন মনে হইল আজিকার এ দিনটী প্রতিদিনের মত "দিন" নহে, এ অভিনব "আর এক দিন"। এ দিনে বাঙ্গালী এক নূতন জাতি, শুদ্ধ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ উকিল—"হাবিলদার" হইল; বি, এ পাশ চুলি বেহারা হইল; যাহারা পুরুষানুক্রমে এক কলম ও পুস্তক ভিন্ন অন্য কোন গুরুভার গ্রহণ করে নাই, তাহারাই মুটিয়া, মজুরের ন্যায় কঠোর কার্য্যে নিযুক্ত হইল। যাহারা সুকোমল শয্যায় বিশ্রাম করিত, তাহারাই বন্ধ কণ্টকাবৃত শূন্য ভূপৃষ্ঠে একমাত্র কর্কশ কম্বলের দ্বারা শয্যা-রচনা করিয়া আয়াস করিতে চলিল। যাহারা সরু বালাম চাউলের ভাত মুগের দাইল মাছের ঝোল ও বিবিধ মিষ্টান্ন ভিন্ন জীবনে অন্য কোন খাদ্য পায় নাই তাহারাই আজ কদর্য্য মোটা চাউলের ভাত বা অর্দ্ধদগ্ধ রুটী খোসা-ওয়ালা কলাই বা ছোলার দাউল—অমৃত তুল্য মনে করিয়া খাইতে চলিল। আহার-নিদ্রা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কাহারও মনে নাই. কেবল মাত্র একই ধ্যান কিসে কর্ম্মবীর হইব; নিজ জীবন তুচ্ছ করিয়া শত্রু মিত্র স্বজাতি বিজাতি ভেদাভেদশূন্য হইয়া কি প্রকারে আহতের ও রুগ্নের সেবা করিব? ট্রেণে চড়িয়া ভলান্টিয়ারগণ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত ইংরাজি ও বাঙ্গালা আশীর্ব্বাদ গীতি, "বন্দেমাতরম্" "বঙ্গ আমার জননী আমার" প্রভৃতি গাহিতে লাগিল।

চুঁচুড়া ষ্টেশনে গাড়ী পৌছিলে তত্রত্য অনেক ধনী ভাল আম ও টীনের কৌটায় রক্ষিত রসগোল্লা প্রচুর পরিমাণে দিলেন। আবার বর্দ্ধমানের মহারাজা সীতাভোগ ও মিহিদানাপূর্ণ বড় বড় কৌটা আমাদের অনেক পরিমাণে দিলেন। এসব আমরা বোম্বাই পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিলাম, আমাদের মধ্যে কেহবা জাহাজে পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিল। প্রত্যেক ষ্টেশনে আমাদের দেখিবার ও বিদায় দিবার জন্য অনেক লোক আসিত। রেলওয়ের কর্ম্মচারীগণ বিনয়-নম্র ব্যবহারে আমাদিগকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন। দিন ও রাত্রিতে আহারের সময় ষ্টেশনে নিরামিষ চর্ব্যচোষ্য আহার্য্য প্রস্তুত থাকিত ও আমরা তাহার সদ্ব্যবহার করিতাম। আম ও মিষ্টান্ন খাইতে খাইতে রেলপথে অরুচি ধরিয়া গেল। বড় বড় ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে "বন্দেমাতরম" প্রভৃতি আনন্দ ধ্বনি করিতে করিতে অনেকের গলার স্বরভঙ্গ হইয়া গেল।

বোম্বাই ২৮শে জুন ১৯১৫

প্রাতে বেলা ১১ টার সময় আমরা ভিক্টোরিয়া টারমিনাস নামক প্রধান ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিলাম। আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাড়া-

ইলাম। সেই সময়ে জনৈক ফটোগ্রাফার আমাদের ফটো লইয়া গেল। সেই দিন হইতে আমাদের প্রথম 'অ্যাক্‌টীভ সারভিস' আরম্ভ হইল। দুইখানি মাল গাড়ীতে আম্বুলেন্সের সব জিনিষ-পত্র বোঝাই করিতে হইল এবং ইহা প্লাটফরমে এক বড় গুদামে রক্ষিত হইল। আমি দেখিয়া অবাক হইলাম যে এই সব জিনিষপত্র নিমেষ মধ্যে প্লাটফরমে পুঞ্জীভূত হইল ও পরে মালগাড়ীতে করিয়া এম্‌বার্কেশন গুদামে রক্ষিত হইল। আমরা মটর গাড়ীতে চড়িয়া জাহাজ ঘাটে আসিলাম। প্রাতঃকাল হইতে আজ বৃষ্টি হইতেছে। সারা দিন ধরিয়া ইহা চলিল। এখানে আমরা দুই দিন থাকিলাম। বোম্বাই বাজার (ক্রফোর্ড মার্কেট) হইতে আমরা নানা প্রকার ফল বিস্কুট, তামাক প্রভৃতি জাহাজে ব্যবহার উপযোগী জিনিষ-পত্র ক্রয় করিলাম। হিন্দু হোটেল হইতে আমাদের জন্য ভাত, দাল, তরকারী আহারের জন্য দুই বেলা আসিতে লাগিল। অনেকে বোম্বাই সহর দেখিবার জন্য গাড়ী ভাড়া করিয়া নানা স্থান পরিভ্রমণ করিল।

(ক্রমশঃ)

প্রার্থনা

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী বি-এ

তোমারেই পাব বলে সকল আমার সাধনা ;
কান্নাহাসি যাহা দাও তোমায় পাবার বাসনা।
নদী, পাহাড়, সাগর, আকাশ,
তোমারি দেয় মহান্ আভাস ;
যে দিকে চাই, বা কিছু পাই,
এনে দেয় দিনরাত তোমার সুধুই ভাবনা,
সব মাঝে মহানন্দে আমি ভুলে যাই আপনা।
মনের মাঝে হোমের আগুন
জ্ঞানের ঘৃতে জ্বালাও দ্বিগুণ ;
ছার অশান্তি, সকল ভ্রান্তি,
জ্বলে যাক্, পুড়ে যাক্ যত তুচ্ছ ক্ষুদ্র কামনা ;
তোমা ছাড়া যাহা কিছু বাতুল মতন চা'বনা।

পাবনার ভক্তকবি

শ্রী কেদারনাথ চৌধুরী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি—৩)

(১১) মিশ্র ঝিঁঝিট—একতালা।

নীরব নিশীথে নীরবে বসি, আঁখিনীরে কত ভাসিব?

(আমার) মরমেরি আশা মরমে শুকাল, কোথা-গেলে শান্তি পাইব?

আমারই কপালে, নাহি সুখ লেশ 'মা' 'মা' বলে কত কাঁদিব,

কোথা গেলে আমি, পাব তব দেখা, প্রেম সিন্ধুনীরে ডুবিব।

নাহি গেল মম অহমিতি রব, বিষয়েতে কত মজিব,

দারাসুতমায়া, ত্যজি মহামায়া, জ্ঞান-পথে কবে ভ্রমিব?

না ডাকে রসনা, বলি শবাসনা, অন্তিমেতে কিসে তরিব,

দ্বিজ দীন গোপালে, তুলে নিও কোলে, যখন জীবন ত্যজিব।

গভীর রজনীতে এরূপ রোদনের সুরে করুণ বৈরাগ্যসঙ্গীতের মোহিনী মূর্চ্ছনা বস্তুতঃই জগৎকে কাঁদাইয়া তুলে। কবি 'নীরব নিশীথে নীরবে বসিয়া' মাতৃহারা বালকের মত মার জন্য কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন। শিশুর ভাঙ্গা প্রাণের এ দুঃসহ ভার জননী ভিন্ন আর কে অপনোদন করিবে? মাতৃবিরহে এমন হাহুতাশে অশ্রুপাত করিতে কয় জন পারে?

তারপর কবি জ্ঞান ও ভক্তির পরস্পর বেশ সহজ মিলন ঘটাইয়া মুক্তির আর একটী অবিসম্বাদী সরল সুবোধ্য ও সুগম পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

(১২) সুর—দাশুরায়ের।

'কা'র সাধ্য ওমা নীতে।'

মুক্তি যদি বাঞ্ছা মনে, ভক্তিভরে ডাক তারা।

জ্ঞানাঞ্জনে রঞ্জিত করে রাখ আঁখিতারা।

ধর্ম্ম আচরই সত্য, ত্যজি সংসার কুপথ্য,

হৃদয় মাঝে কর তত্ত্ব, কুল কুণ্ডলিনী সারা।

যোগ আগুনে হৃদয়খানি, পুরিয়ে কর পরশ-মণি।

মায়া মোহ সোনার খনি, ভস্ম করে বিনাশ পায়া।

দয়া দান উপকার, ব্রত কর শুদ্ধাচার;

দ্বিজ গোপাল বলে পরিহার, কররে বিষয় কারা।

সাধন মার্গে জ্ঞান ও ভক্তি দুই-ই আবশ্যক। জ্ঞানাঞ্জনে আঁখিতারকা পরিশুদ্ধি করিয়া প্রেম ও ভক্তি গঙ্গায় দেহতরী ভাসাইলে অচিরাৎ অকূলে কূল মিলে, মিলিয়া থাকে। শুধু শুষ্ক জ্ঞানের নীরস আবাহনে সরস বস্তু লাভ হয় না; প্রেম ভক্তির সরসতা—সজীবতা—কোমলতা চাই। সে যে রস বৈ সঃ।

দিবাবসানে বেলাটি ধীরে পড়িয়া আসিলে, করুণ রবির শেষ রক্তরাগে পশ্চিম নভস্তল যখন অপূর্ব্ব

সৌন্দর্য্য-সম্ভারে অনুরঞ্জিত হইয়া উঠে, ঠিক সেই সৌম্য সায়াহ্নে, সংসারকোলাহলবধির কর্ম্মশ্রান্ত মানব স্বভাবতঃ দুইদণ্ড নিরালায়, আপন মনে প্রশান্ত অম্বরতলে বসিয়া একটু শান্তিসুখ আকাঙ্ক্ষা করে। স্থির সন্ধ্যায় ওই মৌন মহিমা, চারিদিকের ওই কম-নীয় উদার ভাবসুষমা মানবের চিত্তবৃত্তিগুলিকে তুচ্ছ আসক্তির আবিল পঙ্কল হইতে ঊর্দ্ধে উঠাইয়া বৈরা-গ্যের অপার্থিব সুখরাজ্যে লইয়া যায়। তখন ভগব-দ্ভক্ত মন প্রেমময়ের শ্রীচরণারবৃন্দে স্বতঃই আনত হইয়া পড়ে। তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী হইতে তখন 'পুর-বীতে সাধা গান করুণঝঙ্কারে' বাহির হইয়া আসে, সে সঙ্গীতে থাকে একটা অনাবিল উচ্ছ্বাস একটা আত্মবিসর্জ্জন,—একটা চিন্ময়ী প্রার্থনা! মাতৃ-চরণ-পিযুষ-পিয়াসী ভক্তের হৃদয়বাণী ফুকারিয়া কাঁদে আর গায়,—

(১৩) সুর—ভাঙ্গাকীর্ত্তন।

দেখ্‌রে চেয়ে ডুবিল বেলা, সাঙ্গ হল ভবের খেলা।
ভবেরি বাজারে করিয়ে পসার, বিকি কিনি যত করেছিলি সার,
না হ'তে তোর আশারই সুসার, কালবশে হায় ভাঙ্গিল মেলা।
দেশ দেশান্তরে করিয়ে ভ্রমণ, করেছিলি যত ধন উপার্জ্জন,
পাপ পথে সদা করি বিচরণ, নিত্য সত্য ধনে করি অবহেলা।
যাদের লাগিয়ে করেছিলি এত, কোথায় র'হল সেই দারা-সুত,
দ্বিজ গোপালের, এ ভব সাগরে দিও মা অন্তিমে চরণ ভেলা।

প্রকৃতির ধ্যান-স্তব্ধ মধুর গোধূলীলগ্নে ভক্তের এই পুরবী তানঝঙ্কৃত কোমল সঙ্গীতে সংসার স্পৃষ্ট মানবের সকল ক্লান্তি দূরে যায়, ধীর অবসাদ আসে, সংসার-চিন্তা চলিয়া যায়, শুদ্ধ ঔদাসীন্য জাগ্রত হয়, মানসিক অশান্তি ও উদ্বেগরাশি মলিন হইয়া যায় গম্ভীর তন্ময়তা আসে। হৃদয়ের চটুল বৃত্তি লুপ্ত হইয়া যায়, নয়নে প্রেমের ধারা বহে।

কবি ভ্রান্ত উচ্ছৃঙ্খল মনকে আহ্বান করিয়া উপদেশ বাণী শুনাইতেছেন রে মন! কত আশায় বুক বাঁধিয়া তুই এই সংসার বাজারে দোকান খুলিয়া বসিয়া আছিস, ওই দেখ বেলা যে ডুবিয়া যায়! এ ধূলিখেলার অবসান যে শীঘ্রই হইবে! তখন তোর সাধের সাজান দোকানের 'বিকি কিনি' যে সব পড়িয়া রহিবে? তোর সকল আশাই যে মুকুলেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে! তখন তোর দশা হইবে,—

ফুটিতে পারিত ফুটিল না সে।

না হ'তে পাতা দুটি নীরবে গেল টুটি,'
বাসনাময় প্রাণ শুধু—পিয়াসে—"

তাই বলি, অবোধ মন! বেলা যে ডুবিয়া যায়! তোর সাধের খেলা যে 'সাঙ্গ' হ'ল! ও তোর 'ওই নিদানে ওইখানে সাথের সাথী কেউ হবে না।' তুই এতকাল যে নিত্য সত্য ধনে অবহেলা করিয়া অসার বস্তুকে ভজনা করিয়া আসিতেছিলি তাহা এখন সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়া ওই দীনদয়াল ভগবচ্চরণে মনপ্রাণ সমর্পণ কর, উদ্ধার ও আশ্রয় পাইবি।

আমরা কান্তকবির প্রাণের কথাও এইরূপই শুনিয়াছি। সে বীণাও ব্যাকুলতাভরে ঝঙ্কার দিয়াছে,

"বেলা যে ফুরায়ে যায়, খেলা কি ভাঙ্গে না হায়,
অবোধ জীবন-পথ-যাত্রি!
কে ভুলাইয়ে বসাইল কপট পাশায়?
সাথীরা যে চলে যায়, তবু খেলা না ফুরায়,
অবোধ জীবন পথ যাত্রি!—

বিভিন্ন ভক্তিগীতির এই স্বচ্ছ অমৃতধারায় নির্জীব প্রাণ পুনঃ সঞ্জীবিত হয়, সুপ্ত মন সহসা প্রবুদ্ধ হয়। অলক্ষিতে হৃদয়ে একটি ভক্তির পীযূষধারা প্রবাহিত হয়; মন প্রাণ সমস্তই নত হইয়া আসে। কবির কবিত্ব ত এইখানেই! এইখানেই ত শিল্পীর প্রকৃত চারুশিল্পের পরিচয়!

কবির হৃদয় সঙ্গীতময়। সুখ দুঃখে হর্ষ বিষাদে, ভাবে অভাবে, আলাপে প্রলাপে সে সঙ্গীতনির্ঝর একইভাবে চলিতে থাকে। তাহার শ্রান্তি নাই,— বিরাম নাই। এ নির্ঝরের শেষ ঝর্ঝর-রাগিণী কবে কোথায় লীন হইবে কে জানে? নিশ্চল সান্ধ্যের গভীর নিস্তব্ধতায় কবির ব্যাকুল প্রাণের গীতি সঙ্গীত যেন দ্বিগুণ বেগে উছলিয়া বাহির হইতেছে। কবি আবার তান ধরিয়াছেন।

(১৪)

পূরবি—একতালা।

বৃথা কাজে দিন গেল, কি কর বসিয়ে মন।
হরিনামামৃত পানে বঞ্চিত কি কারণ?
শমন যখন জিজ্ঞাসিবে, তখন তারে কি বলিবে?
এই বেলা মুদিয়া আঁখি, চিন্তা কর নিরঞ্জন।
কহিছে গোপালচন্দ্রে, ভজহরি মহানন্দে,
থাকিবে পরমানন্দে, শমন হবে নিবারণ।

সঙ্গীত স্বভাবতঃই মানুষকে পাগল করিয়া তুলে। তারপর কমকণ্ঠগীত মধুর ভাবলয় সমন্বিত পরমার্থগীতি যে আরো কি অপার্থিব সুন্দর—কি স্বর্গীয় প্রভায় সমুজ্জ্বল ও শান্তিসুখকর তাহা ভক্তকবির ভক্তি সঙ্গীতেই পরিস্ফুট!

এক্ষণে আমরা কবির আরও দুইটী ভক্তিসঙ্গীত উদ্ধৃত করিলাম; কবি-চিত্তের এই পরম রমণীয় আলেখ্য দুইখানি শুধু একটা উজ্জ্বল বিষাদতুলিকায় আঁকা। দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে ভক্তপ্রাণ কি রক্ত পায়! নিদারুণ অভাব-তাড়নায় প্রাণ মন অস্থির। তবু ত সঙ্গীত প্রবাহের বিরাম নাই! কবি কখনও প্রাণের ক্রন্দনীয় খেদতপ্ত অশ্রুধারায় মিশাইয়া গাহিতেছেন—

মিশ্র খাম্বাজ—একতালা।

অভাব ভাবনা স্মরণ নিয়াছে,
ভুলিয়া গিয়াছি গান কি গান।
শোকে ছিঁড়ে গেছে মরমেরি তার,
বেসুরা গাহিছে প্রাণেরই তান।
সাধিতে জনম গেল, সা, রে, গা, মা,—
দুখে ছাড়িয়াছি পঞ্চমে তান,
ধৈবত, নিখাদ, খেদেতে ডুবিছে,
তারাতে মিশেছে তারারই গান।
কোমল গিয়াছে পাষাণীরে ডাকি,
আকুলে বেতাল হয়েছে 'সম'।
অদৃষ্টেরি বাধা বাম হয়েছে,

না জানি কোথায় পড়িবে মান।
দ্বিজ গোপালের হৃদয়-তন্ত্রে,
মাগো, বাঁধা আছে কঠিন তার,
দিবানিশি বাজে 'আমি' 'আমি' রবে,
মায়া মোহে বাঁধা বাঁশরি তান।

যুগপৎ শোক, দুঃখ ও অভাবে কবির মর্ম্মস্থল দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাই হৃদতন্ত্রী ছিন্ন; সকলই বেতাল, বেসুরা বাজিতেছে। পিককণ্ঠ-স্বভাব কবির আজ আর সে পঞ্চম তান নাই! আজি কবির অদৃষ্টেরি বামা বাম হয়েছে, সুতরাং প্রাণের রাগিণীর কোথায় মান পড়িবে তাহার কিছু স্থিরতা নাই। ভাগ্যদেবতা বিমুখ হইলে মানুষকে এই ভাবেই কাঁদিয়া মরিতে হয়। তবে কবির বিশেষত্ব শুধু তাঁহার সুনিপুণ তুলিকায় হৃদয়বেদনা প্রকাশের ক্ষমতায়, আর নিজের সঙ্গে পরকে কাঁদাইবার কৌশলে! সাধারণ মানবের এ ক্ষমতা—এ কৌশল নাই। আপনার হৃদয়ের কথা গুছাইয়া ভাষায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা কবি ছাড়া কাহারও নাই। এই খানেই কবির আদর ও গৌরব। এই জন্যই কবি এক হিসাবে শিল্পিপ্রধান ও জগৎপূজ্য।

ইহকালের দুঃখ-দারিদ্র্য ভোগ করিয়া, কবি শেষ দিনের জন্য সুখের আশা প্রার্থনা করিয়া জননীকে ডাকিতেছেন।

এ ভব সংসার মাঝে দুখার্ণবে ভাসি তারা,
প্রাণান্ত কালেতে যেন হই না চরণ ছাড়া।
যে জন তোমারে ভজে, তা'রে কি ছলনা সাজে,
দেখ মা পদপঙ্কজে, রবিসুত হ'লে খাড়া।
দ্বিজ গোপাল অতি দীন, ভজন পূজন হীন,
দিও মা অন্তিমে স্থান, নিজ গুণে—ভবদারা।

জননী! ইহ সংসারে সকল প্রকার সুখের আস্বাদই ত আমি পাইলাম! আমার ভাগ্যে যাহা হইবার হইল। এক্ষণে তোমার নিকট এই শেষ প্রার্থনা অন্তিমকালে যেন তোমার ওই শতদল কোমল চরণযুগল বক্ষে ধারণ করিতে পারি! আমার আর কিছু বাসনা নাই। সকল আশাই মিটিয়াছে। শুধু শেষ সাধটি মিটাইয়া দিলেই সার্থক হই! গানটিতে একাধারে বিনয় ও প্রচ্ছন্ন গর্ব্বের ভাব বিদ্যমান।

লক্ষ্মী সরস্বতীর অপূর্ব্ব সম্মিলন

৺তারানাথ তর্কবাচস্পতি

বাচস্পত্য প্রণেতা বঙ্গের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ৺তারানাথ তর্কবাচস্পতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমসাময়িক ছিলেন। ১৮১২ অব্দে বর্দ্ধমান কালনায় এই মহাপণ্ডিতের জন্ম হয়। ইনি ৬ বৎসর কাল সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া তর্ক বাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে কাশীতে থাকিয়া বেদান্তাদি শাস্ত্র সম্যক্‌

রূপে অধ্যয়ন করেন। তিনি নিজ গ্রামে টোল করিয়া বহু ছাত্রকে অন্ন ও বিদ্যাদান করিতেন এবং কাহারও প্রতিগ্রহ না করিয়া ব্যবসায়দ্বারা তাঁহার আয় হইতে সকলের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার জীবন বড়ই অসাধারণ। বিষয়কর্ম্মে—চির-উদাসীন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইয়াও তিনি লক্ষ্মী এবং সরস্বতী উভয়েরই সমভাবে উপাসনা করিয়াছিলেন। যশের ভাগও তাঁহার ভাগ্যে অল্প হয় নাই। তিনি নেপাল হইতে শাল কাষ্ঠ আনাইয়া বিক্রয় করিতেন; চাউল, বস্ত্র, কৃষি প্রভৃতিও তাঁহার ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বীরভূমে দশ হাজার বিঘা জমি লইয়া তিনি তাহাতে চাষ আবাদ করিতেন, ৫০০ গরু রাখিয়া তাহাদের দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃত কলিকাতায় চালান দিতেন এবং বস্ত্র ও স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতির দোকান চালাইতেন। নানাদিক হইতে অর্থোপার্জ্জন করিয়া এবং বিষয়-কার্য্যের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া তিনি কিরূপ অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় ও আগ্রহ সহকারে শাস্ত্রালোচনা, বিদ্যানুশীলন, গ্রন্থ-রচনা, প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক সম্পাদন ও তাহাদের টীকা প্রণয়ন, শব্দস্তোম মহানিধি, শব্দার্থ তত্ত্ব প্রভৃতি অভিধান সঙ্কলন এবং তদ্ব্যতীত সংস্কৃত কলেজে অধ্যপনাকার্য্য সম্পাদন করিয়াও বাচস্পত্যের ন্যায় বিরাট অভিধান একাকী সঙ্কলন করিয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন—ইহা শিক্ষিত সমাজের বিস্ময়স্থল হইয়া আছে। ঐ বিরাট গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কনে ৮০,০০০৲ টাকা এবং ১২ বৎসর ব্যয় (?) হইয়াছিল। তিনি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন এবং বিধবাবিবাহ প্রচলন-বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৮১ অব্দে "গয়া মাহাত্ম্য ও গয়া শ্রাদ্ধাদি-পদ্ধতি" নামক গ্রন্থরচনা ও মুদ্রাঙ্কন করিয়া তাহার ৩০০০ খণ্ড বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। ......১৮৮৫ অব্দে কাশীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।" বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী—উত্তর ভারত—৩৭—৩৮ পৃঃ।

"ব্যাকরণের অধ্যাপক পূজ্যপাদ তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের কথা বলা যাইতেছে। তিনি কি ব্যাকরণ, কি স্মৃতি, কি অলঙ্কার, বা কি ন্যায়শাস্ত্র সর্ব্বশাস্ত্রেই বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি বেদের ও উপনিষদের শিক্ষায় সুপটু ছিলেন। তৎকালে তিনিই পাণিনি ব্যাকরণবেত্তা ছিলেন। অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় কথা কহা তাঁহার সিদ্ধ বিদ্যা ছিল। পঞ্জাব বা বম্বে হইতে কোনো পণ্ডিত-মহাশয় সংস্কৃত-কলেজে আসিলে তিনিই তাঁহার সহিত সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্ত্তা করিতেন। তিনি যে "বাচস্পত্য অভিধান" লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিলে পাঠক তাঁহার অগাধ বিদ্যা বুঝিতে পারিবেন। বাণিজ্য-ব্যবসায়েও তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি শাল ও ঘড়ির ব্যবসায় করিতেন। অম্বিকা, কাল্না তাঁহার জন্মভূমি ছিল। একবার ঐ স্থানে প্রায় ১০০ ঢেঁকী বসাইয়া চাউল প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় বিক্রয়ার্থ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি যে কত সংস্কৃত পুস্তক সটীক ছাপাইয়া গিয়াছেন, তাহা সংখ্যা করা যায় না। এদিকে তিনি এত পাকপটু ছিলেন, যে, চিরজীবন নিজে পাক করিয়া খাইতেন। তিনি আমাদিগকে

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও রঘুবংশ-কাব্য পড়াইতেন। তিনি পশ্চিম দেশীয় লোকদের ন্যায় শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ করিতেন। ফলতঃ তাঁহার বিদ্যার সীমা ও বুদ্ধির পরিমাণ আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম। ইনি তদানীন্তন সংস্কৃত কলেজের একটী উজ্জল রত্ন ছিলেন। অঙ্কশাস্ত্রে ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ বুৎপত্তি ছিল। তিনি ই. বি, কাউয়েল সাহেবকে একটী অঙ্ক দিয়াছিলেন, ঐ অঙ্কটি উক্ত সাহেব সম্প্রতি এল্‌ফিনষ্টোনকৃত ভারতবর্ষের ' ঐতিহাসিক গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে ছাপাইয়া দিয়াছেন। তিনি আপনার কোষ্ঠী আপনি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আমার মনে হয়, তিনি যখন বুঝিলেন যে আর অধিক দিন বাঁচিবেন না, তখন একদিন আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব ৺গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে আসেন। তিনি আসিয়া বলিলেন—"গিরিশ আমি চলিলাম; তোমাদের সহিত আর দেখা হইবে না।" আমার পিতৃদেব উত্তর করিলেন—"বাচস্পতি! সে কি কথা কও?" তাহাতে বাচস্পতি মহাশয় বলিলেন—'হাঁ আর ১৫ দিন বই আমার জীবন নাই, আমি কাশীধামে যাইব।" তিনি সত্যবাদী ছিলেন, সুতরাং ঠিক ১৫ দিনের পর কাশীধামে তিনি দেহত্যাগ করেন। বাহুমূলে একটি কার্বাংকল হওয়াতে তাঁহার জীবন শেষ হয়। তাঁহার পদে আমার শত শত প্রণাম।"—সেকালের সংস্কৃত কলেজ—প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৩২।

এক সেকেণ্ড

শ্রীবিজয় কৃষ্ণ রায় বি এস্ সি

ঘড়িতে এক সেকেণ্ড সময় কত অল্প এবং চক্ষের নিমেষে চলিয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে উপেক্ষা করা চলে না।

মানব বুদ্ধি ও বলের দ্বারা সেকেণ্ড পরিমিত সময়ে বিশেষ কিছু করিতে পারে। এই সময়ের মধ্যে উত্তম দৌড়বাজ ত্রিশ ফিট্ দৌড়াইতে পারে এবং সুনিপুণ সাইকেল আরোহী পঁচাশি ফিট্ যাইতে পারে।

আধুনিকতম মুদ্রাযন্ত্রে সেকেণ্ডে বারখানা কাগজ ছাপিয়া ভাঁজ করিয়া সাজাইতে পারা যায়। সাঙ্কেতিক লিপিকার (Shorthand writer) সেকেণ্ডে পাঁচটি শব্দ লিখিয়া লইতে পারে।

এক সেকেণ্ডে এক্সপ্রেস ট্রেণ প্রায় ত্রিশ গজ, দ্রুতগামী মোটর প্রায় ৬০ গজ ও এরোপ্লেন ৯০ গজ দুরত্ব অতিক্রম করে।

কোন কোন পক্ষী সেকেণ্ডে দুইশত ফিট্ উড়িয়া যায়।

লণ্ডনের Baukers, Clearing House কাজের

দিনে গড়ে প্রতি সেকেণ্ডে ৫০০০ পাউণ্ডের কারবার করিয়া থাকে!

বায়ুতে শব্দের গতি সেকেণ্ডে ১১০০ ফিট, জলে ৪৭০০ ফিট। আলোকের গতি ১৮৬৪০০ মাইল ও বৈদ্যুতিক প্রবাহের গতি ৩০০০০০ মাইল।

Carpentier, Cookকে যে মুষ্ট্যাঘাত করিয়াছিলেন তাহা সেকেণ্ডে ৮৮ ফিট গতিতে পড়িয়াছিল।

আমাদের এই পৃথিবীও এক সেকেণ্ডে বড় কম ঘুরে না—প্রায় আঠার মাইল স্বীয় কক্ষপথে অগ্রসর হয়।
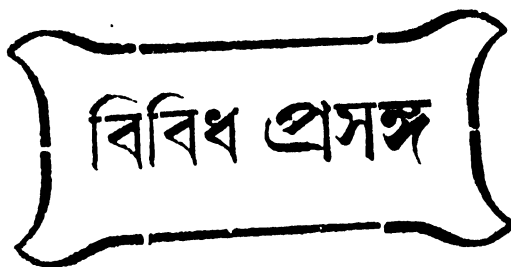
বিজয়া সম্ভাষণ ৺শারদীয়া দুর্গোৎসবান্তে আমরা 'আরতি'র গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক, লেখক ও পাঠকবর্গকে যথাযোগ্য প্রণাম নমস্কার, অভিবাদন ও আশীর্ব্বাদাদি জ্ঞাপন করিতেছি। বিজয়া হিন্দুর এক মহা পুণ্য উৎসব। অন্য কোন জাতির মধ্যে ঈদৃশ উৎসব দেখা যায় না। এই দিনে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র শত্রুমিত্র নির্ব্বিশেষে সকলকে কোল দিয়াছিলেন। এদিনে সমস্ত বৈরিতা-দ্বেষ, দোষ-ত্রুটী সমস্ত ভুলিয়া যাইয়া সকলকে আলিঙ্গন করিতে হয়। 'আরতি'র সেবা করিতে, কঠোর কর্ত্তব্য পালন করিতে যাইয়া আমরা অজ্ঞাতসারে হয় ত' কতজনের প্রাণে ব্যথা দিয়াছি, দোষ দেখাইয়াছি; অপ্রিয় সত্য বলিয়াছি। আশাকরি, তাঁহারা আজিকার দিনে আমাদের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া বক্ষ বাড়াইয়া দিবেন। তবেই আমাদের বিজয়া-উৎসব সার্থক হইবে, সফল হইবে, মাধুর্য্যমণ্ডিত হইবে।

ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচার

পাবনা জেলার অন্তর্গত মাকালিয়া গ্রাম নিবাসী পাবনার ভূতপূর্ব্ব উকিল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ সাহা বি, এল মহাশয় কয়েক বৎসর হইতে লোক-চক্ষুর অন্তরালে নীরবে সাহিত্য সেবা করিয়া আসিতেছেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম তাঁহার "[illegible]" নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ অচিরেই যন্ত্রস্থ হইবে। এই

গ্রন্থের বহুল প্রচার-কল্পে তিনি কয়েক সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

পরলোকে জগদ্বল্লভ বিশ্বাস

কুচবিহারের রাজস্ব সচিব, রাষ্ট্র পরিষদের বিচারক সভ্য ও দেওয়ান জগদ্বল্লভ বিশ্বাস এম-এ, বি-এল মহাশয় গত ১২ই শ্রাবণ কলিকাতা মহানগরীতে লোকান্তরিত হইয়াছেন। ইঁহার নিবাস পাবনা জেলার অন্তর্গত অষ্টমনীষা গ্রামে। জগদ্বল্লভ বাবুর পিতা স্বর্গীয় ব্রজবল্লভ বিশ্বাস মহাশয় রাজসাহীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাপন্ন মোক্তার ছিলেন।

জগদ্বল্লভ বাবু প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি, এ, ও এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে রিপণ কলেজ হইতে বি, এল, পরীক্ষায় পাশ করিয়া বর্দ্ধমানে ওকালতী করিতে যান। অল্পকাল মধ্যে তিনি পিতৃহীন হন এবং একটি বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণের ভার তাঁহার উপর পড়ে। এই সময়ে বর্দ্ধমানের বিখ্যাত উকিল রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুরের সহায়তায় তিনি কুচবিহার রাজ্যের সব নায়েব আহেলকার পদে নিযুক্ত হন। তখন রায় ৺কালিকাপ্রসাদ দত্ত বাহাদুর উক্ত ষ্টেটের দেওয়ান ছিলেন।

জগদ্বল্লভ বাবু স্বীয় প্রতিভাবলে পরবর্ত্তীকালে নায়েব আহেলকারী হইতে দেওয়ানী পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। জগদ্বল্লভ বাবু স্পষ্টবাদী, নির্ভীক ও নির্লোভ ছিলেন। তিনি বলিতেন "ব্রাহ্মণ দরিদ্র চিরকাল—দুঃখ কি অনটনে।" মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৭ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রগণ সকলেই সুশিক্ষিত ও কৃতী। ইঁহার পূর্ব্বে আর একজন পাবনা জেলাবাসী কুচবিহার রাজ-ষ্টেটের সিভিল ও সেসন জজ ছিলেন। তাঁহার নাম রায় ৺যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাহাদুর। তিনি সুপ্রসিদ্ধ তারেঙ্গা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। পরে তিনি আসাম গৌরীপুর ষ্টেটের ম্যানেজার হইয়া ছিলেন। আমরা সময়ান্তরে তাঁহার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

পাবনা জেলায় রাজা-মহারাজের দুর্ভিক্ষ হইলেও পাবনা জেলাবাসী অতি প্রাচীন কাল হইতে অদ্যাপি পুঁটিয়া, নাটোর, কুচবিহার, গৌরীপুর, ঢাকা ও মুর্শীদাবাদ প্রভৃতি রাজ-সরকারে উচ্চপদে কর্ম্ম করিয়া সুনাম ও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীমতী অপর্ণা দেবী কাব্যতীর্থা

'আরতি'র পাঠক পাঠিকাগণের নিকট শ্রীমতী অপর্ণা দেবীর নাম অপরিচিত নহে। আমরা ১ম বর্ষ, বসন্ত সংখ্যার 'পঞ্চ প্রদীপ' বিভাগে 'বালিকার কৃতিত্ব' শিরোনামায় তাঁহার চরকায় মিহি সূতা কাটিয়া সুবর্ণ পদক প্রাপ্তির সংবাদ দিয়াছিলাম ইনি সম্প্রতি সংস্কৃত কাব্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "কাব্যতীর্থা" উপাধিলাভ করিয়াছেন। ইঁহার এই কৃতিত্বে সমগ্র উত্তরবঙ্গবাসী নরনারী আজ গৌরবান্বিত। ইনি বেদান্তের আদ্য পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইয়াছেন। রাজসাহীর মহিলা সমিতি এই বিদুষী কুমারীর সম্বর্দ্ধনা করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। গত ৩১শে আষাঢ় অপরাহ্নে রাজসাহীর 'রাজা প্রমদানাথ বালিকা বিদ্যালয়' প্রাঙ্গনে জনৈক বিখ্যাত শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী মহাশয়ের

সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা কুলবালা দেবী মহোদয়া সম্বর্দ্ধনা ...ায় নেত্রীপদে বৃতা হইয়াছিলেন।

শ্রীমতী অপর্ণা দেবী নাটোর নিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কন্যা এবং নাটোরাধিপতির নিকট-আত্মীয়া।

পুস্তক ব্যবসায়ীর হঠকারিতা

কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের অমর কীর্ত্তি—"কল্যাণী" ১৩১২ সালের ভাদ্রমাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। কবি তাঁহার শিক্ষাগুরু পাবনা ইনষ্টিটিউসন ও পাবনা এডোয়ার্ড কলেজের প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র লাহিড়ী বি-এ মহাশয়ের নামে এই পুস্তকখানি উৎসর্গ করেন। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ পর্য্যন্ত "উৎসর্গপত্র" টি মুদ্রিত ছিল। ৩য় সংস্করণের প্রাকালে কবি দুরারোগ্য রোগে শয্যাশায়ী হওয়ায় দারুণ অর্থ-কষ্টে নিপতিত হইয়া সামান্য ৪০০৲ টাকার বিনিময়ে (২০০ শত অবিক্রীত পুস্তক সহ!) তাঁহার 'বাণী' ও 'কল্যাণী'র কপিরাইট কলিকাতার প্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট বিক্রয় করেন।

কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ঠিকই বলিয়াছেন ;—

"কত আশা ক'রে গ্রন্থ ছাপাই।
যাহা কিছু পান চট্টোমশাই।"

কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় উক্ত পুস্তক ব্যবসায়ী ৩য় সংস্করণ হইতে নির্লজ্জভাবে উক্ত 'উৎসর্গ পত্র'টির বিলোপসাধন করিয়াছেন! কবি যখন তাঁহার গ্রন্থের স্বত্ব বিক্রয় করেন তখন নিশ্চয়ই এ-সর্ত্ত ছিল না যে, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইচ্ছামত উৎসর্গ পত্রের সংহার-সাধন করিতে পারিবেন! এ-সব আইনের তর্ক। আমরা আইনজ্ঞ নহি। তবে কর্ত্তব্য, কবি-সমাদর, চক্ষুলজ্জা প্রভৃতি সাধারণ ভদ্রলোকদেরও আছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পাবনা টাউনহলে অনুষ্ঠিত রজনীকান্তের বার্ষিক স্মৃতিসভায় এসম্বন্ধে আমরা একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলাম এবং তাহা যথারীতি গৃহীত হইয়াছিল। ব্যস! ঐপর্য্যন্ত। এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? পাবনা জেলাবাসী—শুধু পাবনাবাসী কেন কবি রজনীকান্তের ভক্ত ও গুণ-মুগ্ধ ব্যক্তিমাত্রেরই এ বিষয়ে তীব্র আন্দোলন করিয়া যাহাতে উক্ত উৎসর্গপত্রটি "কল্যাণী"র সহিত পুনঃ সংযুক্ত হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত।

তুচ্ছ ও নগণ্য অর্থের বিনিময়ে এই দুই খানি অমূল্য রত্ন হারাইয়া কবি পরে যে মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার রোজ নামচায় একস্থলে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে ;—

"আমার এমন অবস্থা হ'ল যে, আর চিকিৎসা চলে না, তাইতে বড় আদরের জিনিষ বিক্রয় ক'রেছি। হরিশ্চন্দ্র যেমন শৈব্যা ও রোহিতাশ্বকে বিক্রয় ক'রেছিলেন। হাতে টাকা নিয়া আমার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল। আর ত তেমন মাথা নেই, আর ত' লিখ্‌তে পার্‌ব না। যদি বাঁচি জড় পদার্থ হ'য়ে রইলাম।"

পাবনায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পাবনা হিমাইতপুর তপোবন বিদ্যালয়ের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করিবার

জজ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত জে, এন দত্ত মহাশয়ের নিমন্ত্রণে বাঙ্গালার "একচ্ছত্র উপন্যাস সম্রাট" শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিগত ১৪ই ভাদ্র এখানে আসিয়াছিলেন। "ভারতবর্ষের" 'নিখিল প্রবাহের ভূতপূর্ব্ব লেখক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব ও কবি শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু মহাশয়ও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

পাবনার ভদ্র মহোদয়গণ শরৎ বাবুর সম্বর্দ্ধনা করিবার নিমিত্ত এক সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। শিলচর ট্রেনিং স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রায়সাহেব শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ অধিকারী মহাশয় শরৎবাবুর গুণপনা বিবৃত করিয়া একটি সরস ও চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। শরৎ বাবু স্বল্প কথায় অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর প্রদান করেন।

পাবনা জেলার শিল্পোন্নতি

পাবনা শিল্প সঞ্জীবনী কোম্পানী লিমিটেড

বঙ্গভঙ্গের হিড়িকে 'স্বদেশীযুগে' দেশময় নানা শিল্প প্রতিষ্ঠান গজাইয়া উঠিয়াছিল। এই ক্ষুদ্র পাবনাতে অনেকগুলি শিল্প প্রচেষ্টার উদ্ভব হইয়াছিল। তাহার প্রায় সবগুলিই অঙ্কুরে বিনষ্ট হইয়াছে; কেবল শিল্পসঞ্জীবনী কোম্পানী জীবিত থাকিয়া দিন দিন উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতেছে। এটি গেঞ্জি-সোয়েটার-মোজার কল বা কারখানা। বিগত ১৩১৩ সালে (ইং ১৯০৫) শীতলাইয়ের জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র, ডাক্তার শ্রীযুক্ত [illegible] মজুমদার, উকিল ৺বৃন্দাবনচন্দ্র অধিকারী, [illegible]গোপালচন্দ্র সাহা, শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদগোবিন্দ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সান্যাল, রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ বিশ্বাস বাহাদুর প্রভৃতি মহোদয়গণের উদ্যোগে ২০০০০০৲ দুই লক্ষ টাকা মূলধন ঘোষণা করিয়া পাবনা সহরে ক্ষুদ্র আকারে এই কারখানা স্থাপিত হয়। ১৫০০০০৲ দেড় লক্ষ টাকার অংশ বিক্রয়ার্থ ঘোষিত হয়, তন্মধ্যে ১৩৩১ সালের ৩০শে চৈত্র পর্য্যন্ত অংশ বিক্রয় করিয়া ১৪৯৬৭৫৲ আদায় হইয়াছে।

কোম্পানীর ক্রমোন্নতি

নিম্নে আমরা প্রথম তিন বৎসর ও শেষ তিন বৎসরের কোম্পানীর উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়-পরিমাণ প্রদান করিলাম, ইহা হইতে পাঠকপাঠিকাগণ বুঝিতে পারিবেন এই প্রতিষ্ঠানটি দিন দিন কিরূপ দ্রুতবেগে উন্নতিলাভ করিতেছে;—

সন	বিক্রয়ের পরিমাণ
প্রথম ৩ বৎসর—	
১৩১৩	৮৩৯৮৶৯
১৩১৪	২৯৭১॥৶০
১৩১৫	৫০৯৮৸৯
শেষের ৩ বৎসর—	
১৩২৯	২৪২৫২১৲
১৩৩০	৩১৭৪৪০৲
১৩৩১	৪৬০৭৩১৲

শেষের ৩ বৎসর কোম্পানী কিরূপ লভ্য প্রদান করিয়াছেন নিম্নে তাহা বর্ণিত হইতেছে;—

সন	লভ্যের পরিমাণ
১৩২৯	২০৲
১৩৩০	২৫৲
১৩৩১	৩০৲

এক্ষণে কোম্পানীর রিজার্ভ ফাণ্ডে ৫৫০০০৲ টাকা আছে। এবং উহা কোম্পানীর কারবারে খাটিতেছে। বিগত বর্ষে কোম্পানীর সমস্ত খরচ পত্র বাদে ৮৫৩৪২৲ টাকা নিট লাভ হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে কোম্পানীর মূলধনের পড়তা অনুসারে শতকরা প্রায় ৫৭৲ হারে লাভ হইয়াছিল। ইহা কোম্পানীর অত্যন্ত গৌরব ও উন্নতির সুস্পষ্ট পরিচয় দিতেছে। বিগত বর্ষে (সন ১৩৩১) ১৬টি কল খরিদ করা হইয়াছে। সোয়েটারের কল বৃদ্ধি করা হয় নাই। মোজার কারবার লাভজনক না হওয়ায় উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং মোজার কল প্রায় সমস্তই বিক্রয় করিয়া ফেলা হইয়াছে।

তাড়াশের অধিপতি কুমার শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায় চেয়ারম্যান, তাঁতীবন্দের জমিদার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ গোবিন্দ চৌধুরী প্রভৃতি মহোদয়গণ এক্ষণে কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়া কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনায় বিশেষভাবে সহায়তা করিতেছেন। পূর্ব্বে কোম্পানির কোন বেতনভুক্ ম্যানেজার ছিলেন না। এক্ষণে কয়েক বৎসর হইল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এল্, এম্, ই মহাশয় কোম্পানীর ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হইয়া প্রতিষ্ঠানটির সর্ব্ববিধ উন্নতির চেষ্টা ও সুশৃঙ্খল কার্য্য-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিতেছেন।

যাহাতে অহোরাত্র কার্য্য চলে কোম্পানী অচিরে তাহার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিতেছেন।... কোম্পানির প্রতি অংশের মূল্য ১০০৲—এক্ষণে ২৫০৲ মূল্যে বিক্রীত হইতেছে।

সুদীর্ঘ বিংশতি বৎসর কাল এই শিল্প প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হইতেছে এবং ক্রমোন্নতিদ্বারা ইহা ইউরোপ, জাপান এবং ভারতের সর্ব্বত্র স্বীয় যশঃ সৌরভ বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে। অল্প কথায় এই শিল্প প্রচেষ্টার কল্যাণে পাবনার মুখোজ্জ্বল হইয়াছে আমরা বারান্তরে, পাবনার অন্যান্য জীবিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচয় প্রদান করিতে প্রয়াসী হইব।

পাঠকগণের মধ্যে পাবনার শিল্প সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা উহা সংক্ষেপে ও নিরপেক্ষভাবে লিখিয়া পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে।

কান্তকবির স্মৃতি বার্ষিকী—

গত ৪ঠা ভাদ্র মুর্শীদাবাদ জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী জঙ্গীপুরে তত্রত্য সরস্বতী লাইব্রেরী হলে বঙ্গের ভক্তকবি স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মৌলবী আজিজল হক বি, এল, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'বিদূষক" সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত, কবির আত্মীয় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন এম্, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় এম্. এ. বি, এল্ প্রভৃতি মহোদয়গণ কবির জীবন ও কাব্য বিষয়ে বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ রায় এম্. এ, বি-এল মহাশয় 'কান্তের জীবনে কবিত্ব' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। জঙ্গীপুরের জনপ্রিয় জমিদার শ্রীযুক্ত ভক্তহরি নাথ মহাশয় ও তাঁহার সঙ্গীতরসিকবন্ধুগণ কান্তের পদাবলী গান করিয়া সকলের মনোরঞ্জন

করেন। এই সভার বিশেষত্ব এই যে সেদিনকার ভীষণ বর্ষণ উপেক্ষা করিয়া জঙ্গীপুরের সঙ্গীত বিশারদগণ সকলেই সমবেত হইয়াছিলেন—মুসলমান ভদ্রলোকগণও সকলেই যোগদান করিয়াছিলেন। সন্ধ্যা ৭টার সময় সভারম্ভ ও রাত্রি ১১টার সময় সভাভঙ্গ হয়।

কান্তকবির মৃত্যু দিবস ২৮শে ভাদ্র। জঙ্গীপুরবাসিগণের এত আগে সভার আয়োজন করিবার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর! ৪ঠা আশ্বিন নয় ত?

উত্তর বঙ্গের নূতন সংবাদপত্র

কিছুদিন পূর্ব্বপর্য্যন্তও উত্তরবঙ্গের অনেক জেলায় সংবাদপত্রের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছিল। বৎসরাধিক কাল হইল বগুড়া হইতে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের সম্পাদকতায় 'দেশের কথা', অপর দুইজন মুসলমান ভদ্রলোকের উদ্যোগে 'প্রজাবাহিনী' ও 'বগুড়ার কথা' এবং জলপাইগুড়ি হইতে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের সম্পাদকতায় 'জনমত' প্রকাশিত হইতেছে।

'জনমত' সংবাদ দিতেছেন;—জলপাইগুড়ি হইতে ৺শশিকুমার নিয়োগী মহাশয়ের 'ত্রিস্রোতা' সাপ্তাহিক হইয়া ১লা নবেম্বর হইতে বাহির হইতেছে। শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র পাল মহাশয় সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। (২) জলপাইগুড়ি হইতে 'বরেন্দ্র' নামক একখানা ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

সম্প্রতি রংপুর হইতে ৩ খানা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির হইয়াছে। রংপুর সদর হইতে 'বার্ত্তা' এবং গাইবান্ধা উপবিভাগ হইতে (১) 'গাইবান্ধা প্রতিভা' ও (২) 'পল্লীশ্রী' প্রকাশিত হইয়াছে। 'সঞ্জীবনী'র ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক ও 'রংপুর দর্পণে'র পূর্ব্বতন সম্পাদক সুদক্ষ সংবাদপত্রসেবী শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু মহাশয় 'পল্লীশ্রী'র 'প্রধান সম্পাদক' নিযুক্ত হইয়াছেন। আশাকরি, কেশববাবুর সম্পাদন-নৈপুণ্যে এই কাগজখানি দেশের সেবা করিয়া ধন্য হইবে। কাগজখানির নামকরণ সঙ্গত ও সমীচীন হয় নাই, কারণ ময়মনসিংহ হইতে ঐ নামে একখানি মাসিক পত্রিকা কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়া ১৩৩১ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। উঁহার স্মৃতি এখনো অনেকের মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। আমরা কাগজখানির মোড়ক খুলিবার সময় মনে করিয়াছিলাম উহা ময়মনসিংহের 'পল্লীশ্রী'রই সাপ্তাহিক রূপান্তর!

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে রংপুর, কুড়িগ্রাম হইতে শীঘ্রই একখানি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে।

দেশে সংবাদপত্রের যত অধিক প্রচার হয় ততই মঙ্গল। বারান্তরে সমগ্র উত্তরবঙ্গের সংবাদপত্রাদির বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

সম্পাদক—শ্রীরাধাচরণ দাস সাহিত্যরত্ন
পাবনা শারদা প্রেসে শ্রীগৌরলাল পাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট

শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম-এ, বি-এল পৃষ্ঠপোষিত

উত্তরবঙ্গের একমাত্র সচিত্র দ্বৈমাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা

সম্পাদক- শ্রীরাধাচরণ দাস সাহিত্যরত্ন।

কান্তকবি ৺রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার্থ—

পাবনা রজনীকান্ত পাঠাগার হইতে প্রচারিত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

যাঁহারা আজিও 'আরতি'র বার্ষিক সাহায্য পাঠান নাই, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ৩য় সংখ্যা পাইবামাত্র টাকা মণিঅর্ডারে পাঠাইবেন। অন্যথায় **'বসন্ত সংখ্যা'** ভিঃ পিঃ করা হইবে। যাঁহারা 'আরতি' গ্রহণে অনিচ্ছুক, তাঁহারা দয়া করিয়া এক সপ্তাহমধ্যে পত্রদ্বারা জানাইবেন। নতুবা আমাদিগকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

নিবেদন—প্রত্যেক গ্রাহক বা পাঠক একটু চেষ্টা করিলে 'আরতি'র গ্রাহক সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে পারে, এজন্য তাঁহাদিগকে আমরা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। অন্ততঃপক্ষে সকলেই আমাদিগকে এমন কতকগুলি পাবনা জিলাবাসী শিক্ষিত ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি' নাম ধাম সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে পারেন, যাঁহারা সহরের বাহিরে বা কর্ম্মব্যপদেশে এক্ষণে সুদূর প্রবাসে রহিয়াছেন।

বিনীত নিবেদক—**কার্য্যাধ্যক্ষ, আরতি।**

পোঃ পাবনা, বেঙ্গল।

সূচীপত্র—শিশির সংখ্যা, ১৩৩২।

'আরতি'র নিয়মাবলী

আরতির মূল্য অগ্রিম দেয়। সর্ব্বত্র ডাকমাশুল সহ বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা। প্রতি সংখ্যা ।/০ পাঁচ আনা। মূল্য মণিঅর্ডারে পাঠানোই সুবিধা। ভিঃ পিঃতে ৶০ আনা অতিরিক্ত লাগে। মূল্য কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হয়। ভাদ্র-আশ্বিন হইতে আরতির বৎসর গণনা করা হয়। বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হইবেন, প্রথম সংখ্যা হইতে কাগজ লইতে হইবে।

উত্তরের জন্য রিপ্লাইকার্ড বা ডাকটিকিট সহ পত্র না লিখিলে সকল পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নয়। লেখকগণ দয়া করিয়া **প্রবন্ধের নকল** রাখিয়া পাঠাইবেন। প্রবন্ধ সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের ঠিকানা থাকা চাই। **অমনোনীত রচনা** ফেরত লইতে হইলে, প্রবন্ধের সঙ্গে **/০ এক আনার ডাক টিকিট** পাঠান আবশ্যক। **অমনোনীত কবিতা** ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধাদি খুব ছোট ও সরল হওয়া প্রয়োজন। প্রবন্ধ পরিষ্কার করিয়া কাগজের এক পৃষ্ঠায় যথেষ্ট মার্জ্জিন রাখিয়া লেখা আবশ্যক। ৵০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলে পুরাতন সংখ্যা ১ কপি নমুনা পাঠান হয়। কোন রচনা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণে সম্পাদক অসমর্থ। সমালোচনার জন্য পুস্তক দুই কপি পাঠান আবশ্যক।

বিজ্ঞাপনের দর—সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা প্রতিবার ৪৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ২।০, সিকি পৃষ্ঠা ১।০, কভার প্রতি পৃষ্ঠা ৫৲ দীর্ঘদিনের চুক্তিতে বিশেষ সুবিধা। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

নিঃ— শ্রীগিরীন্দ্রনাথ কুণ্ডু বি, এল ও শ্রীসারদাচরণ রায় সুধীরত্ন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, 'আরতি' পোঃ পাবনা, (বেঙ্গল)।

স্বর্গীয় মহিমচন্দ্র জোয়ার্দ্দার

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী প্রণেতা

[শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস মহাশয়ের সৌজন্যে]

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

ওঁ
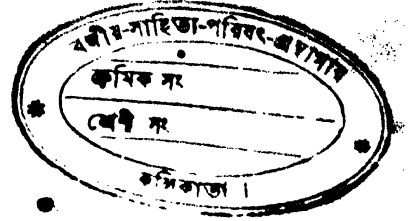
মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়, মাথায় তুলে নেরে ভাই ;
দীনদুখিনী মা যে তোদের, তার বেশী আর সাধ্য নাই।

আরতি

২য় বর্ষ
৩য় সংখ্যা

শিশির সংখ্যা

পৌষ ও মাঘ
১৩৩২।

'কান্ত কবি' রজনীকান্ত স্মরণে

শ্রী যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

বিশাল উত্তরবঙ্গে, নামে যবে অমা-অন্ধকার,
তার মাঝে কে গো এলে, নিয়ে দীপ্ত প্রতিভা-
আলোক!
ধর্ম্ম-গীতি শুনাইলে, ভুলাইলে হাহাকার শোক!
কৌতুকে হাসালে বঙ্গ, সমদুঃখে কাঁদালে আবার!
আজো মোরা উচ্চশির, একমাত্র গৌরবে তোমার!
হয়েছে বারেন্দ্রভূম, পুণ্যে তব আরাধ্য গোলোক!
রাখিতে সে' ধ্যান-ধারা, কারো আর নাহি দেখি
ঝোঁক!

আফিমে ঝিমায় যেন ;—বড় দুঃখে বহে আঁখিধার!
নিশীথে, জ্যোৎস্না-রাতে, ছায়াপথে এসে পুনরায়,
জাগাও, হে কবিবর, স্পর্শে শত ঘুমন্ত হৃদয়!
রাণী ভবানীর দেশে, পূর্ব্ব-গাথা কে গাহিবে, হায়!
'পদ্মা' 'করতোয়া' আজো কুলু-কুলু গাহিছে নিশ্চয়!
যাবৎ উত্তরবঙ্গ নাহি জাগে কাব্য-প্রতিভায়,
মাঝে মাঝে হোয়ো স্বপ্নে যুবাদের সম্মুখে উদয়!

১২ অগ্রহায়ণ, ৩২

দক্ষিণ ভারত ও আর্য্য-উপনিবেশ

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

অতি পূর্ব্বকাল হইতে বিন্ধ্যগিরিমালাকে বিভাগ-রেখা স্বীকার করিয়া আর্য্যগণ বিন্ধ্যের উত্তরভাগকে উত্তর ভারত এবং দক্ষিণভাগকে দক্ষিণ ভারত বা উত্তরাপথ এবং দক্ষিণাপথ বলিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা বিন্ধ্য-হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃত ভূভাগকে আর্য্যাবর্ত্ত এবং বিন্ধ্য হইতে দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগকে দক্ষিণাবর্ত্ত বা দাক্ষিণাত্য এই নামেও অভিহিত করিয়াছেন। এই বিভাগানুসারে উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, বিদর্ভ ও মহারাষ্ট্র দক্ষিণ ভারতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বিভাগমতে মহারাষ্ট্র উত্তর ভারতব্যাপী বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর, বিদর্ভ মধ্য প্রদেশের ও মধ্য প্রদেশের উত্তরাংশ বিন্ধ্যগিরি-মালার উত্তরভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকায় এবং উড়িষ্যা বিহার প্রদেশের সহিত সংযুক্ত করায় ইহাদের কিয়দংশ উত্তর এবং কিয়দংশ দক্ষিণ ভারতের সীমাগত হইয়া আছে। অন্যদিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাপ্তী হইতে কৃষ্ণার মধ্যস্থ ভূভাগকে দক্ষিণ (Deccan) নামে অভিহিত করেন। এই নাম মুসলমানদের প্রদত্ত 'দক্খন্'এর অনুকৃতি। দেশীয় সংস্কারানুযায়ী পৌরাণিক বিভাগমতে দক্ষিণাবর্ত্ত বা দক্ষিণাপথ বা দাক্ষিণাত্য নামে অভিহিত ভূখণ্ডের মধ্যে থাকে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে বিস্তৃত বর্ত্তমান কালের উড়িষ্যা প্রদেশ। মধ্য প্রদেশসমূহ বরাড় (the Berars)। হায়দ্রাবাদ বা নিজামরাজ্য, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত মালদেশ ও পশ্চিম সাগর তীরবর্ত্তী ভরুকচ্ছ বা ভরোচ। এই উত্তর সীমা হইতে দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ এবং পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর তীর হইতে পশ্চিমে আরবসাগর সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ দক্ষিণ ভারত। আমরা উত্তর ভারতের সংবাদ যতটা রাখি দক্ষিণ ভারতের সংবাদ তত রাখি না। অথচ পূর্ব্বকালে দক্ষিণ ভারতের সহিত আমাদের সংস্রব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল।

এই বিস্তীর্ণ উপদ্বীপের পূর্ব্বভাগে উড়িয়াভাষার দেশের দক্ষিণে তেলেগু বা তৈলঙ্গী ভাষার দেশ। ইহার অন্য নাম অন্ধ্রদেশ। অন্ধ্রের দক্ষিণ হইতে পশ্চিম উপকূলে কুইলন পর্য্যন্ত মালয়ালম বা মাল-ওয়ালী ভাষার দেশ। তাহার পশ্চিমে উত্তর কানাড়া, মৈসুর ও নিজামরাজ্যের বিদর পর্য্যন্ত কানাড়ী বা কর্ণাটী ভাষার দেশ। ইহার উত্তরে পশ্চিম সমুদ্র তীরবর্ত্তী সৌরাষ্ট্র সীমা ও হায়দ্রাবাদের পশ্চিমার্দ্ধ পর্য্যন্ত মরাঠী এবং তদুত্তরে গুজরাটী ভাষার দেশ। দক্ষিণ ভারতের ঐ সকল ভাষার মধ্যে গুজরাটী, মরাঠী এবং উড়িয়া আর্য্য-ভাষা এবং তৈলঙ্গী, তামীল, মালয়ালী ও কানাড়ী দ্রাবিড় ভাষা। প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ জানাইয়াছেন যে, দক্ষিণ ভারতে আর্য্যদিগের বহু পূর্ব্বে ঘোর

কৃষ্ণবর্ণ কোলারিয় জাতির বাস ছিল। তাহারা ছিল বর্ত্তমান আন্দামান দ্বীপের অসভ্য জাতিদের স্বজাতি বা সদৃশ জাতি। তাহাদের অস্তিত্বের প্রমাণস্বরূপ সমাধি মধ্যে রক্ষিত মৃত্তিকা ও প্রস্তর নির্ম্মিত নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি, তাহাদের অর্দ্ধদগ্ধ দেহাস্থি, মৃৎপাত্রাদি পূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ কুণ্ড, লৌহাস্ত্র প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে পাওয়া যাইতেছে। এই আদিম অধিবাসীদের অনেক পরে উত্তর ভারত হইতে দ্রাবিড় জাতি এখানে প্রবেশ লাভ করে। তাহারও সুবহু পরে রামায়ণ-যুগের অনতিপূর্ব্ব হইতে এতৎ প্রদেশে আর্য্যবাসের সূত্রপাত হয়। সংঘর্ষের ফলে কোলারিয়গণ ক্রমে দ্রাবিড় ও আর্য্য জাতির মধ্যে অদৃশ্য এবং কতক মধ্যভারতাদির নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। উত্তর ভারতে আর্য্য-প্রাধান্য এবং দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড়-প্রাধান্য স্থাপিত হয়, কলিঙ্গের দক্ষিণ হইতে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত ভূভাগ দ্রাবিড় দেশ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় ও আর্য্য ভাষা প্রচলিত হয়। কিন্তু পরে এখানে আর্য্য ভাষা লুপ্ত এবং দ্রাবিড় ভাষা যেমন বলবতী হইয়া উঠে, উত্তর ভারতে তদ্রূপ দ্রাবিড় ভাষা আর্য্যাগমনের পর হইতে লোপ পাইয়া তথায় আর্য্য ভাষাই প্রচলিত হয়।

প্রাচীন আর্য্য-সাহিত্য বেদপুরাণাদিতে বিন্ধ্য-গিরিমালা নর্ম্মদা ও মহানদীর দক্ষিণস্থ সাগর-বেষ্টিত ভূভাগ দস্যু, রাক্ষস, দৈত্য, বানর প্রভৃতিতে পূর্ণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বৈদিক যুগ হইতে তাহার বহু পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত আর্য্যদিগের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের জ্ঞান বড় ছিল না। খৃষ্ট জন্মের সাত শত বৎসর পূর্ব্বে দাক্ষিণাপথের অশ্মক ব্যতীত বৈয়াকরণ পাণিনি * আর কোন স্থানের নাম সম্ভবতঃ শুনেন নাই; কারণ, তিনি কচ্ছ, অবন্তী, কোশল, করূষ এবং কলিঙ্গকে ভারতের দক্ষিণতম দেশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পাণিনির সার্দ্ধ তিন শতাব্দী পরবর্ত্তী কালের (৩৫০ খৃঃ পূঃ) কাত্যায়ন মুনি দক্ষিণাপথের নানা স্থানের সহিত পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁহার বার্ত্তিকে পাণিনি-কৃত পাণ্ড্যচোলাদির অনুল্লেখের ত্রুটি প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার দুই শতাব্দী পরে মুনি পতঞ্জলি (১৫০ খৃঃ পূঃ)†মাহিষ্মতী, বিদর্ভ প্রভৃতি বিন্ধ্যের দক্ষিণস্থ প্রদেশের নাম করিয়াছেন, এমন কি তিনি দক্ষিণের প্রায় শেষ সীমাস্থ কাঞ্চিপুরম ও কেরলের পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বহু পূর্ব্ব হইতেই যে দক্ষিণে আর্য্যনিবাস স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের অন্তর্গত ঐতরেয় ব্রাহ্মণে‡ ভীম নামক রাজকুমারকে "বৈদর্ভ"অর্থাৎ বিদর্ভ রাজকুমার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই বিদর্ভই বর্ত্তমান বেরার§। রামায়ণের যুগে দক্ষিণাপথের নানা স্থানে আর্য্য নিবাসের ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায় রামচন্দ্র দক্ষিণাপথের নানা স্থানে ঋষিগণের আশ্রম দর্শন করিয়া-

---

* Sir R. G. Bhandarkar, Bom. Gaz. Vol. 1. Pp. 2. Pp. 138-39.

† মতান্তরে খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ।

‡ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৩৫ অধ্যায়, ৮ম খণ্ড।

§ স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ।

ছিলেন *। তিনি অযোধ্যা হইতে মধ্যভারতের অন্তর্গত চিত্রকূট পর্ব্বতে আগমন করিলে অত্রিমুনি কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হন। অত্রি-আশ্রম হইতে তাঁহারা মহর্ষি-নির্দ্দিষ্ট দণ্ডকারণ্য পথে ক্রমাগত দক্ষিণে গমন করিয়া তেজস্বী মুনিগণসেবিত এক আশ্রমে উপনীত হন। অতঃপর মুনিগণের নির্দ্দেশক্রমে তাঁহারা যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসসমূহের বধার্থ গভীরতর কাননমধ্যে প্রবেশ করেন। এখানে মহর্ষি শরভঙ্গের আশ্রমে, পরে অপরাপর মুনিগণের নিকট সংপূজিত হইয়া সুতীক্ষ্ণ ঋষির আশ্রমে গমন করেন। রামচন্দ্র সভ্রাতৃক ও সস্ত্রীক এই আশ্রমে থাকিয়া নিকটস্থ তপোধনদিগকে দর্শন করিতে করিতে দশ বৎসর বনবাসের কাল পরম সুখে অতিবাহিত করিবার পর মহামুনি অগস্ত্যের সাক্ষাৎকার মানসে আরও দক্ষিণে যাত্রা করেন এবং পথিমধ্যে অগস্ত্য ভ্রাতা ইধ্মবাহ ঋষির আশ্রম হইয়া অগস্ত্যাশ্রমে উপস্থিত হন। তথা হইতে দ্বিযোজন দক্ষিণে গোদাবরী নিকটস্থ পঞ্চবটী নামক পার্ব্বত্য প্রদেশে গমন করিয়া কাননের এক রম্য স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। দণ্ডকের এই অংশেই সম্ভবতঃ আর্য্য ঋষিগণের প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল এবং সেইজন্যই ইহার নাম "জনস্থান" হইয়াছিল।* রামচন্দ্র এখানে বহু রাক্ষস ধ্বংস করিয়া সীতাহরণের পর ঋষ্যমূক পরে কিষ্কিন্ধ্যা এবং তথা হইতে ক্রমেই দক্ষিণাভিমুখে জনপদসমূহ ত্যাগ করিয়া অসংখ্য নদী পর্ব্বত কানন প্রান্তরাদি অতিক্রম করিয়া মদুরা ও তাহার ৩০ ক্রোশ পূর্ব্ব দক্ষিণে রামেশ্বর দ্বীপে এবং শেষে রামেশ্বর হইতে সেতুবন্ধন করিয়া লঙ্কাদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন।

যাহারা দক্ষিণ ভারতে আর্য্য-সভ্যতা প্রথম প্রচার করেন, মহর্ষি অগস্ত্য সুত্তনিপাতের ব্রাহ্মণ গুরু বভরিণ, ঋক্ রচয়িতা ঋষি বিশ্বামিত্রের বংশধরগণ তাঁহাদের অন্যতম, কিন্তু অগস্ত্য ঋষিই সকলের অগ্রণী। তিনিই সর্ব্বপ্রথম বিন্ধ্যপর্ব্বত লঙ্ঘন করেন, তিনিই প্রথমে অনার্য্য ভাষাগুলির চর্চ্চা করেন, দক্ষিণ দিকের নক্ষত্র মণ্ডলীর প্রথম আলোচনা করেন। তিনিই প্রথমে এ-অঞ্চলে বিজ্ঞান, দর্শন এবং আর্য্যধর্ম্ম প্রচার ও তামিল ব্যাকরণ ও চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন করেন। তৎপ্রণীত বহু গ্রন্থ এদেশে আজিও সুপ্রচলিত আছে।

আর্য্যগণ অবন্তী দেশের মধ্য দিয়া বিন্ধ্যগিরি

* "Ram spent more than 13 years of his exile in wandering amongst the different Brahminical settlements, which appear to have been scattered over the country between the Ganges and the Godaveri; his wanderings extending from the hill of Chitrakuta in Bundelkhand to the modern town of Nasik." —ত্রেতাবতার রামচন্দ্র, পৃ ৭৬, পাদটীকা।

* "জনস্থান was a tract which forms a part of Central Bombay Division including Nasik wherein was পঞ্চবটী. Poona, Satara, Concan, and also Aurangabad. The earliest settlements were probably made here. Hence its name জনস্থান as distinguished from the wilds of দণ্ডক"—ত্রেতাবতার রামচন্দ্র, পৃষ্ঠা ৭৭, পাদটীকা।

অতিক্রম করিয়া বিদর্ভে এবং তথা হইতে মূলক, মূলক হইতে অশ্মক, পরে রাইচুর এবং তথা হইতে বর্ত্তমান মৈসুরের চিতলদ্রুগের ভিতর দিয়া মদুরা জেলায় উপনীত হন। দক্ষিণাপথের ইতিহাস লেখক কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার-মহাশয় আর্য্যদিগের আর একটি পথ নির্দ্দেশ করেন। তিনি বলেন, তাঁহারা জলপথে সিন্ধুনদ দিয়া প্রথমে বঙ্গে, পরে সুরাষ্ট্রে, অর্থাৎ কাঠিয়াবাড়ে এবং শেষে বর্ত্তমান ব্রোচ হইয়া বোম্বাই প্রদেশের ঠানা জেলার অন্তঃপাতী সোপারায় আগমন করেন। দক্ষিণ দেশবাসী এবয় ভূগোলে বিশেষজ্ঞ রাজা সুগ্রীব সীতান্বেষণে যে সকল অনুচর প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে দক্ষিণের বিস্তৃত বিবরণ * দিয়া মধ্য দেশস্থ সরারতী নদীর উপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে যাইতে বলেন। তিনি এই অংশ তিন ভাগে বিভক্ত করেন, যথা—(১) দণ্ডকারণ্যের উত্তর এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতের সন্নিহিত দেশ, (২) সমুদ্রের পূর্ব্ব উপকূল হইতে কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত ভূভাগ এবং (৩) কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণস্থ ভাগ। তিনি বিন্ধ্যের দক্ষিণে দ্বিতীয় ভূভাগের এক দিকে বলেন বিদর্ভ, ঋষিক, মাহীষক এবং অন্যদিকে বলেন কৌশিক, কলিঙ্গ ও বঙ্গ। তৎপরে বর্ণন করেন দণ্ডকারণ্য যাহার মধ্য দিয়া নদী গোদাবরী প্রবাহিতা। এই দণ্ডকারণ্য বিন্ধ্য ও শৈবল পর্ব্বতের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহা দক্ষিণ পশ্চিমে বহু দূর বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমান গোয়াও তাহার অন্তর্গত ছিল। শ্রীরামচন্দ্র যে শূদ্র-তাপসের মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন, তিনি শৈবল পর্ব্বতের পাদমূলে সরোবরের তীরে বাস করিতেন, তীর্থ গোকর্ণ এই পর্ব্বতের উপর এবং এই তীর্থ বর্ত্তমান গোয়ার দক্ষিণে সমুদ্রতীরে অবস্থিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই মহারণ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে অভিহিত ছিল। ক্রৌঞ্চারণ্য তাহার অন্যতম। এই ক্রৌঞ্চারণ্যের তিন ক্রোশ পশ্চিমে মতঙ্গাশ্রম। নিকটেই ছিল সিদ্ধা শবরী শ্রমণার আশ্রম। স্থানে স্থানে তপোবন, মধ্যে মধ্যে অসুর ও রাক্ষসাদির বাস। এই অরণ্যের মধ্যে সমুদ্রতটে নদীবহুল স্থানে তিমিধ্বজ সম্বরাসুরের রাজত্ব ছিল। তাহার রাজধানী ছিল বৈজয়ন্ত। এখানেই আর্য্যগণের সহিত সম্বরের যুদ্ধে রাজা দশরথ ইন্দ্রকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অতঃপর সুগ্রীব আরও দক্ষিণে অন্ধ্রদেশ, পৌণ্ড্র, চোল, পাণ্ড্য এবং চেরদিগের দেশের উল্লেখ করেন। পরে কাবেরী নদী যে দেশের মধ্য দিয়া মলয় গিরিস্থিত অগস্ত্য ঋষির আশ্রমতল ধৌত করিয়া প্রবাহিত তাহার বর্ণনা করেন। সুগ্রীব পরে তাহাদিগকে তাম্রবর্ণী বা তাম্রপর্ণী নদী অতিক্রম করিতে বলিয়া "পাণ্ড্য কবতম্", তামিল "কাপাত পুরম" নামক প্রসিদ্ধ স্থানের বর্ণন করেন। পরিশেষে সুগ্রীব এই স্থান হইতে সাগর পার হইয়া দ্বীপমধ্যস্থ মহেন্দ্র পর্ব্বতের কথা তাহাদিগকে বলেন।

(ক্রমশঃ)

* বাল্মীকি রামায়ণ, ৩, ৪১, শ্লোক ৮—২১।

সেই আমি

শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ

আজো আমি, সেই আমি আছি
যদিও মাথার কালো চুল এক গাছি
নাই আর সেদিনের মত, যে হাসি নিয়ত
বসেছিলে আলো দিত তোমার ভুবনে
সে আজ লুকায়ে এক কোণে, আছে ভয়ে ভয়ে
নিবু নিবু দীপ প্রতি খণে!
আলোকের পরিহাস আঁধার নিলয়ে!
বাহিরে চাহিয়া মনে হয়
একদিন বসন্তের যেই পরিচয়
পেয়েছিনু শুধু চোখ মেলে, আজ সব ফেলে
মনের গভীরে মোর নামায়ে ডুবারি
কিবা তার তুলিবারে পারি
মুকুতার মত?
অঞ্জলিতে লবণাক্ত বারি
শুধু দেবতার পায়ে ঝরে অবিরত!

তবু বলি হয়নি বদল
সে শুধু মুখের কথা? চিত্ত-শতদল
ঝরিয়া পড়েনি একেবারে, বৃন্ত এক ধারে
বেঁচে আছে বুকে নিয়ে বীজকোষ তার;
বাহিরের সুষমা-সম্ভার পিয়ে থাকে যদি
যার হাতে সৃজন আধার
প্রেমের অমর বিধি বাঁচে নিরবধি,
তাই বসি চেয়ে মুখ 'পরে
বদল যা বাহিরে সকলি চোখে পড়ে,
মণি-দীপ মনের কোঠায়, জ্বলিতেছে ঠায়,
তারি আলো তুজনায় করেছে সুন্দর,
উজলি অন্তর গেহ আরতি আলোকে
তুমি তাই চির মনোহর! আমার বাসন্তী ছবি
আজো তব চোখে!

ছোট লোকের স্পর্দ্ধা

অধ্যাপক শ্রী সত্যরঞ্জন রায়, এম-এ

মাণিকপুরের জমিদার রতন মল্লিক ও তাঁহার মোসাহেব একদিন এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন:-

"আমি রতন মল্লিক, আমার মাটীতে বাস ক'রে আমার হুকুম অমান্ করে তার সাহস হয়?"

"ব্যাটা বল্লে কি, 'আমি সত্যি ভিন্ন মিথ্যে বোল্‌তে পার্‌বো না, এতে কর্ত্তা রাগ করুন আর যাই করুন।' ব্যাটা আলি যেন ধর্ম্মরাজপুত্তুর যুধিষ্ঠির।"

"আস্পর্দ্ধাটা ছাখ,—আজ কাল ছোট লোকের আস্পর্দ্ধা কেমন বেড়েছে ছাখ্। এই খতের মামলায় আলিমুদ্দির সাক্ষ্য খুবই দরকারি। ব্যাটাকে য্যামন য্যামন বোল্‌তে বল্‌বো তা সে না বোল্লে মামলাটা ফেঁসে যাবে। একদিকে হবে ক্ষতি,

অন্যদিকে সম্মানহানি। এই জিদের মামলায় না জিত্‌লে কি আমার মুখ থাক্‌বে ?"

"তা আর বোল্‌তে ? লোকসানের লোকসান, তার উপর অপমান! ব্যাটা এসব কিছুই ভেবে দেখ্‌চে না। শুধু এক কথা তার মুখে লেগে আছে 'যা আমি সত্যি ব'লে জানি কেবল তাই বল্‌বো', এতে কার কি লাভ, কার কি লোকসান তা দিয়ে আমার দরকার কি বাবু!"

"আস্পর্দ্ধাটা দ্যাখ। বজ্জাতের বিষ দাঁত ভাঙ্‌ব, সময়ে ওকে সায়েস্তা কোর্ব্ব। ওর চেয়ে কত পাজিকে ঢিট কোরেছি, ও তো কোন্ ছার।—কিন্তু এখন মিষ্ট কথায় তুষ্ট ক'রে, বাপু বাছা ব'লে কাজ গোছাতে হবে। তার পর—তার পর ব্যাটা বুঝ্‌বে রতন মল্লিকের সঙ্গে বদ্‌মাইসি করা যার তার কর্ম্ম নয়।"

"পরিণামে পস্তাবে। ব্যাটাকে সদরে তলব করে' দেখুন রাজি হয় কি না।—হায়, কি দিন কালই পড়েছে! জমিদার পিতৃতুল্য, তিনি যা হুকুম কোর্ব্বেন বিনা ওজরে তাই মেনে চলাই এ দেশের বরাবরকার নিয়ম। এখনকার আমলে আপন মতলবে চলাই একটা বাহাদুরির মধ্যে দাঁড়িয়েছে।"

মল্লিক মহাশয় আলিমুদ্দিকে ডাকিয়া মিষ্ট কথায় অনেক রকমে বুঝাইয়া বলিলেন, তাহার পিতা পিতামহ তাঁহার জমিদারিতে বাস ক'রে বরাবর মল্লিক জমিদারদের হুকুম মান্য ক'রে চলেছে অজন্মার সময় আলির দুই বছরের খাজানা মাপ করা হয়েছে, এজন্য তাহার কর্ত্তব্য, মল্লিক মশায়ের হুকুম তামিল করা, তিনি যেমন যেমন বোল্‌তে বল্‌বেন আদালতে সেই রকম বলা; আর এই মকদ্দমায় জিতিলে আলির কিরূপ ভাগ্য পরিবর্ত্তন হবে তাহারও এক উজ্জ্বল চিত্র তিনি তাহার সম্মুখে ধরিলেন ও নগদ দুশো টাকার এক থলে তাহার হাতে দিতে গেলেন। আলি তাহা তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়া উঠিল, "তোবা! তোবা!" সে একদিকে জমিদারের আজ্ঞানুবর্ত্তিতা ও অপরদিকে সত্যের অপলাপ না করা এই দুই কর্ত্তব্যের মধ্যে পড়িয়া স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল যে শেষেরটিই সে অনুসরণ করিবে। হলপ করিয়া সে মিথ্যা কথা বলিতে পারিবে না। কিছুতেই কিছু হইল না দেখিয়া মল্লিক মহাশয় ক্রোধে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিলেন ও তাহাকে নানারূপ ভয় দেখাইতে লাগিলেন। তাহার ভিটে মাটী ধুলিসাৎ করিয়া তাহাকে উচ্ছেদ করিয়া পথের ভিখারী করিয়া দিবেন, গ্রাম হইতে দূর করিয়া দিবেন বলিলেন। তবু সে পর্ব্বতের ন্যায় অচল অটল রহিল। খোদার যদি এইরূপই ইচ্ছা হয় তবে সে ফকির হইতেও প্রস্তুত আছে, তবু সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে অঙ্গীকার করিল না।

কোনরূপ কবুল না হইয়া আলিমুদ্দি চলিয়া গেল। রতন মল্লিক অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। সেই চাহনিতে বিস্ময়, রোষ ও চিন্তা খেলা করিতেছিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এই মাণিকপুরের জমিদারিতে ভদ্র, অভদ্র এত লোকের বাস, তাঁহার আদেশ অমান্য করিতে কেহই তো সাহস পায় না, যার মুখ দিয়া যখন যাহা বলাইতে চাহিয়াছেন সে দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাই বলিয়াছে। আর এই ক্ষুদ্র কীট আলিমুদ্দি, ইহার এত দূর তেজ, এত দর্প! সকল অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করিয়া, বিপদ অত্যাচার ভয় অগ্রাহ্য করিয়া জমিদারের ভ্রূকুটি ভ্রূভঙ্গী তুচ্ছ করিয়া, দু-দুশো টাকা ফেলিয়া দিয়া সে অম্লান বদনে চলিয়া গেল, তবু সামান্য একটা মিথ্যা কথা বলিয়া তাহার সুযোগ-সুবিধা করিয়া লইল না, তাহার এত-দূর স্পর্দ্ধা আসিল কোথা হইতে? কি ছোট, কি বড়, সকলের ভিতরই সত্যের আশ্রয়ে যে নির্ভীকতা আসে ও অসত্যের অবলম্বনে পুরুষসিংহেরও হৃদয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ইহা তিনি ধারণা করিতে পারেন নাই।

মোসাহেব মল্লিক মহাশয়ের মনের ভাব টানিয়া লইয়া দীর্ঘ-শ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কর্ত্তা! সব সময়ের ফের, দিন কাল এমনি পড়েছে! ঘোর কলি!"

আলি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার মাতার শয্যাপার্শ্বে বসিল। বৃদ্ধা অনেক দিন হইতে রোগে ভুগিতেছিল। পুত্রের

মুখে সমস্ত অবগত হইয়া তাহার মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইল। সে আলিকে ছোট ছেলেটির মত বুকে টানিয়া লইয়া বলিল, "খোদা তোর ভাল কোর্বেন। বাছা, তোকে পেটে ধরেছি বলে আজ যে আমার গরব কত তা বল্‌তে পারি নে। যদি এখনি আমার মরণ হতো তবে বড় সুখে মরতে পার্তেম।"

খতের মামলা ফাঁসিয়া গেল। মল্লিক মহাশয় প্রতিহিংসা লইবার জন্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার প্রথম পক্ষের পুত্র বসন্ত 'সুগ্রীব সহায়' হইল। তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র সুনীলকুমার কলিকাতায় এম্ এ পড়িতেছিল। তাহার কিন্তু এ সব ভাল লাগিল না। সে একদিন বলিল, "আলির শত্রুতাচরণ না করিয়া বরং তাহার সত্যপ্রিয়তায় সকলের গর্ব্ব ও আনন্দ অনুভব করা উচিত।" তাহাকে ধমক দিয়া মল্লিক মহাশয় বলিলেন, "তোমার পুঁথিগত বিদ্যে রেখে দেও। জমিদারি কি ক'রে কোর্ত্তে হয় তা শিখেছে আমার বসন্ত। কলেজের বিদ্যে ফলিয়ে জমিদারি কোর্ত্তে যাওয়া আর 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' আওড়াতে আওড়াতে লড়াই কোর্ত্তে যাওয়া একই কথা। এ বিষয়ে আমি ছেলে ছোক্‌রার অনধিকার চর্চ্চা ভাল-বাসিনে।" এই বলিয়া তিনি অন্ত কথা পাড়িলেন।

মোসাহেব কহিল, "কর্ত্তা যা বলেছেন, পুঁথিগত বিদ্যে এক, ক'রে ক'র্ম্মে শেখা আর।"

এই উপহাস ও অবজ্ঞায় ক্ষুন্ন হইয়া সুনীল সে স্থান হইতে উঠিয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল, ইহার কি কোন প্রতিকারের পথ নাই?

অনেক চেষ্টার পর বসন্ত জাল খতের সাহায্যে আলিমুদ্দির বিরুদ্ধে মহাজনের দ্বারা ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার দাবির এক মকদ্দমা খাড়া করিল। এজন্ত মল্লিক মহাশয় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের আরও গুণানুরাগী হইলেন।

সমন পাইয়া আলি হাসিয়া বলিল, "আমি এর চেয়ে আরও ভয়ানক প্রতিশোধের জন্ত প্রস্তুত ছিলাম।" সে ভক্তিপ্লুতচিত্তে নমাজ পড়িল। নমাজ শেষ হইলে পরমপিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ইয়া খোদা, এ আবার কোন্ পরীক্ষা?"

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আলির মা দীর্ঘকাল রোগে ভুগিতেছিল। কিছু দিন হইল তাহার মৃত্যু হইয়াছে। ইহাতে অনেক খরচপত্র হয়। বিশেষতঃ মায়ের চিকিৎসায় সে অবস্থার অতিরিক্ত অনেক ব্যয় করে। ইহা ছাড়া সময় সময় সংসার খরচে অনাটন হইলে সে মধ্যে মধ্যে ধার কর্জ্জ করিত। ফসল বিক্রি করিয়া সে মহাজনের পাওনা-মধ্যে কিছু কিছু শোধ দিত, কিছু বাকি থাকিয়া যাইত। তাহাই চক্রবৃদ্ধি করিয়া সত্য মিথ্যা জড়িত হইয়া অনেক টাকায় পরিণত হইল। ইহার বেশীর ভাগই সে লয় নাই। যাহা দিয়াছে তাহা শুদে বা আসলে বাদ যায় নাই। এ কি চক্রান্তের ভিতর সে পড়িল? তাহার সামান্ত ঘর ও চালা, সামান্ত জোতজমা ও দুই চারিটা গরু ছাগল সব যাইতে বসিয়াছে। বুঝি তাহাতেও নিস্তার নাই।

আলি তবু জমিদারের বা অপরের শরণাপন্ন হইল না। সে মনে মনে কেবল খোদাকে ডাকিতে লাগিল। তিনি যাহা বিধান করিবেন তাহাই হইবে। এই নির্ভরতাই তাহার সম্বল।

যথা সময়ে মামলার রায় বাহির হইল। আদালতে সাব্যস্ত হইল, মহাজনের দাবিই ঠিক। আলির ভিটে মাটী মালামাল সব ক্রোক হইবে।

এমন সময়ে একজন উকীল দাবীর সম্পূর্ণ টাকা আদালতে দাখিল করিয়া দিলেন। কে এত টাকা দয়ার্দ্র হইয়া দিল আলি তাহা নিজেই বুঝিতে পারিল না। নানা লোকে নানারূপ কাণাঘুষা করিতে লাগিল।

৪

এখন হইতে একটা না একটা বিপদ আলিকে ঘিরিয়া রহিল। আজ সে দুধে জল মিশাইয়াছে বলিয়া সরকারের লোক বাজারে তার কেঁড়ে ভাঙ্গিয়া দিল, কাল তার ক্ষেতের ফসল অপরের গরু আসিয়া খাইয়া গেল, বলা বাহুল্য তাহার কোন প্রতিবিধান হইল না; কার্য্য ব্যপদেশে সে কোথাও গেলে

তাহার বাড়ীতে ভূতের উপদ্রব হইত, কতকক্ষণ ধরিয়া আচম্বিতে তাহার ঘরের উপর ও আঙ্গিনায় ইট পাটকেল ও মড়ার হাড় প্রভৃতি পড়িত, আলির স্ত্রী ভয়ে ঘরের ভিতর লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিত, আলি আসিলে আর এরূপ দৌরাত্ম্য হইত না।

একদিন রাত্রিকালে আলি বাড়ীতে ছিল না। তাহার স্ত্রী তখন অন্তঃসত্বা। সে এক বৃদ্ধা আত্মীয়ার সহিত যে ঘরে শুইয়াছিল সেই ঘরে রাত্রি দ্বিপ্রহরে আগুন লাগিল। সেই সময়ে অনেকেই এই অগ্নিকাণ্ড দেখিতে লাগিল, কিন্তু কেহই অগ্নি নির্ব্বাপনের জন্য অগ্রসর হইল না। অসহায়া স্ত্রীলোক দুটি যে পুড়িয়া মরিবে তাহাতে কাহারও প্রাণে ব্যথা লাগিল না। যেন কাহার ইঙ্গিতে গ্রামের সে ঐক্য ও একপ্রাণতা একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। সমবেদনার চিহ্নও নাই। কেবল এক চাঁড়ালের ছেলে—যাকে সকলে গোঁয়ার ও এক রোখা বলিয়া জানিত এবং যার শরীরের বল ও অসীম সাহস দেখিয়া লোকে তাহাকে 'গুণ্ডা' বলিয়া ডাকিত, সেই দৌড়াইয়া গিয়া বিপন্নাদের উদ্ধার করিল, কিন্তু উহাতে তিন জনই অল্পবিস্তর পুড়িল।

বাড়ী আসিয়া এই সব ঘটনা জানিয়া শুনিয়া সুশীল চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। এজন্য পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত তাহার অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হইল। সুশীল বলিল, "নির্ভীক ও সত্যবাদী হ'লে ভদ্রলোকের পক্ষে তাহাতে হয় গুণের পরিচয়, আর চাষার ঘরে জন্মালে ইহাই হয় যত দোষের ও দণ্ডের কারণ। কিন্তু গরীবের উপর কেউ জুলুম করিলে তার কখনও ভাল হয় না। এত অত্যাচার ধর্ম্মে সইবে না।"

মল্লিক মহাশয় প্রথম হইতেই সুশীলের উপর বিরূপ ছিলেন, —কারণ সে তাঁর ইচ্ছা মত ওকালতি পরীক্ষা না দিয়া কলিকাতায় প্রোফেসারি করিতেছিল; তার উপর তাঁহার ঘোরতর সন্দেহ ছিল, মহাজনের দাবির সম্পূর্ণ টাকা সেই গোপনে দিয়াছে, অতএব তাঁর চক্রান্ত পণ্ড করিয়া সুশীল তাঁরই ঘরের টাকা দিয়া একদিকে যেমন শত্রুকে রক্ষা করিয়াছে তেমনি অন্য দিকে তাঁকে জব্দ করিয়াছে। ইহাতে মল্লিক মহাশয় যে কতদূর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কাজেই সুশীলের ন্যায় ও অন্যায়ের আলোচনায় তিনি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। এত বড় যোগ্য পুত্রকে তিনি ক্রোধে বিকৃত কণ্ঠে অশিষ্ট ভাষায় অনেক গালাগালি দিলেন। সুশীল অবনত মস্তকে সব সহ্য করিল। কিন্তু তিনি যখন তাহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিবার ভয় দেখাইলেন তখন সে হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না। সে হাসিয়া বলিল, "সে তো আমার সৌভাগ্য। এই জমিদারির কপর্দ্দকও আমি ভোগ করিতে চাই না।" পিতাপুত্রে মনোমালিন্য ক্রমে বাড়িয়া উঠিল। মল্লিক মহাশয় সুশীলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বন্ধ করিলেন। সুশীল তাহার ছুটি ফুরাইবার অনেক পূর্ব্বে কলিকাতায় চলিয়া গেল।

মল্লিক মহাশয় হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তিনি বসন্তকে বলিলেন, "সুশীল যেমন উপযুক্ত হয়েছে তাতে আমাদের নামে ঘর জ্বালানির মকদ্দমা রুজু কোরলেও আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নাই।"

বসন্ত বলিল, "আর সে কোথায় কোর্ব্বে আপনার সহায়তা, আর সে কোথায় কোরছে আপনার প্রতিকূলতা।"

মোসাহেব বলিল, "বাপ্‌কা বেটা বড় বাবু।"

গৃহদাহের পর আলি ও তাহার স্ত্রী প্রথম প্রথম কয়েকখানা কঞ্চির উপর খড়-পাতা দিয়া কোন রকমে মাথা গুঁজিয়া ছিল। পরে সুশীল বাড়ী আসিলে তাহার একটা চালা ঘর হইল। এই ভাবে দুঃখে কষ্টে বেচারিদের দিন কাটিতেছিল।

ইহার দুই তিন মাস পরে একদিন সকলে দেখিল, রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে দারোগা ও চৌকিদারেরা আলিমুদ্দির বাড়ী ঘেরাও করিয়া আছে। জনরব, আলি চোরাই মাল ঘরে রাখে, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে সেদিন এক চুরি হইয়া গিয়াছে, তাহারই কতক কতক মালপত্র আলির ঘরে খানাতল্লাসিতে পাওয়া

গিয়াছে। দারোগা আলিকে বাঁধিয়া থানায় লইয়া গেলেন। রতন মল্লিক ও তাঁর পুত্র বসন্তের মুখে হাসি ধরে না। মোসাহেব কহিল, "ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে। এখনও সূর্য্যচন্দ্র উঠ্ছে। এত বাড়াবাড়ি ধর্ম্মে সইবে কেন?"

আলির বিচার হইয়া গেল। অপরাধ স্বীকার করিলে দণ্ড-লাঘব হইতে পারে শুনিয়া সে কহিল, "মিছামিছি কবুল হ'ব কেমন ক'রে? হুজুর, আমি নির্দ্দোষ। আপনাদের যা ভাল মনে হয় করুন। খোদা মালিক!" আলির সাত মাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইল। তাহার স্ত্রী তখন আসন্ন প্রসবা।

এই ঘটনা সুশীলের কর্ণগোচর হইলে সে আলিমুদ্দির স্ত্রীকে তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিল। আলির শ্বশুর-বাড়ীর অবস্থা ভাল ছিল না। যত দিন সে জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ফিরিয়া না আসিল ততদিন তাহার স্ত্রীর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সুশীল মাসিক দশ টাকা সাহায্য দান করিতে লাগিল। ইহা ছাড়া অন্যান্য খরচও সে আবশ্যক মত দিত।

৬

জেলে সাত মাস বহু কষ্ট ভোগ করিয়া আলি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। আসিয়া তাহার স্ত্রীকে দেখিতে পাইল না। অনুসন্ধানে সবিশেষ জানিতে পারিয়া সে শ্বশুর বাড়ীতে গেল, সেখানে তাহার স্ত্রীর কোলে একটি হৃষ্টপুষ্ট শিশুর মুখ দেখিয়া সে সকল কষ্ট, সকল অত্যাচার ভুলিয়া গেল।

ইহার কয়েক দিন পরে সুশীলের একজন বিশ্বস্ত লোক আলির হস্তে ৩০০৲ টাকা দিয়া বলিল, "ছোট বাবু বলেছেন এই টাকা নিয়ে হাল লাঙ্গল কোর্ত্তে। আর এখন থেকে এই জমিদারের মাটীতেই বসবাস কোর্ব্বে,—সুখে থাকবে।" কৃতজ্ঞতায় আলির চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। সে দুই হাত জোড় করিয়া উর্দ্ধে তুলিয়া বলিল, "খোদা ছোট বাবুর ভাল করুন।" তার পর সে বলিল, "বাবুকে বল্‌বেন তিনি যেন আমায় মাপ করেন। আমি এ টাকা নিতে পার্ব্বো না। এতে আমার প্রয়োজন নাই।" আলি তাহার নিজের পায়ে দাঁড়াইতে চায়, স্বাবলম্বনের দ্বারা যাহা জোটে সে তাহাই পরম আনন্দের পরম তৃপ্তির জিনিষ মনে করে, দাক্ষিণ্যের ভার আর বাড়াইতে চায় না। সুশীলের প্রেরিত লোকও ছাড়িবার পাত্র নয়। সে টাকা না দিয়া যাইবে না। সে আলির মনের মত করিয়া বলিল, "বুঝ্‌লে, এ টাকা তুমি যেন করজ নিলে মনে কর, দান না-ই নিলে। এতে একখানা হাল লাঙ্গল তো হ'বে, দিনপাতের যোগাড় হ'বে। আর কার কাছেই বা হাত পাত্‌তে যাবে? ছোট বাবুর টাকা ফেরত দিলে তিনি যে মনে ব্যথা পাবেন তাও ভেবে দেখো।"

এই শেষ কথাটি আলি উপেক্ষা করিতে পারিল না। সে বলিয়া উঠিল, "তবে দিন্, আমি টাকা নেবো।"

সুশীলের নূতন অর্থ সাহায্যে আলিমুদ্দি নূতন স্থানে নূতন করিয়া ঘরসংসার করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

দেবতার ঠাঁই

শ্রীশচীন্দ্রকুমার মৈত্র

জীর্ণ, দীর্ণ, পুরাতন মন্দিরের মাঝে
অবাধে পশিছে ছাগ বিগ্রহের কাছে,
সুবর্ণ-নির্ম্মিত নব রাজ-দেবালয়ে,
ভক্তেরা প্রণাম করে দূরে ভয়ে ভয়ে।

রাজা কহে,—"দেবতারে বেঁধেছি এ ঠাঁই,"
দেব কহে,—"এ মন্দিরে আমি কভু নাই,"
রাজা কহে,—"কোথা তবে করিছ বিরাজ?"
দেব কহে,—"ঐ ভগ্ন মন্দিরের মাঝ।"

প্রবাসে

শ্রী প্রসন্নময়ী দেবী

অতীত যুগের কথা গৌরব কাহিনী
ফল্গুর মতন এবে অন্তর বাহিনী ;
হৃদয়ের স্তরে স্তরে শুষ্ক বালুকায়
ঢাকা আজি, পরশিলে উৎস খুলি যায়।
ভাঙ্গিয়া স্মৃতির কারা তরঙ্গ উচ্ছ্বাসে
উলটি পালটি চিত্ত স্বজন সকাশে
ছুটিয়া চলিছে, পথ বাধাবিঘ্নহীন,
শুধাইতে কেহ নাই প্রবাসের দিন
নিরিবিলি, আপনার ভিতরে আপনি
হারায়ে গিয়াছি যেন, কিছু নাহি গণি!
এই সেই বিন্ধ্যাচল অগস্ত্যের শাপে
উচ্চশির নতকরি রয়েছে বিলাপে!
পতিতপাবনী গঙ্গা আত্মবিস্মরণে
তরঙ্গ তুফান নাই যোগে নিমগন!
বিশ্ব-কর্ম্মা বিশ্বনাথ পর্ব্বত গুহায়
যোগমায়া ভোগমায়া পার্ব্বতী সহায়!

কত দূর দূরান্তর হইতে মানবে
আসে যায় নিত্য নিত্য, জীবন আহবে
চির শান্তি সফলতা করিয়া সঞ্চয়
জন্ম জন্মান্তর পাপ করিবারে ক্ষয়।
সেই সব নিরখিয়া শুধু পড়ে মনে
বহু দিন বহু ক্লেশ সহি প্রাণ পণে
আসিয়া ছিলেন যাঁরা তীর্থ দরশন
করিবারে, আমাদের পূর্ব্ব গুরুজন!
স্মরণে উঠিছে জাগি তাঁহাদের বাণী
নয়নে ঝরিছে অশ্রু বাধা নাহি মানি!
অসীম অনন্ত ধূলি দেবতার দ্বারে
পূর্ব্ব পিতৃমাতৃগণ তাহারি মাঝারে
পদরেণু রেখেছেন আমার লাগিয়া,
পরবাসে পান্থশালে একেলা জাগিয়া
রহিয়াছি সেই পুণ্য পরশের তরে,
ধন্য হইবার আশে প্রান্ত শিরে ধরে।

মির্জাপুর।

—:০:—

ছোট ছোট পাখী সাধারণতঃ ৮।৯ বৎসর হইতে ৩০।৪০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। ডাচেস্ অব বেড্ফোর্ড লিখিয়া গিয়াছেন যে একটি চীন দেশীয় হংস তাঁহাদের পরিবারে ৫৭ বৎসর কাল জীবিত ছিল। তোতাপাখী ৮০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে এবং ঈগল পক্ষী ১০০ বৎসরের উপর জীবন ধারণ করে।—স্বাস্থ্য ও শক্তি

বর্ণাশ্রম

শ্রী শশধর রায় এম-এ, বি-এল।

আমরা চিরদিন জানি আমাদিগের হিন্দু-সমাজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমান সময়ে এই সংস্কারটি পরীক্ষা করা আবশ্যক হইয়াছে। ইহা হিন্দুর সমাজ-তত্ত্বের একটি গুরুতর অংশ। হিন্দু-সমাজের ভিত্তি সুদৃঢ় কি না তাহা এক্ষণে পরীক্ষা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। কারণ আপনারা জানেন হিন্দু-জাতি এক্ষণে প্রায় মরণোন্মুখ। এই নিমিত্তই আমি বুঝিতে চাই যে, বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের হিন্দু সমাজের মূল ভিত্তি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কি না। যদি হয় তবে সে ভিত্তির অবস্থা কিরূপ? তাহার উপর বিশাল হিন্দু-সমাজ প্রাসাদ সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে কি না। এই বিষয়ের আলোচনায় আপনাদিগের মনে সমাজ-লোপের আশঙ্কা উপস্থিত হইলে সমাজ-রক্ষার, সুতরাং ধর্ম্ম রক্ষার প্রকৃত পন্থা স্থির করিতেই হইবে, আর নীরব থাকা যায় না।

বর্ণাশ্রমের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে প্রথমেই দেখা যায় যে, অশেষ কল্যাণকর আশ্রম পদার্থটি আমাদের সমাজে এক্ষণে প্রায় নাই। চতুরাশ্রমের তিনটি ত নিশ্চয়ই নাই, গার্হস্থ্য নামে মাত্র আছে, প্রকৃতপক্ষে নাই।

সাঙ্গবেদাধ্যয়নং সমাপ্য যো দারপরিগ্রহং কৃত্বা স্বধর্ম্মাচরণং করোতি স গৃহস্থ উচ্যতে।

তার পর,

যোঽধীত্য বিধিবদ্বেদান্ গৃহস্থাশ্রমমাব্রজেৎ। উপকুর্ব্বাণকো জ্ঞেয়ো নৈষ্ঠিকো মরণান্তিকঃ॥ অগ্নয়োঽতিথিশুশ্রূষা যজ্ঞো দানং সুরার্চ্চনং। গৃহস্থস্য সমাসেন ধর্ম্মোঽয়ং দ্বিজসত্তমা॥ ইতি গারুড়ে॥

এ সকল কে করে? কেই বা গৃহস্থ? গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য পঞ্চযজ্ঞ আর বড় দেখা যায় না। পঞ্চযজ্ঞ গৃহস্থের নিত্য-কর্ম্ম।

পাঠো হোমশ্চাতিথীনাং সপর্য্যা তর্পণং বলিঃ। এতৈঃ পঞ্চ মহাযজ্ঞা ব্রহ্মযজ্ঞাদি নামকৈঃ॥

এই ব্রহ্মযজ্ঞাদি পঞ্চযজ্ঞের ক্রমিক নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ। এই পঞ্চযজ্ঞ করা এখন একরূপ উঠিয়াই গিয়াছে। এই নিমিত্তই বলিয়াছি, গৃহস্থাশ্রমও নামে-মাত্র আছে, কাজে নাই। সুতরাং একথা স্বীকার করিতে বোধ হয় কাহারই আপত্তি হইবে না বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ অন্য যাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন নিশ্চয়ই আশ্রম-ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। এখন দেখা যাউক যে আমাদিগের সমাজ বর্ত্তমান সময়ে শাস্ত্রোক্ত বর্ণধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত কি না। বর্ণ বলিতে কি বুঝি? নিরুক্ত বলেন "বর্ণো বৃণোতেঃ" ইহা হইতে স্বামী দয়ানন্দ বুঝিয়াছেন যে "বর্ণীয়া

বরিতুমর্হাঃ। গুণকর্ম্মাণি চ দৃষ্ট্বা যথাযোগং ক্রিয়ন্তে যে তে বর্ণাঃ।"

এই বর্ণ মূলতঃ চারিটি; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। মনু বলিতেছেন, "ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ চতুর্থ এক জাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ।" টীকাকার কুল্লুক ভট্ট বলিতেছেন—"শূদ্রঃ পুনশ্চতুর্থো বর্ণ একজাতিঃ উপনয়নাভাবাৎ।"

সুতরাং যাঁহাদিগের উপনয়ন নাই তাঁহারা সকলেই এক জাতি। এই কথাই এ রূপেও বলিতে পারি যে, যাঁহারা ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য নহেন, তাঁহারা সকলেই একবর্ণ অর্থাৎ শূদ্রবর্ণ। এ স্থলে স্মরণ রাখিবেন যে, যে মনুমহারাজ বিবিধ সঙ্করবর্ণ অথবা জাতির উৎপত্তির ইতিহাস স্বয়ং বিবৃত করিয়াছেন তিনিই বলিতেছেন যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণ ব্যতীত আর বর্ণ নাই। সঙ্করগণ তবে বর্ণাবাচ্য নহে। তাহারা মনুর ভাষায় সকলেই এক জাতি এবং সে জাতি শূদ্র মধ্যে পরিগণিত।

এ দিকে ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডল ৯০ সূক্ত ১ হইতে ১০ ঋকে দেখিতে পাই "সহস্র শীর্ষ" পুরুষ হইতে "বিরাট্ জায়ত।" বিরাট্ অর্থে মহামহোপাধ্যায় সায়নাচার্য্য বুঝিয়াছেন ব্রহ্মাণ্ড দেহ। সেই দেহ অধিকরণ করিয়া ঐ সহস্র শীর্ষ পুরুষ তদ্দেহাভিমানী "কশ্চিৎ পুমান্ জায়ত।" তিনিই পরমাত্মা এবং তিনিই স্বীয় মায়া দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিরাট-দেহ সৃষ্টি করিয়া জীবরূপে তাহাতে প্রবেশকরতঃ ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী "দেবতাত্মা জীবোঽভবৎ।" এই প্রকার বলিবার পর একাদশ ঋকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইতেছে যে যখন বিরাট-রূপকে সংকল্প দ্বারা উৎপাদিত করা হইল তখন "কতিভিঃ প্রকারৈঃ ব্যকল্পয়ন্"? অর্থাৎ কত প্রকার কল্পনা করা হইয়াছিল? ভাষ্যকার উত্তরে বুঝাইয়া দিতেছেন, "বিবিধং কল্পিতবন্তঃ" অর্থাৎ বিবিধপ্রকার কল্পনা করা হইয়াছিল। বিরাট-রূপই ব্রহ্মাণ্ডরূপ। শ্রুতি স্পষ্টতঃ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "সে রূপ কত প্রকার?" প্রচ্ছন্ন উত্তর রহিল "বহু প্রকার"। ইহার পরেই শ্রুতি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "যদি বহু প্রকারই হইল তবে সেই বিরাটপুরুষের মুখ কি ছিল, বাহু কি ছিল, উরু কি ছিল, কাহাকেই বা পাদ বলা যায়?" "মুখং কিমস্য কৌ বা হুকা উরু পাদা উচ্যেতে"।

এই শেষোক্ত প্রশ্নের উত্তর দ্বাদশ ঋকে দেওয়া হইয়াছে। সে ঋকটি সর্ব্বজনবিদিত।

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃত উরুতদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।" এই ঋকে কোথা হইতে কোন বর্ণ জাত হইল তাহাই কি বলিতেছে? তাহা হইলে প্রশ্ন এবং উত্তর উভয়ই লক্ষ্য করুন। "মুখ কি ছিল?" উত্তর "ব্রাহ্মণ ইহার মুখ ছিল।" "বাহু কি ছিল?" "উত্তর বাহু রাজন্য করা হইয়াছিল।" "উরু কি ছিল?" উত্তর "ইহার উরু যাহা ছিল তাহা বৈশ্য।" শেষ প্রশ্ন এই যে "কাহাকেই বা পাদ বলা যায়"? উত্তর "পাদদ্বয় হইতে শূদ্র জাত হইয়াছিল।" এখন বিবেচনা করুন, "মুখ, বাহু, উরু কি ছিল। কাহাকে পাদ বলা যায়"? এরূপ প্রশ্নে জন্মাজন্মির কথা ত কিছু নাই। উত্তরে জন্মাজন্মির কথা উঠে কিসে? আর কে অগ্রে জন্মে কেইবা

পশ্চাৎ জন্মে এ সকল কথাই বা উঠে কেমন করিয়া? যদি বা উঠানই যায় তবে দেখিবেন প্রথম তিন প্রশ্নের উত্তরে জানা যায় যে যাহা মুখ ছিল, যাহা বাহু ছিল, যাহা উরু ছিল তাহাই যথা-ক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইল। তাহা হইলে মুখ ও ব্রাহ্মণ একই পদার্থ, উরু ও বৈশ্য একই পদার্থ। ঐ তিন অঙ্গ তিন পদার্থে পরিণত হইল, ইহাই বুঝা যাইতেছে। মুখ ইত্যাদি হইতে কিছু জন্মিবার কথা উত্তরে দেখা যাইতেছে না। চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে পাদ হইতে শূদ্র জন্মিবার কথা কেন? এ কথা আসে কেমন করিয়া? "কাহাকে পাদ বলা যায়"? এই প্রশ্নের উত্তরে "পাদ হইতে শূদ্র জন্মিল," এমন উত্তর প্রাসঙ্গিক হয় কিনা তাহা আপনারা বিবেচনা করিবেন। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি ঐ উত্তরের প্রাসঙ্গিকতা বুঝিতে না পারিয়া স্বামী দয়ানন্দের ভাষ্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। যাহা হউক, একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে একটি বিরাট পুরুষ কল্পনা করিয়া সেই পুরুষের অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের চারি অঙ্গের অর্থাৎ চারি বিভাগের চারিটি সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। ব্রহ্মাণ্ড কি কেবল মানুষেই পরিপূর্ণ? আর কোন পদার্থই কি নাই? যদি তাহা হয় তবে ব্রহ্মাণ্ডের ঐ চারিটি বিভাগ কেবল মানুষেরই হইবে। সুতরাং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বিভাগ মানুষেরই হয়, আর কিছুরই হয় না। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডে আরও ত অনেক পদার্থ আছে, সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের চারিটি বিভাগ ঐ সমস্ত পদার্থের উপরই প্রযোজ্য হওয়া উচিত। বস্তুতঃও তাহাই হইয়াছে। হীরক, মণি, মুক্তা প্রবালাদি যাহাদিগকে আমরা প্রস্তর নাম দেই এবং জড় পদার্থ বলি তাহাদিগেরও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ভেদ স্বীকার করা হইয়াছে। এ সকল সম্বন্ধে যুক্তিকল্পতরুতে দেখিতে পাই যে,

> শ্বেতা রক্তা তথা পীতা কৃষ্ণাছায়াশ্চতুর্বিধাঃ।
> ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রজাতের্বজ্রস্য চ ক্রমাৎ॥

বিবিধ বজ্র অর্থাৎ রত্নগুলিকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বিভাগে আমাদিগের হিন্দু বিজ্ঞান শাস্ত্রেই বিভাগ করায় বুঝা যাইতেছে যে, ঐ চারি বিভাগ কেবলমাত্র মনুষ্য জাতির নহে, জড় পদার্থ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

বৃক্ষাদি উদ্ভিদ পদার্থ বিবেচনা করিলেও ঐ কথাই বলা যাইতে পারে। উদ্ভিদ পদার্থকেও হিন্দু বৈজ্ঞানিকগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থেই দেখা যায়,

> বৃক্ষায়ুর্বেদ গচ্ছতা-বৃক্ষজাতিশ্চতুর্বিধাঃ।

> লঘু যৎ কোমলং কাষ্ঠং সুঘটং ব্রহ্মজাতি তৎ।
> দৃঢ়াঙ্গং লঘু যৎ কাষ্ঠং সুঘটং ক্ষত্রজাতি তৎ॥
> কোমলং গুরু যৎ কাষ্ঠং বৈশ্যজাতি তদুচ্যতে।
> দৃঢ়াঙ্গং গুরু যৎ কাষ্ঠং শূদ্রজাতি তদুচ্যতে॥

অতএব এই চারি বিভাগ কেবল মনুষ্যজাতির নহে। অন্য পদার্থেরও ঐ বর্ণচতুষ্টয়ই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মণি-প্রবালাদি অথবা বৃক্ষাদির কোনটি

মুখ হইতে কোনটি বাহু হইতে উৎপন্ন হওয়ার কথা কুত্রাপি দেখা যায় না। সুতরাং ইহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে যে, ঐ বিভাগ চতুষ্টয় এরূপ অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে যাহা মানুষে, উদ্ভিদে এবং প্রস্তরেও বর্ত্তমান আছে। গুণ এবং কর্ম্ম ঐ তিনেই বিদ্যমান আছে। এই নিমিত্ত বর্ণচতুষ্টয়ের বিভাগ গুণ, কর্ম্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। (ক্রমশঃ)

কামনা

শ্রী ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী এম-এ, বি-এল।

১

তোমার নীবীবন্ধে
আমারে কর বন্ধ,
তোমার তনু-গন্ধে
হৃদয় কর অন্ধ।

২

তোমার আঁখি-মন্ত্রে
আমারে কর মুগ্ধ,
তোমার বাহু-যন্ত্রে
আমারে কর রুদ্ধ।

৩

তোমার তনু-পর্শে
মাতাও মোরে নিত্য,
প্রেমের গাঢ় হর্ষে
পাগল কর চিত্ত।

৪

ভেদিয়া মম অস্থি
বিদারি মম চর্ম্ম
ফুটাও তব মূর্ত্তি
উজলি গূঢ় মর্ম্ম।

লালন ফকির

(পূর্ব্বানুবৃত্তি—৩)

ওগো, সামান্যে কি তার মর্ম্ম জানা যায়?
ও যার হৃৎকমলে ভাবোদয় হয়,
সে অজান খবর জান্তে পায়।

এই মানুষের মানুষ-দেহা,
মানুষ ভজলে দৃষ্টি হয় তা,
সে কি কেরে দেশ-দেশান্তর,
পিঁড়েয় বসে' ব্রজের খবর পায়।
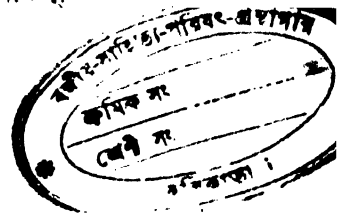
জলে দুগ্ধ মিশাইয়ে,
বেছে খায় রাজহংস হয়ে,
সাধ থাকে যদি সাধক হ'তে,
যেয়ে বস্ রাজহংসের সভায়।
পাথরেতে অগ্নি থাকে,
বের কর্‌তে হয় ঠুন্‌কি ঠুকে,
সিরাজ সাঁইদের এম্‌নি শিক্ষে,
ভবে লালন বসে' সং নাচায়।

ফলতঃ তিনি উক্ত সাধন-পদ্ধতি হিন্দুমুসলমান উভয়েরই উপযোগিনী করিবার জন্য যেমন প্রাণপণ করিয়াছিলেন, উহাকে উন্নত আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেও তেমনি সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি সম্প্রদায়িকতার আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই তিনি কোনওরূপ নূতন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস পান নাই। তাঁহার সমশ্রেণীর অনেক সাঁই জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক সাধনায় এবং শিষ্যসংখ্যায় তাঁহা অপেক্ষা বহুগুণে হীন হইয়াও ভিন্ন-ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদের অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ হইয়াও কোনও রূপ নূতন সম্প্রদায় গঠন করিয়া যান নাই। নিরক্ষর লালনের পক্ষে ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে। এবং এইজন্যই, ভারতীয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক-মণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে, তিনি কিন্তু নাম-যশের কাঙালও ছিলেন না। তিনি সর্ব্বদা আত্মগোপন করিয়া চলিতেন। সর্ব্বোপরি তিনি প্রাণপণ করিয়াছিলেন—বঙ্গের তুচ্ছাদপি তুচ্ছ অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর নরনারীর জন্য। তাই এদেশের ধর্ম্মেতিহাসে তিনি আজিও অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছেন। তবে, ইহা তাঁহার নহে, আমাদেরই দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। একদিন তাঁহার শিষ্যসংখ্যা দশ সহস্রেরও অধিক ছিল। একদিন তাঁহারই নির্দ্দেশে পথভ্রষ্ট বহু নরনারী আধ্যাত্মিকতার সন্ধান পাইয়া ধন্য হইয়াছিল! ইহাই তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্বের নিদর্শন!

পথের কাঁটা কুড়ায়ে ফেলিলি,
তুই রে ভিখারী ধন্য!
ভাবের পথের কাঁটা যে কুড়ায়
সে বিনে গুরু কে অন্য?

ভিখারী লালন যথার্থই গুরু ছিলেন। ধনী, মানী, জ্ঞানীর গুরু ছিলেন না, তিনি ছিলেন শত শত মূর্খ, মূক এবং নিরক্ষর নরনারীর গুরু। তিনি নিজে নিরক্ষর ও দরিদ্র ছিলেন, তাই নিরক্ষর ও দরিদ্রের ব্যথা বুঝিতেন। তিনি যথার্থই 'সাঁই দরদী'র (প্রেমময় ভগবানের) উপাসক ছিলেন।

লালনের ভনিতাযুক্ত বহু কৃষ্ণবিষয়ক সঙ্গীত প্রচলিত আছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়াই যে তিনি বৈষ্ণব ছিলেন, এইরূপ মনে করা সঙ্গত নহে। অনেক মুসলমান কবিও রাধাকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ বর্ণনা করিবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। রাধাকৃষ্ণপ্রসঙ্গ প্রেমলীলার অত্যুৎকৃষ্ট আদর্শ, বিশ্ব-সাহিত্যের আদরের সামগ্রী। সুতরাং উহাকে সম্প্রদায়-বিশেষের সম্পত্তি বলিয়া মনে করা ভুল। মহাকবি মধুসূদন হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রজাঙ্গনার অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ভুলিতে পারেন নাই। লালনের ন্যায় ভাবুক ব্যক্তিরও উহাতে আকৃষ্ট হওয়া এইজন্যই অস্বাভাবিক নহে। বিশেষতঃ যদিও তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত উদার ছিল, যদিও তিনি কোনরূপ

সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীতে আবদ্ধ হইবার লোক ছিলেন না, তথাপি তাঁহাকে বাউল-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিলে তাহা একান্ত অশোভন হয় না। তিনি 'অসাম্প্রদায়িক বাউল' ছিলেন এই প্রকার বলিলেই ঠিক বলা হয়। বাউল প্রভৃতি মতের ভজন-প্রণালী বৈষ্ণবধর্ম্মের রস-সাধন-পদ্ধতিরই প্রকারান্তর-বিশেষ। সম্ভবতঃ, এইজন্যই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। তবে, তাঁহার প্রসিদ্ধ সঙ্গীতগুলির অধিকাংশই দেহতত্ত্ব-বিষয়ক এবং উক্ত সঙ্গীতগুলিই তাঁহার প্রসিদ্ধির প্রধান হেতু। সাধারণতঃ বাউল-সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-মতই দেহতত্ত্ব বলিয়া অভিহিত হয়। ইহাদের মতে, যাহা আছে ভাণ্ডে (দেহাভ্যন্তরে) তাহাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে। সুতরাং, ইষ্টকে পাইবার জন্য দেহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবার প্রয়োজন নাই এবং লালনেরও "আপনার মাঝেই ভগবান আছেন, আপনাকে চিনিলেই ভগবানকে চেনা হয়," এই ভাবটি অত্যন্ত প্রিয় ছিল। এই একই ভাব তাঁহার অনেকগুলি সঙ্গীতেই দেখিতে পাওয়া যায়।

আমার এই ঘরখানায় কে বিরাজ করে?
আমি জনম ভরে একদিনো দেখলাম নারে।
নড়ে চড়ে ঈশান কোণে, (১)
দেখতে পাই না তায় দু'নয়নে;
হাতের কাছে যার, ভবের হাটবাজার,
আমি ধরতে গেলে হাতে পাইনে তারে।
সবে বলে প্রাণ পাখী,
শুনে চুপে চেপে থাকি,
ও সে জল কি হুতাশন, মাটি কি পবন,
আমায় কেউ কয় না কথা নির্ণয় ক'রে।
আমার আপন ঘরের খবর হয় না,
বাঞ্ছা করি পরকে চেনা,
লালন বলে, পর বলতে পরমেশ্বর,
সে কোন্ রূপ আর আমি কোন্ রূপ রে?

গ্রীসদেশের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত সক্রেটিস্ উপদেশ দিয়াছিলেন, Know thyself. মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছিলেন,

ইদং তীর্থমিদং তীর্থং বদন্তি তামসাজনাঃ।
আত্ম-তীর্থং ন জানন্তি কথং মোক্ষো বরারোহে॥

উক্ত সঙ্গীতে নিরক্ষর লালনও ঠিক এই ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা সকল ধর্ম্মেরই সার কথা।

(ক্রমশঃ)
শ্রী সাহাজী

(১) পাঠান্তর—ঈশান কোণে।

সাহিত্যে মিষ্টিসিজম্ বা অতীন্দ্রিয়বাদ

শ্রী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ, সরস্বতী।

বর্ত্তমানে সাহিত্যে মিষ্টিসিজম্ কথাটি যেরূপ ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাতে ইহাকে আর আমরা সাহিত্যের একটা বিশেষ পদ্ধতি বা রীতি বলিয়া বুঝি না। ইহা যেন সাহিত্যের মূলগত কোন ধারাকেই নির্দ্দেশ করে। ইংরাজী সাহিত্যে বা ইউরোপীয় চিন্তা-জগতে mysticism কথাটি যেভাব প্রকাশ করে—অতীন্দ্রিয়বাদ বলিলে, সে কথাটির মোটামুটি একটা অনুবাদ হইতে পারে। ইহাকে রহস্য-পন্থা, অলোক-পন্থা বা মরমী-পন্থাও বলা যাইতে পারে।

একটু চিন্তা করিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায়—সাহিত্যের প্রাণ, এক অতীন্দ্রিয়, 'লোকোত্তর চমৎকার,' অলৌকিক বস্তু। রসই সাহিত্যের প্রাণ। রস জ্ঞানাতিরিক্ত ও অখণ্ড অনুভূতির বিষয়। মানবমনে আনন্দ হইতেই রসের উৎপত্তি হয়। মন সমগ্র বিশ্বসত্তা হইতে যে আনন্দ অনুভব করে—রস তাহারই রূপান্তর। আনন্দ এক অতীন্দ্রিয় বস্তু ও ভগবানের স্বরূপ। উপনিষদ বলিয়াছেন, 'আনন্দোব্রহ্মণঃ রূপম। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। নিবিড় আনন্দ উপভোগেই রসের প্রকৃত স্বরূপ পাওয়া যায়। বেদ ভগবানকে বলিয়াছেন, 'রসো বৈসঃ'। আমাদের সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ কাব্যের স্বরূপ নির্ণয় করিতে বলিয়াছেন, বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং। রস কি বস্তু তাহার উত্তরে বলা হইয়াছে—ইহা এক হৃদয়-দ্রব-কারী অলৌকিক চমৎকারিত্বময় আনন্দ-বিশেষ। ইহা 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ'। ভগবানের রসাস্বাদ যেরূপ এক অতি-জাগতিক, অবর্ণনীয় সূক্ষ্ম-অনুভূতিসাপেক্ষ রসের আস্বাদও সেইরূপ।

ভারতবর্ষীয় রসশাস্ত্রের মত ছাড়িয়া দিলেও, সাধারণ কাব্য-বিচারে, উৎকৃষ্ট কাব্য-সৃষ্টি আমরা তাহাকেই বলি—যাহা স্রষ্টার অঘটন ঘটন-পটীয়সী, অপূর্ব্ব বস্তু নির্ম্মাণক্ষম কল্পনা বাস্তবকে আশ্রয় করিয়া এক বিচিত্র, সুন্দর ও চিত্তচমৎকারী বস্তু রচনা করে। কল্পনা এমন এক অবর্ণনীয় পরম সুন্দর মায়া রচনা করে যে, সে মায়াপুরীতে প্রবেশ করিয়া আমরা চিরপরিচিত বাস্তবের মধ্যে অপরিচিত আদর্শের সন্ধান পাই—যা' দেখি, তা'র চেয়ে ভাবি বেশী, যা' শুনি, তা'র চেয়ে বহু কথা আমাদের মনে হয়। এই যে চিত্তচমৎকারিত্ব, এই যে অলৌকিকত্ব—ইহাই সমস্ত সাহিত্য-সৃষ্টির প্রাণ। স্রষ্টার এই সৃজনী-শক্তি না থাকিলে, প্রকৃত রসসৃষ্টি না হইয়া, সাহিত্য অত্যন্ত নীরস ও গদ্যে পরিণত হয়। কাব্যবস্তু অতি তুচ্ছ হইতে পারে, অতি ক্ষুদ্র হইতে পারে, কিন্তু সৃজনীশক্তির অপূর্ব্ব লীলায় তাহার মধ্যে প্রকৃত রসসৃষ্টি হয়।

ইউরোপীয় সাহিত্যরসিকগণও ইহা এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। সাহিত্যের এই অলৌকিক রসসৃষ্টিকে তাঁহারা indefinable charm বা 'অনির্দ্দেশনীয় ইন্দ্রজাল এইরূপ আখ্যা দিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ও শেষভাগে ইউরোপীয় সাহিত্যে যে Romantic Revival বা একটা নবযুগের সৃষ্টি হয়—সে যুগের কবিগণও অলৌকিকত্বকেই কাব্যের প্রাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের সেই লোকোত্তর চমৎকারিত্ব বা wonder spirit যে সাহিত্যসৃষ্টির মূল তাহা সেই যুগের ইউরোপীয় কবিগণ উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন।

এই চিত্তচমৎকারিত্ব বা wonder spirit ভারতবর্ষীয় চিন্তাস্রোতের সহিত মিশিয়া অনেকখানি দূর অগ্রসর হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় ভাবরসিকগণ বলিয়াছেন, কাব্য উপভোগের যে আনন্দ—তাহা ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধির আনন্দ। সাহিত্যের মধ্যে যে অতীন্দ্রিয়তার স্পর্শ আছে—যাহা রচনাকে সাহিত্যের ভূমিতে উন্নীত করে—তাহা অসীমের স্পর্শ। প্রাণ যখন অসীমের স্পর্শে সচকিত হইয়া ওঠে, তখন এক অপূর্ব্ব আবেগ ও চাঞ্চল্য আসিয়া উপস্থিত হয়। নদী যেমন সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়, প্রাণও সেইরূপ মহাসাগরের জন্য ব্যাকুল হইয়া ওঠে ও বিচিত্র কলরবে ধ্বনিত হইয়া অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে উদ্দাম নৃত্যে ছুটিতে থাকে। প্রাণের এই গতির আত্ম-প্রকাশই সাহিত্যেরই প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ একস্থানে বলিয়াছেন, "যথার্থ উপলব্ধিমাত্রই আনন্দ—তাহাই চরম সৌন্দর্য্য। সত্যের এই আনন্দরূপ অমৃতরূপ দেখিয়া সেই আনন্দকে ব্যক্ত করাই কাব্য-সাহিত্যের লক্ষ্য।" ভারতীয় এই চিন্তা হেগেল প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ বিশেষভাবে মানিয়া লইয়াছেন। প্রকৃত আর্ট কি, এ সম্বন্ধে আলোচনায় তিনি এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভগবানের অনন্ত সৌন্দর্য্য বিশ্ব-প্রকৃতিতে ও মানবাত্মায় প্রকাশিত হইয়াছে। বহিঃপ্রকৃতির এই যে সৌন্দর্য্য ইহা পরমাত্মার সৌন্দর্য্যের একটা প্রতিচ্ছবি। এই বিশ্বের পিছনে যে একটা বৃহৎ ভাব (idea) আছে—সেইভাবই বিশ্বপ্রকৃতিতে সৌন্দর্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। আর্টের প্রকৃত কাজ সেই সৌন্দর্য্যকে প্রাণ দিয়া উপলব্ধি করিয়া রসসৃষ্টির মধ্যে মূর্ত্ত করিয়া তোলা। মানব-প্রাণে ঐশ্বরিক সৌন্দর্য্যের অনুভূতিতেই সাহিত্যের জন্ম। কবি Keats এর মত—Truth is beauty and beauty is truth ও ইহারই একটি প্রতিধ্বনি বলিয়া বোধ হয়।

আর্টের সম্বন্ধে এই ধারণা যে শুধু আমাদের সাহিত্যকেই বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে তাহা নহে, ভারতবর্ষীয় ভাস্কর্য্যে ও চিত্রকলার মধ্যেও এই ভাবের প্রভাব বেশ দেখা যায়। কলা-রসিকগণ নিরূপণ করিয়াছেন যে, ভারতীয় ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলার প্রাণের মধ্যে একটা অসীমের প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। সীমার মধ্যে অসীমের বিকাশ—ইহাই ভারতীয় কলার বিশেষত্ব। পাশ্চাত্য কলারসিকগণও ভারতীয় চিত্রকলা আলোচনা করিতে বলিয়াছেন, প্রত্যেক চিত্রের 'এক-একটি

রেখা, লতা, পাতা, ফুল অনন্তের ভাবব্যঞ্জক—যেন কোন সুদূর অতীতে সৃষ্ট হইয়া সীমাহীন অনন্তের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে।

এই ভারতীয় বিশেষত্বকে মূল করিয়া যুগে যুগে এক এক দল ভাবরসিক তাঁহাদের সাহিত্যসাধনার সৌধ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই ব্রহ্মবাদকেই, এই পরম রমণীয় অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকেই, তাঁহারা তাঁহাদের কাব্যের মধ্যে নানাভাবে নানারূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা শুধু কবি বা সাহিত্যিক নন—তাঁহারা প্রেমিক, ভাবুক ও ভক্ত। বিশ্বপ্রকৃতিতে রহস্যময় ভগবানের অবিশ্রান্ত লীলা চলিতেছে। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, প্রতিক্ষণই অসীম আনন্দময় ভগবানের আভাস আমাদের মানব-মনকে বিচলিত করিতেছে। প্রতি ঘটনায়, প্রতি ক্ষুদ্র পদার্থের মধ্য দিয়া অসীম অনুক্ষণ আত্ম-প্রকাশ করিতেছে। মানব-মনের সহিত এই অতীন্দ্রিয় মহাশক্তির প্রতিমুহূর্ত্তেই লীলা চলিতেছে। মানব-মন সেই স্পর্শ, সেই ইঙ্গিত উপলব্ধি করিয়া এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে একবারে ডুবিয়া যায়। বুদ্ধি দিয়া নয়, জ্ঞান দিয়া নয়—শুধু প্রাণ দিয়া, হৃদয়ের গোপনতলে সে অসীমের সহজাত অনুভূতি (intuition) ও তাহাতে আত্মসমর্পণ—তাহারই ইতিহাসকে, আমরা মোটামুটি মিষ্টিসিজ্‌ম্ বা অতীন্দ্রিয়বাদ বলিতে পারি। জীবনে যখন অসীমের স্পর্শ অনুভূত হয়, প্রাণ তখন অপূর্ব্ব আনন্দে পূর্ণ হয়। অতীন্দ্রিয়বাদিগণ এই নিবিড় সূক্ষ্ম রসবোধকেই তাঁহাদের কাব্যে গানে বহুভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

সমগ্র বিশ্ব ভগবানের অভিব্যক্তি এবং আমরা যে সেই মহাচৈতন্যের এক-একটি অংশ—অণুচৈতন্য মাত্র, এ কথা আমরা উপনিষদ ও বেদান্তে শুনিয়াছি। এই দার্শনিক তত্ত্ববোধের বিষয়কেই অতীন্দ্রিয়বাদিগণ যদি তাঁহাদের কাব্য ও গানের বিষয় করিয়া লইতেন, তাহা হইলে সাহিত্য-হিসাবে সেগুলির খুব বেশী কিছু মূল্য থাকিত না। তবে তাঁহাদের বিশেষত্ব কি? তাঁহাদের বিশেষত্ব এই যে, এই অসীমানুভূতির মধ্যে কোন তত্ত্ব নাই, কোন জ্ঞান নাই, কেবল প্রেমের আলোকরশ্মির সাহায্যে তাঁহাদের প্রাণের অতি গোপনতলে সহজেই এই অনুভূতি পদ্মের মত ফুটিয়া ওঠে। উদ্ভিদ্ যেমন আকাশ, বাতাস ও মাটী হইতে তাহার জীবনীশক্তি সংগ্রহ করে, রহস্যপন্থীরাও বিশ্বের মধ্য হইতে সত্যের জ্যোতির্ম্ময় ও অমৃতময় মূর্ত্তিটিকে গ্রহণ করেন। তাঁহাদের পথ কোন কৃচ্ছ্রসাধনার পথ নহে, কোন জ্ঞানযোগের পথ নহে—তাঁহাদের পথ সহজ উপলব্ধির পথ।

রহস্যপন্থীদের সহিত বৈষ্ণবের লীলাবাদের বহু সামঞ্জস্য আছে। মানুষের সহিত ভগবানের চির-ন্তন লীলা চলিতেছে। মানবের হৃদয়-বৃন্দাবনই তাঁহার লীলাক্ষেত্র। মানুষকে ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহারই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। মানুষ ত এই বিশ্বলীলার এক অংশ। তাহাকে লইয়াই ত খেলা। তাহার মন হরণ করিবার জন্য ভগবান কত ছলে ঘুরিতেছেন—কত বার তাহার মনের উপর ছোঁয়া দিয়া যাইতেছেন। তিনি মানুষকে ভাল বাসিয়া তাহার সহিত খেলিতেছেন, কারণ

তিনি যে প্রেমস্বরূপ—তিনি যে আনন্দস্বরূপ। আনন্দের অভিব্যক্তিই ত লীলা। মরমী বলিবেন আনন্দময়ের লীলা জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ত প্রতিক্ষণেই দেখিতেছি। মন এই রসে ডুবিয়া গিয়া আনন্দের আস্বাদ পাইতে পারে। যখনই প্রাণে সেই লীলার স্পর্শ পাওয়া যায়, তখনই দেহমন এক অপূর্ব্ব আনন্দের মধ্যে জাগিয়া ওঠে, আর ঝরণার মুখ হইতে উপলখণ্ড সরিয়া গেলে, জল যেমন অদম্য কলোচ্ছ্বাসে বাহির হইয়া পড়ে, মরমীর মন হইতেও এই অনুভূতির আনন্দরস-ধারা, গানের ঝঙ্কারে ও সুরে, অপূর্ব্ব কাব্যে পরিণত হইয়া বাহির হইয়া পড়ে। একটা প্রবল হৃদয়াবেগেই (emotion) তাহাদের রচনাকে অনেকখানি সাহিত্য-সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছে। এই আবেগের উপর কল্পনার একটা রঙ্গীন ছায়া অলক্ষ্যে পড়িয়া তাহাদের রচনাকে পরমরমণীয় করিয়াছে।*

প্রকাশই ভগবানের আনন্দ—তাঁর লীলা। এ জগৎ আর আমি তাঁর লীলার ফলমাত্র। তাঁর আনন্দ বিশ্ব-প্রকৃতিতে ব্যাপ্ত হইয়া অনুক্ষণ ঝরিয়া পড়িতেছে, আমাকেও তাঁর আনন্দের মাধুর্য্যে পূর্ণ করিয়াছে। মন তাই বিশ্বের আনন্দ ও নিজের আভ্যন্তরীণ আনন্দের অনুভূতি পায়। আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ রহস্যবাদী অনুভব করিয়াছেন, "এই যে প্রকাশমান জগৎ, এ আর কিছু নয়; তাঁরই মৃত্যুহীন আনন্দ রূপ ধারণ করে প্রকাশ পাচ্ছে" "আনন্দই তাঁর প্রকাশ, প্রকাশই তাঁর আনন্দ।" আনন্দ অনুভূতির পথে সৌন্দর্য্যবোধ মনকে সাহায্য করে। সৌন্দর্য্যবোধ না জন্মিলে আনন্দ উপলব্ধি হয় না। আনন্দের অভিব্যক্তি সৌন্দর্য্যে। বিশ্ব-প্রকৃতি ও আমি অসীম আনন্দের অংশ বলিয়া এত সুন্দর। তিনি শুধু আনন্দময় নন, অসীম সুন্দরও বটেন। মনের আর একটি পথ আছে, যাহা দ্বারা সে এই বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের মর্ম্মস্থলে পৌঁছিতে পারে। সে প্রেমের পথ; তাই প্রেমের পথে ও সৌন্দর্য্যের পথে প্রায়ই মরমীগণ অসীম অনন্তের সাড়া পাইয়াছেন।

মরমীদের সাহিত্য আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিলে তাহাদের বৈশিষ্ট্য বেশ ধরা যাইবে। প্রথমে ভারতবর্ষের মিষ্টিক্ সাহিত্যের আলোচনা আরম্ভ করা যাক্—কারণ ভারতবর্ষই মিষ্টিসিজ্‌মের জন্মভূমি বলিয়া আমার বিশ্বাস। ভারতীয় মিষ্টিক্ সাহিত্যকে তিনটি নির্দ্দিষ্ট স্তরে ভাগ করা যাইতে পারে।

(১) প্রাচীন।
(২) মধ্যযুগের।
(৩) আধুনিক।

(ক্রমশঃ)

পোষ্টকার্ডে ১২০ লাইন।—জামালপুর প্রদর্শনীতে সম্প্রতি মহম্মদ আবদুল হামিদ মিঞা একখানি পোষ্টকার্ড পাঠাইয়াছিলেন। সেই পোষ্টকার্ডে তিনি অতি সুন্দররূপে ১২০ লাইন লিখিয়াছিলেন। প্রদর্শনীর সভাপতি তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একখানি সার্টিফিকেট প্রদান করিয়াছেন। তিনি জামালপুর মহকুমার অন্তর্গত দেওয়ানগঞ্জ থানার বাহাদুরাবাদের এম. ই স্কুলের হেড পণ্ডিত।

স্বর্গীয় মহিমচন্দ্র জোয়ার্দ্দার

মহিম-বাবু পাবনা-জেলার অন্তর্গত খলিলপুর গ্রামে ১৮৫৩ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ৺শিবনারায়ণ গুহ জোয়ার্দ্দার মহাশয় বৃন্দাবনবাসী হইয়া লালা বাবুর মন্দির ও বৃন্দাবনস্থ জমিদারী কার্য্যের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মহিম-বাবু ১৮৬৯ অব্দে ১৪ বৎসর বয়সে বৃন্দাবনে আগমন করেন। এখানে তিনি মৌলবী সাহেবের মক্তবে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া পারস্য ও উর্দ্দু ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি এখানে লালা-বাবুর সদর কাছারীর পেশকার নিযুক্ত হন। বিদ্রোহের সময় তিনি স্বীয় অধীনস্থ সিপাহী ও অন্যান্য লোকজন সংগ্রহ করিয়া ছাতার তহশীলদারকে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং বৃন্দাবন লুণ্ঠন নিবারণার্থ মথুরার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে যথাসাধ্য সহায়তা দান করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে মহিম-বাবু ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে কোন চাকরী করিবার মানসে জমিদারী কার্য্য ত্যাগ করেন। এবং ১৮৬১ অব্দে বেরেলী সেণ্ট্রাল জেলের দারোগার পদ প্রাপ্ত হন। অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় ও প্রতিভার গুণে তিনি অচিরেই জেলের অধ্যক্ষ (Jailor) পদে উন্নীত হন এবং যাবতীয় বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া বেরেলী জেলে শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। তাঁহার নিঃস্বার্থ কার্য্যদক্ষতায় কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণের স্বার্থে আঘাত লাগায় তাঁহারা প্রাচীন কয়েদীদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া একদা রজনীযোগে নিদ্রাবস্থায় তাঁহাকে গুরুতররূপে আঘাত করে। বহুদিন চিকিৎসাধীন থাকিয়া তিনি আরোগ্য লাভ করেন বটে, কিন্তু তাঁহার পিতা আর তাঁহাকে সরকারী চাকরী করিতে না দিয়া ১৮৬৩ অব্দে লালা-বাবুর ষ্টেটের অনুপসহর কাছারীর তহশীলদারে করাইয়া দেন। এই পদে তিনি প্রায় ২৫ বৎসর অধিষ্ঠিত থাকিয়া ষ্টেটের আয় বৃদ্ধি করেন। তাঁহার কার্য্য-কুশলতায় জমিদারবর্গের অবস্থার উন্নতি হয় এবং তাঁহাদের ক্ষমতা ও সম্মান বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। বৃন্দাবন মিউনিসিপালিটির সৃষ্টি হইতেই তিনি তাহার সদস্য হন ও পরে ভাইসচেয়ারম্যান, মথুরা জেলাবোর্ডের সদস্য এবং অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া স্থানীয় অবস্থার অনেক উন্নতি সাধিত করেন। প্রায় ২৮।২৯ বৎসর পূর্ব্বে একবার গোয়ালিয়রের মহারাজ বৃন্দাবন দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন। সেই সময় মহারাজের দরবারের উকীল রাজারাম ভাও মহাশয় মহিমবাবুর আতিথ্য-সৎকারে পরম আপ্যায়িত হইয়া তাঁহাকে গোয়ালিয়রে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। অবশেষে মহিমবাবুর গোয়ালিয়রে যাওয়াই স্থির হয়। এখানে আসিলে মহারাজ সিন্ধিয়া তাঁহাকে মোরারের তহশীলদার ও পরে ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের (Cantonment Magistrate) পদ প্রদান করেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া মহারাজ তাঁহার উত্তরোত্তর পদবৃদ্ধি নায়েব সুবা (Assistant District Collector), ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পুলিশ, ইরিগেশন্ অফিসার (Irrigation Officer), সুবা (District Magistrate and Collector) এবং শেষে অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ডাইরেক্টর অফ ল্যাণ্ড রেকর্ড্‌স্ (Asstt Director of Land Records) করিয়া দেন। ১৯১০ অব্দে তিনি গোয়ালিয়র রাজ্যের কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া তাঁহার পুরাতন কর্ম্মস্থান বৃন্দাবনে গিয়া শেষ-জীবন অতিবাহিত করেন। ৭৬ বৎসর বয়সে তথায় তাঁহার দেহান্ত হয়। বৃন্দাবনে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে। তাঁহার জীবিতকালে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করেন নাই এমন বাঙ্গালী বিরল। প্রয়াগ প্রবাসী প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়ের পিতা স্বর্গীয় শীতলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মথুরায় শেঠবাবুদিগের ষ্টেটের দেওয়ানী কার্য্য পরিচালনায় যেরূপ দেশবিশ্রুত যশোলাভ করিয়াছিলেন, লালাবাবুর বৃন্দাবন এবং অনুপসহর জমিদারী কার্য্যে মহিমবাবু

তদ্রূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। গোয়ালিয়রে মহিমবাবু* যেরূপ লোকপ্রিয় ছিলেন, তাহাতে মধ্যভারতের অধিবাসিগণ বহুদিন তাঁহাকে ভুলিতে পারিবেন না।" শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' (৫১২-১৪২ পৃষ্ঠা) হইতে সঙ্কলিত।

আরতি-সম্পাদক।

* ইঁহার সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ জোয়ার্দ্দার বি, ই, মহাশয় এক্ষণে গোয়ালিয়ড় রাজ্যের একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়রের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রচুর যশ ও অর্থের অধিকারী হইয়াছেন, এবং গোয়ালিয়ড়ের স্থায়ী বাসিন্দারূপে বসবাস করিতেছেন। ইঁহাদের পরিবারের আচার ব্যবহার ও ভাষা গোয়ালিয়রবাসীদের মত হইয়া গিয়াছে। পাবনা-জেলাবাসী আরও কতিপয় প্রবাসী বাঙ্গালীর চরিতকথা ও প্রতিকৃতি আমরা বারান্তরে প্রকাশ করিব। এই সমস্ত কৃতী প্রবাসী সন্তানগণের জীবনী হইতে জানা যায়, পাবনা-জেলাবাসী সুদূর অতীতে সুদূর উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রদেশে যাইয়া প্রতিভা ও অধ্যবসায়বলে প্রভূত প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। আঃ সঃ।

বিবিধ প্রসঙ্গ

পরলোকে মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ—গত ২১ শে পৌষ রাণী ভবানীর সুযোগ্য বংশধর, বাণীর একনিষ্ঠ সেবক, "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র প্রবর্ত্তক ও সম্পাদক মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় আকস্মিক বিপত্তিতে অকালে কাল-সদনে গমন করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশ হইতে অবিরাম জ্ঞানী গুণী, রাষ্ট্রনৈতিক স্বদেশহিতৈষী মহানুভবগণ চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া আমরা শঙ্কিত হইয়াছি। বাঙ্গালা তথা বাঙ্গালীর গৌরব-গরিমা দিন দিন খর্ব্ব হইতে চলিয়াছে।

মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ দেশের সকল সদনুষ্ঠানে অগ্রণী ছিলেন। ১৩২০ সালের ফাল্গুন মাসে পাবনায় যে উত্তরবঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের ৭ম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, তিনি তাহার সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। গত বৎসর ঈষ্টারের ছুটিতে ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জে যে 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের' অধিবেশন হইয়াছিল, জগদিন্দ্রনাথ উহার সভাপতির পদে বৃত হইয়া সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন।

অনেকদিন পূর্ব্বে মুর্শীদাবাদে যে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি'র অধিবেশন হইয়াছিল, মহারাজ তাঁহার সভাপতি হইয়াছিলেন।

নাটোর ও মধুপুরের (ময়মনসিংহ) দাতব্য চিকিৎসালয় এবং নাটোর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় তিনিই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

তাঁহার অমর রচনা "নূরজাহান" ও "সন্ধ্যা তারা" চিরদিন তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে।

মহারাজের অকালবিয়োগে বঙ্গজননী বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গ একজন কৃতবিদ্য সন্তান হারাইলেন।

৺চন্দ্রশেখর কালী—কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী মহাশয় গত ১৭শে পৌষ ৭০ বৎসর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। কালী মহাশয় মেডিকেল কলেজ হইতে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই পাবনায়

চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তিনি সুচিকিৎসা ও দয়াদাক্ষিণ্যগুণে অচিরকাল মধ্যে পাবনায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। বহু গরীব দুঃখীকে তিনি সহৃদয়তার সহিত বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করিতেন। তাহারা আজিও তাঁহার উপকারের কথা সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিয়া থাকে। কতিপয় বৎসর চিকিৎসা করিবার পর চন্দ্রশেখর-বাবু কলিকাতা মহানগরীতে ভাগ্য পরীক্ষার্থ গমন করেন। বলা বাহুল্য, কমলা তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না হইয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর-বাবু বাঙ্গালা ভাষায় কয়েকখানি হোমিওপ্যাথিক পুস্তক রচনা ও কলিকাতাতে একটি হোমিওপ্যাথিক কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

কালী মহাশয় নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। তাঁহার আদি নিবাস ছিল ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামরাই গ্রামে।

স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি—রাজসাহী নিবাসী শ্রীযুক্ত বিজয়নাথ সরকার মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী মাধুরী চৌধুরী গত বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। রাজসাহীর মহিলা-সমিতি কিছুদিন হইল তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।

এম-এ, পরীক্ষায় কৃতিত্ব লাভ—পাবনা শালগাড়িয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র কাব্যতীর্থ মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত কালীপদ ভট্টাচার্য্য কাব্যব্যাকরণতীর্থ. এ বৎসর এম-এ, পরীক্ষায় (সংস্কৃতে) ১ম শ্রেণীর ২য় স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি এক্ষণে রাজসাহীর বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন।

পাবনা জিলার অন্তর্গত, শিক্ষার পীঠস্থান হাটুরিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ, পরীক্ষায় (ইংরেজী সাহিত্যে) ২য় বিভাগে ৬ষ্ঠ স্থান (এবং সর্ব্বসমেত ৮ম স্থান) লাভ করিয়াছেন। ইনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে "বাণী" নাম্নী একখানি বাঙ্গালা ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া উহার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। এক্ষণে কলিকাতা ছাত্রসঙ্ঘের সহকারী সভাপতির পদে বৃত থাকিয়া নানারূপ ছাত্রহিত সাধন করিতেছেন।

নববর্ষে উপাধি বর্ষণ—এবার ইংরেজী নববর্ষ উপলক্ষে পাবনার নিম্নলিখিত ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিতরূপ উপাধি লাভ করিয়াছেন;—

মহামহোপাধ্যায়—শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ (পাবনা দর্শন টোলের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ। ইঁহার নিবাস যশোহর জেলায়। এক্ষণে ইনি কাশীবাসী হইয়াছেন)।

রায় বাহাদুর—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ, বি, এল—সদর সব্ ডিভিসনাল অফিসার, ভবুয়া, সাহাবাদ—ইনি পাবনা জেলার অন্তর্গত তারেন্দা নিবাসী, আসাম গৌরীপুর ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার, বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী স্বর্গীয় রায় যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের পুত্র)।

রায় সাহেব—শ্রীযুক্ত অচ্যুতনাথ অধিকারী বি-এ, প্রধান শিক্ষক, দার্জ্জিলিং উচ্চ ইংরেজী

বিদ্যালয়—ইঁহার নিবাস পাবনা কালাচাঁদ পাড়া। ইঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর, শিলচর ট্রেনিং কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অঘোর নাথ অধিকারী মহাশয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "রায় সাহেব" হইয়াছেন।

প্রস্তর নির্ম্মিত দুর্গাপ্রতিমা—গত অগ্রহায়ণ মাসে পাবনা জেলার অন্তর্গত অষ্টমনীষা গ্রামের মাটিয়াদহের মধ্যে একটি প্রস্তর নির্ম্মিত দুর্গাপ্রতিমা মৎস্যজীবীগণের জালে পাওয়া গিয়াছে। প্রতিমাখানি নদীতে ৪০।৫০ হাত জলের নীচে ছিল। গ্রামবাসিগণ উহাকে সযত্নে রাখিয়া রীতিমত পূজা করিতেছে। প্রতিমাখানির গঠন-নৈপুণ্য দেখিলে ভক্তির সঞ্চার হয়। আমরা এদিকে পাবনার ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পাবনা জেলাবাসীর ইংরেজ রমণীর পাণিগ্রহণ—শ্রীযুক্ত রাধারমণ সাহা বি-এল মহাশয় তাঁহার "পাবনা জেলার ইতিহাসের" ২য় খণ্ডের ১২৪ পৃষ্ঠায় 'সামাজিক' শীর্ষক আলোচনার একস্থলে সংক্ষেপে লিখিয়াছেন ;—'বিলাত যাত্রা ও ইংরেজ রমণীর পাণিগ্রহণে ভারেঙ্গার চক্রবর্ত্তী ও হরিপুরের চৌধুরীগণ প্রথম পথপ্রদর্শক হইয়াছে।"

স্বর্গীয় রায় যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের পুত্র, বহরমপুর পাগলা-গারদের ডাক্তার, ৺নিতেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ই এ-জেলার মধ্যে সর্ব্ব প্রথম ইংরেজ মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। পরে বিচার পতি স্যার ৺আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার চৌধুরী বার্-এট্-ল' মহাশয় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন।

অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা—আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে পাবনা জিলা বোর্ড পাবনা সহরের উপকণ্ঠ সিঙ্গা গ্রামে একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। গ্রামের কামার, কুমার, ছুতার, তাঁতী, জেলে, নমঃশূদ্র, মুসলমান এবং ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের গরীব ছেলেরা এখানে শিক্ষালাভ করিতেছে। জেলার অভ্যন্তরে আরও বহু বিদ্যালয়ের আবশ্যক। এখনো কোটী কোটী মানবশিশু অজ্ঞানতার গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তাই এসিয়ার মহাকবি রবীন্দ্রনাথ বহুদিন পূর্ব্বে তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন,—

এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা,
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।

জমিদারের সাহিত্যসেবা—পাবনা তাঁতীবন্দের জমিদার শ্রীযুক্ত শ্রীগোবিন্দ চৌধুরী মহাশয়ের "অসি ও বাঁশী" নামক একখানা কবিতা পুস্তক ছাপা হইতেছে। তাঁতীবন্দের অন্যতম জমিদার, 'পাবনা হিন্দুসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাগোবিন্দ চৌধুরী মহাশয়ের সাহিত্যচর্চ্চাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হিন্দুজাতি ও সংগঠন সম্বন্ধে ইঁহার কয়েকটি প্রবন্ধ স্থানীয় শাশ্বত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

পাবনা জেলার ইতিহাস—শ্রীযুক্ত রাধারমণ সাহা বি এল মহাশয় প্রণীত 'পাবনা জেলার ইতিহাসে'র ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম খণ্ড স্থানীয় ৩টি প্রেসে মুদ্রিত হইতেছে।

উপাধি লাভ—কৃষ্ণনগরের বিশ্বমানব মহামণ্ডল, পাবনা কিশোরীমোহন পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা, 'আরতি'র অন্যতম কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ রায় মহাশয়কে 'সুধীরত্ন' ও 'বিদ্যারঞ্জন' উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

বিলম্বের কৈফিয়ৎ—ছাপাখানা পরিবর্ত্তন করায় শিশির সংখ্যা 'আরতি' কিছু বিলম্বে বাহির হইল, আশা করি পাঠকগণ অবস্থা ও উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। অতঃপর 'আরতি' নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইবে। এখন হইতে কেহ আর 'শারদা প্রেসে'র ঠিকানায় পত্র বা প্রবন্ধাদি পাঠাইবেন না।

পুস্তক পরিচয়

ফুলঝুরি—শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার বি-এল প্রণীত ; দাম বারো পয়সা। লেখক আমাদের পরিচিত। ছোট কবিতার মধ্যে লেখক বেশ একটু কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। হোমিওপ্যাথি ডোজের এই পদ্যলেখা জাপানীদের মধ্যে একটা বড় আর্ট ; কবি এই আর্টকে ফুটাতে চেষ্টা করেছেন। তিনি একটি জাপানী সনেটও লিখেছেন। সনেট বল্‌লে ১৪ টি লাইন (?) বুঝায়, কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই যে ইহাতে ১৪টি কথা পর্য্যন্ত নাই। এই দেখে মনে হয় আধ টকি একটি লাইনে হয়ত বা একটা বিরাট কাব্য লেখা হয়ে যেতে পারে! নূতন কোন কবি উদ্ভাবন করতে চেষ্টা করুন—নাম থেকে যাবে। যেগুলি অনুবাদ, কবি তা স্বীকার করেছেন। তবে "ভবিষ্যদ্বাণী"র বেলায় চুপ ক'রে গেছেন। ওটা Walter Savage Landor এর অনুবাদ নয় কি ? যাই হোক, "ফুলঝুরি," "মরণে," "শেষদান"ছন্দে গন্ধে বর্ণে সব চেয়ে ভাল হয়েছে। এই অল্প কয়েকটা লাইনের কাব্যে পুরো সাতটা লাইনের মধ্যে কবি চুম্বনের ফুলঝুরি দেখিয়েছেন। এই চুম্বনের বহুল ব্যবহার—কখনো অর্থপূর্ণ, কখনো অনর্থক—ইংরাজী সাহিত্য থেকে এসেছে। শুনিছি জাপানী সাহিত্যে তথা এসিয়ার সাহিত্যে চুম্বনটা এত সুলভ নয়, এমন কি দৃশ্যকাব্যেও চুম্বনের এত স্বল্প ব্যবহার, যে নাই বল্‌লেও চলে। শচীন বাবুর চেষ্টা আছে ও লেখার হাত আছে। বইখানা সকলকে যে আনন্দ দেবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

রোগ ও আরোগ্য—বৈদ্যরাজ শ্রীসুরজিৎ দাশগুপ্ত ভিষক্‌শাস্ত্রী প্রণীত একটা ক্ষুদ্র প্রবন্ধ। দাম চার আনা। এর বিক্রয়লব্ধ অর্থ রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে যাবে। রোগের কারণ নির্দ্দেশ করে আরোগ্যের ব্যবস্থা করা আছে এর মধ্যে। ঔষধ প্রয়োগ বিষয়ে মিথ্যাযোগ, অতিযোগ, অযোগ এ বিষয়ে বৈদ্যরাজ সাবধান হতে বলেছেন। তিনি সুশ্রুত, চরক, বাগভট, রাগমিশ্র প্রভৃতি থেকে শ্লোক উদ্ধার করে পাণ্ডিত্য দেখিয়েছেন। তবে কবিরাজীর হাজার ঔষধ কমিয়ে এনে "বাইওকেমিক্" বারটি দাঁড় করাতে পারলে যে ভাল হয় তাঁর এমতের সমর্থন আমরা করি না। তাঁর ত্রিদোষের বিশদ ব্যাখ্যা শুনবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।

মেমারী ইন্‌ষ্টিটিউট্ ও এণ্টিম্যালেরিয়াল্ সোসাইটি—এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম বার্ষিক বিবরণী পড়ে আমরা খুসী হয়েছি। শ্রীযুক্ত হিমাংশুজ্যোতি মজুমদার প্রমুখ বিশিষ্ট কর্ম্মী যখন এর মধ্যে আছেন, তখন এর উন্নতি হওয়াই স্বাভাবিক। ভগবান এই প্রতিষ্ঠানের সদুদ্দেশ্য সফল করুন।

স্মৃতিপূজা—বা স্বর্গীয় রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী। লেখক তাঁর পুত্র শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় বি-এ। দাম এক সিকি। প্রাপ্তিস্থান—ইন্দ্রপুর, বীরভূম। পিতার জীবনী পুত্রের লেখা একটা শক্ত ব্যাপার। স্বভাবসিদ্ধ ভক্তির বশবর্ত্তী হয়ে সকলদিকে সমান দৃষ্টি রেখে মানুষ লিখতে পারে না। পুত্রের চক্ষে পিতার বিশেষতঃ স্বর্গগত পিতার সবই ভাল লাগবে। তাই স্থানে স্থানে লেখকের ভাবুকতা ও ভাবপ্রবণতা স্বাভাবিক হয়ে পড়েছে। মোটের উপর লেখক তাঁর পিতার ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা লেখার দিক দিয়ে বেশ চমৎকার হয়েছে। পুস্তিকাখানি সরস হয়েছে। সামান্য কর্ম্মীর জীবন যেমন উপেক্ষার নয়, অতি ক্ষুদ্র লেখা বলেও তা' সাহিত্যের ক্ষেত্রে কখনই অকিঞ্চিৎকর হয় না, অবশ্য যদি তাতে থাকে সত্য ও সৌন্দর্য্য, সারল্য ও মধুরতা।

—কবিরাজ

Printed and Published by Nikunja Behari Bysack at the Prabasi Press,
91, Upper Circular Road, Calcutta.

কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট

শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম-এ, বি-এল পৃষ্ঠপোষিত

উত্তরবঙ্গের একমাত্র সচিত্র দ্বৈমাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা

সম্পাদক—শ্রীরাধাচরণ দাস সাহিত্যরত্ন।

কান্তকবি ৺রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার্থ—

পাবনা রজনীকান্ত পাঠাগার হইতে প্রচারিত।

সংবাদপত্রের অভিমত

A Pabna Journal :—We have received a copy of Arati, a vernacular bi-monthly, published from Pabna and edited by Sj. Radha Charan Das. The journal contains interesting articles including one from the pen of Mr. Sasadhar Roy. We have also read with delight short poems by Srimoti Priyambada Devi and Sj. Bhujangadhar Roy. The paper also published interesting notes regarding the district and its people. We welcome the publication of such journals from moffusil and call upon the people of Pabna to carry in this enterprise with enthusiasm.—*The Servant*, Apr. 28, 26.

It is well edited, well-got-up and there are two notable contributions from Mrs. Priyambada Devi and Mr. Sasadhar Roy.—*The New Empire*, 22-4-26.

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

যাঁহারা আজিও 'আরতি'র বার্ষিক সাহায্য পাঠান নাই, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ৪র্থ সংখ্যা পাইবামাত্র টাকা মণিঅর্ডারে পাঠাইবেন। অন্যথায় 'নিদাঘ সংখ্যা' ভিঃ পিঃ করা হইবে। যাঁহারা 'আরতি' গ্রহণে অনিচ্ছুক, তাঁহারা দয়া করিয়া এক সপ্তাহ-মধ্যে পত্রদ্বারা জানাইবেন। নতুবা আমাদিগকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ, আরতি।

পোঃ পাবনা, বেঙ্গল।

সূচীপত্র—বসন্ত সংখ্যা, ১৩৩২।

'আরতি'র নিয়মাবলী

আরতির মূল্য অগ্রিম দেয়। সর্ব্বত্র ডাকমাশুল সহ বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা। প্রতি সংখ্যা ।/০ পাঁচ আনা। মূল্য মণিঅর্ডারে পাঠানোই সুবিধা। ভিঃ পিঃতে ৵০ আনা অতিরিক্ত লাগে। মূল্য কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হয়। ভাদ্র-আশ্বিন হইতে আরতির বৎসর গণনা করা হয়। বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হইবেন, প্রথম সংখ্যা হইতে কাগজ লইতে হইবে।

উত্তরের জন্য রিপ্লাইকার্ড বা ডাকটিকিট সহ পত্র না লিখিলে সকল পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নহে। লেখকগণ দয়া করিয়া **প্রবন্ধের নকল** রাখিয়া পাঠাইবেন। প্রবন্ধ সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের ঠিকানা থাকা চাই। **অমনোনীত রচনা** ফেরত লইতে হইলে, প্রবন্ধের সঙ্গে **/০ এক আনার ডাক টিকিট** পাঠান আবশ্যক। **অমনোনীত কবিতা** ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধাদি খুব ছোট ও সরল হওয়া প্রয়োজন। প্রবন্ধ পরিষ্কার করিয়া কাগজের এক পৃষ্ঠায় যথেষ্ট মার্জ্জিন রাখিয়া লেখা আবশ্যক। ৵০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলে পুরাতন সংখ্যা ১ কপি নমুনা পাঠান হয়। কোন রচনা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণে সম্পাদক অসমর্থ। সমালোচনার জন্য পুস্তক দুই কপি পাঠান আবশ্যক।

বিজ্ঞাপনের দর—সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা প্রতিবার ৪৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ২৷০, সিকি পৃষ্ঠা ১৷০, কভার প্রতি পৃষ্ঠা ৫৲ দীর্ঘ দিনের চুক্তিতে বিশেষ সুবিধা। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

নিঃ—শ্রীগিরীন্দ্রনাথ কুণ্ডু বি, এল ও শ্রীসারদাচরণ রায় সুধীরত্ন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, 'আরতি' পোঃ পাবনা, (বেঙ্গল)।

স্বর্গীয় ডাক্তার রায় নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাহাদুর

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে।

বাণী প্রেস কলিকাতা।

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়, মাথায় তুলে নেরে ভাই;
দীনদুখিনী মা যে তোদের, তার বেশী আর সাধ্য নাই।

রজনীকান্ত

২য় বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা

বসন্ত সংখ্যা। পাবনা।

ফাল্গুন ও চৈ।
১৩৩২।

গান

কান্তকবি ৺রজনীকান্ত সেন

আজকে তোদের আশার গাছে
ফল ধরেছে ভাই।
ভেবেছিলি এক ঘুটির জন্যে
কার বা দ্বারে যাই
আর কি তোদের দুঃখ আছে,
ফলে সোনা তুঁতের গাছে,
কোমর বেঁধে উঠে পড়ে'
লাগ দেখি সবাই।

পুঁথি নে কেউ পড়্‌না ব'সে
তাঁত নিয়ে কেউ বো' না' ব'সে,
সোনার শস্য কত উঠেছে
ভাবনা কিছুই নাই।
অন্নপূর্ণা এলেন ঘরে,
সোনার থালা হাতে ক'রে,
হাসিমুখে জয় নিশানা
আনন্দে দোলাই।

আমেরিকার চাকুরীজীবী স্ত্রীলোক

ডাক্তার শ্রীশরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্, ডি

১৯২০ সালের আদমসুমারীতে প্রকাশ যে ঐ বৎসর আমেরিকায় মোট ৮৪,৯৯,৫১১ জন স্ত্রীলোক —যাহাদের বয়স ১০ বৎসরের বেশী—অর্থকরী চাকুরীতে নিযুক্ত ছিল। ৮৪ লক্ষ স্ত্রীলোক চাকরী করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে—এ কথাটা বিশ্বাস করিতেও আমাদের দেশের লোকের একটু ভাবিতে হইবে। স্ত্রীলোক চাকরী করিতে যাইবে, এইটুকু মনে ভাবাও আমাদের কেহ কেহ দোষের মনে করিতে পারেন; কিন্তু ভারতবর্ষের পক্ষে দূষণীয় হইলেও—আমেরিকায় ইহা দূষণীয় নয়। শুধু দূষণীয় নয় বলিলেই যথেষ্ট হইল না অনেক সময় আবশ্যকীয় ও গর্ব্বণীয়। বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সকল মেয়েই কোনও-না-কোনও অর্থকরী চাকরী করে। বিবাহের পরও অনেকে করে, তাহা পরে বলিতেছি। ছোট-বেলা থেকে কি ছেলে, কি মেয়ে এদেশে সকলেই স্বাবলম্বী হইতে চেষ্টা করে। যত দিন পিতামাতা স্কুল কলেজের খরচ দিতে পারেন, ছেলে মেয়ে তাহা গ্রহণ করে। যাদের পিতামাতার অবস্থা স্বচ্ছল নয় তারা পড়ার খরচ নিজেরাই উপায় করে। কলেজ বা স্কুল ছাড়িয়া যখন নিজের নিজের পথ বাছিয়া লয় তখন তাহারা বাপ-মাএর ঋণ যথাসাধ্য শোধ করিতে চেষ্টা করে।

কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি—যখন ছেলে মেয়ে উপায়ক্ষম হয়, তখন তারা তাদের খাওয়া খরচ ও ঘর ভাড়া বাবদ অনেক সময়ে মা বাবাকেই টাকা দেয়। বাকী টাকা ব্যাঙ্কে জমায়। অনেকে মা-বাবার সঙ্গে না থাকিতেও পারে—তবে আবশ্যক মত মা বাবাকে সাহায্য করে। আমাদের দেশে এরকম ব্যবস্থার কথা মনে করিতেও "পাপ" হইবে। স্বাবলম্বনের মিষ্টত্ব এমন যে এরা আস্বাদ পাইয়া আর ছাড়িতে চায় না। সাধ্য মতে কোন মা বাবা ছেলে মেয়ের কাছে সাহায্য চায় না, বাপ মায়ের কর্ত্তব্য সন্তানের লালনপালন, শিক্ষাদান, এক কথায় মানুষ করিয়া দেওয়া। সন্তান উপায়ক্ষম হইলে মা বাবার দায়িত্ব চলিয়া যায়। সন্তান উপায় করিয়া খাওয়াইবে এ আশা এদেশে খুব কম লোকে করে। কেননা, প্রত্যেকেই স্বাবলম্বী হইতে চায়—বৃদ্ধ বয়সের কথা আমাদের দেশে যেমন ভাবিতে হয়, এদেশে তার দরকার হয় না। সকলেই কিছু না কিছু জমায় ও জীবন-বীমা করে। সুতরাং সন্তানের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না। আমি এক সময় একটি বন্ধুকে একটী বাড়ী কিনিতে উপদেশ দিই। উত্তরে তিনি বলিলেন "টাকা কোথায়?"—আমি যেন একটু অবাক্ হইয়া গেলাম। কেননা জানিতাম যে,

তাহাদের ছেলে ও মেয়ে দুজনেই ভাল চাকরী করে—তাই বড় গলা করিয়া বলিলাম "কেন ওরা দেয় না"—স্বামী স্ত্রী দুজনেই এবার একস্বরে বলিয়া উঠিলেন "ওদের টাকা ওদের বেশী কাজে লাগ্‌বে—তার চেয়ে আমরা আমাদের টাকা দিয়ে দু'দিন পরে কিন্‌ব"—আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে আমি আমেরিকানের সঙ্গে কথা বলিতেছিলাম। যখন নিজের ভুল বুঝিলাম তখন সাম্‌লাইয়া গেলাম।

মেয়েরা শুধু অবিবাহিত অবস্থায় চাকরী করে, তা নয়। অনেক সময় বিবাহিত অবস্থায়ও করে। সংসারের সাহায্য করিতে স্বামীস্ত্রী উভয়েই চেষ্টা করে। ১৯২০ সালে মোট ৮৫,৪৯,৫১১ জন চাকুরীজীবী স্ত্রীলোকের মধ্যে ১৯,২০২৮১ জন বিবাহিতা স্ত্রীলোক অর্থকরী চাকরীতে নিযুক্ত ছিল। অনেকের ধারণা যে স্ত্রী-চাকুরীয়াদের মধ্যে অধিকাংশই অল্প-বয়স্কা। কিন্তু আদম সুমারী ঠিক তার উল্টাটা দেখাইতেছে। যত স্ত্রীলোক অর্থকরী চাকরীতে নিযুক্ত আছে তার শত করা ৫৮১ জন অর্থাৎ অর্দ্ধেকের বেশী স্ত্রীলোকের বয়স ২৫ বৎসরের বেশী। এর মধ্যে ১৩,৫২,৪৭৯ জনের বয়স ৪৫ হইতে ৬৪ এবং ১৯৬,৯০০ জনের বয়স ৬৫ বৎসর বা বেশী।

বিশেষজ্ঞদের মত এই যে স্ত্রীলোকদের চাকরী করার সাধারণতঃ দুইটি কারণ দেখা যায়। প্রথম, স্বামীর বেতন,—খরচ-পত্রের দুর্ম্মূল্যতার হিসাবে স্বামীর বেতন বড় কম, তাই স্ত্রীকেও উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়। দ্বিতীয়, মনিবেরা স্ত্রীলোকদের বেশী পছন্দ করেন—তার কারণ রূপ নয়—গুণ। যে কাজের জন্য পুরুষ সাপ্তাহিক ২৫ ডলার বেতন চায়—সেই কাজের জন্য মেয়েরা ১৫ ডলার পাইলে যথেষ্ট মনে করে—এবং পুরুষেরা অনেক সময় যে সব কড়া হুকুম মানিয়া লইতে চায় না—মেয়েরা অনায়াসে সেগুলি হজম করিয়া লইতে পারে। এসব মতামতের জন্য বিশেষজ্ঞরা দায়ী। আদম সুমারীতে এই মত প্রকাশ হইয়াছে।

অনেক স্ত্রীলোক সন্তানের মা হইয়াও চাকরী করিয়া থাকেন। যাহাদের অবস্থা স্বচ্ছল—অর্থাৎ সন্তান পালন করিবার জন্য চাকরাণী রাখা সম্ভব, তাঁহারা চাকরাণী রাখেন। বলা বাহুল্য যে, চাকরাণীকে বেতন দিয়াও তাহার বেতনের যথেষ্ট বাকী না থাকিলে কেহ চাকরী করিতে যাইবে না। কিন্তু যাহাদের ক্ষমতা কম—সেই জন্য বেতনও কম—অথচ সন্তানের মা—এবং সংসারের সাহায্যের জন্য চাকরীর দরকার তাহাদের চাকরাণী রাখা সম্ভব নয়। চাকরাণীর বেতনও ত কম নয়। সপ্তাহে অন্ততঃ ১৫ ডলার। তাই এ দেশে প্রায় প্রতি পাড়ায় "নার্শারী" আছে। সেখানে চাকুরে মায়েরা সকালে কাজে যাওয়ার আগে সন্তান রেখে যায়—আবার কাজের শেষে বাড়ী নিয়ে আসে। পাশ-করা ধাত্রীরা সারা দিন সমস্ত মেয়ে ছেলের "মা" হয়ে তত্ত্বাবধান করে। যার যে রকম খাওয়া দরকার, মা সব বলিয়া দিয়া যায়—ধাত্রী ঠিকমত পালন করে। বয়স হিসাবে বিভিন্ন "নার্শারী" আছে। খেলা-ধূলা, গান-

বাজনা এমন কি কিণ্ডারগার্টেন বা শিশুশিক্ষার ব্যবস্থাও আছে। খরচ খুবই কম—সাপ্তাহিক ২৫ সেণ্ট। যাহারা "নার্শারী"তে অত বেশী ছেলে-মেয়ের সঙ্গে নিজেদের ছেলে-মেয়ে রাখিতে চায় না—তাহাদেরও চিন্তার কারণ নাই। অনেক পাড়ায় "প্রাইভেট নার্শারী" আছে। সেখানে ধরা-বাঁধা কয়েকটীর বেশী রাখা হয় না—খরচ বেশী, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। এটাও 'নার্শারী'র মধ্যে গণ্য।

চাকুরে মায়ের মধ্যে এই শ্রেণীর মার সংখ্যা সব চেয়ে বেশী। এরা দোকানের বিক্রেতা, আফিসের টাইপরাইটার বা সেক্রেটারীর পদেই বেশীর ভাগে নিযুক্ত। আর সব চেয়ে সংখ্যায় কম—উচ্চপদাভিষিক্ত ও উচ্চ বেতনভোগী স্ত্রীলোক; কিন্তু গত কয়েক বৎসরের মধ্যে স্ত্রীলোকের উচ্চ পদের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত ফার্গুসন (Mrs. Furguson) একটি ষ্টেটের বা প্রদেশের গভর্ণর। ইঁহার স্বামী পূর্ব্বে ঐ (State) ষ্টেটের গভর্ণর ছিলেন। বিদ্যা, বুদ্ধি বা পারদর্শিতায় ইনি কোনও অংশে সাধারণ পুরুষ-গভর্ণর অপেক্ষা কম নহেন।

বিংশ শতাব্দী অনেক নূতন অভূতপূর্ব্ব জিনিষকে সম্ভব করিয়া দিয়াছে; পূর্ব্বে যাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই—আজ তাহা শুধু সম্ভব তা নয়—এত স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে,যে তার নূতনত্ব-টুকুও দূর হইয়া যাইতেছে। স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীলোকের সমানাধিকার এ-দেশে বিংশ শতাব্দীর বহু দানের একটি দান। স্ত্রী-স্বাধীনতার নূতনত্ব আর এ-দেশে নাই। সমানাধিকারের নূতনত্বেও অনেকে সন্দেহ করেন। আগে গাড়ীতে স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া থাকিলে—পুরুষের কর্ত্তব্য ছিল টুপী খুলিয়া দাঁড়াইয়া স্ত্রীলোককে আসন দেওয়া। স্ত্রীলোক, পুরুষের আসন গ্রহণ করিয়া পুরুষকে ধন্য করিতেন, একথা যেন কেহ মনে না করেন। পুরুষ তা'র আসনটী "অবলা" স্ত্রীলোককে দিয়া নিজের পুরুষত্ব ও প্রাধান্য দেখাইত। আর আজ এ দেশে কোনও পুরুষ যদি দণ্ডায়মান স্ত্রীলোককে তার আসন ছাড়িয়া দিয়া নিজে দাঁড়ায় তাহা হইলে আশে-পাশের লোক তাহাকে উন্মাদ না ভাবিলেও একটু "ছিট" আছে ভাবিবে। স্ত্রী-পুরুষে পার্থক্য আর তেমন নাই। যেটুকু আছে স্ত্রী-জাতি তাহা আর রাখিতে চাহিতেছেন না। সংসার ও সন্তান পালনে দেশ ও দশ-সেবায় তাঁরা পুরুষের সমান কোনও কোনও স্থানে অগ্রগামী হইতেছেন। চাকুরীজীবী স্ত্রীলোক আমেরিকার সংসারকে অভাব ও অশান্তির পরিবর্ত্তে প্রতুলতা ও শান্তি আনিয়া দিতেছেন।

নিউইয়র্ক—৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬।

কাইরো মিউজিয়মে এক কোটী ডলার দান—মিঃ জন রকফেলার (ছোট) মানব জাতির কল্যাণকর বিজ্ঞানানুশীলনের জন্য রাজা কদ ও মিশরবাসীদের হস্তে এক কোটি ডলার অর্পণ করিয়াছেন। ঐ অর্থ দিয়া কাইরোর যাদুঘরের জন্য বাটী নির্ম্মাণ ও উহার রক্ষাকল্পে ব্যয় এবং যাদুঘরের সংস্রবেই প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হইবে। আমেরিকান অধ্যাপক ব্রেষ্টেড উক্ত অর্থ রাজা কদের হস্তে প্রকাশ্যভাবে অর্পণ করিয়া বলেন যে, প্রতীচ্যের নূতন মহাদেশ আমেরিকার সঙ্গে প্রাচ্যের প্রাচীনতম দেশ মিশরকে মিলনসূত্রে বাঁধিবার জন্যই দাতা এই মহৎ দান করিয়াছেন।

বর্ণাশ্রম

(পূর্ব্বানুবৃত্তি—২)

শ্রীশশধর রায় এম-এ, বি-এল

এক্ষণে স্মৃতি পুরাণাদির কথা স্মরণ করুন। প্রথমতঃ স্মরণ করিবেন গীতার সর্ব্বজনবিদিত সেই মহাবাক্য "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" তাহা হইলেই আমাদিগের উল্লিখিত মীমাংসা সমর্থিত হইবে। চতুর্ব্বর্ণ-বিভাগ গুণকর্ম্ম অনুসারেই হইয়াছে। বংশানুসারে এ বিভাগ হওয়া মনে হয় না। যদি উৎপত্তির স্থানভেদে ঐ বিভাগ-চতুষ্টয় নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তবে ঐ স্থানগুলি গুণকর্ম্মানুসারে নিয়মিত হইয়াছে; ইহা স্বীকার করিতে হয়। নচেৎ শ্রুতি ও পুরাণে বিরোধ উপস্থিত হয়। আর যদি উপরি উদ্ধৃত ১০।৯০।১২ ঋক হইতে বর্ণোৎপত্তির স্থান-ভেদ না বুঝি, গুণ-কর্ম্মনির্দ্দেশই বুঝি, তাহা হইলে কিছু মাত্র বিরোধ উপস্থিত হয় না। কারণ শাস্ত্রোপদেশক মুখের সহিত, যুদ্ধব্যবসায়ী বাহুর সহিত, কৃষি-বাণিজ্য-ব্যবসায়ী উরুর সহিত, এবং সেবা-ব্যবসায়ী পদের সহিত সহজেই তুলনীয় হইতে পারে। শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ১০।৯০।১২ ঋকের এইরূপ ভাষ্য করিয়াছেন। তিনি বলেন (ঋগ্বেদাদি ভাষ্য ভূমিকা ১৩১২ সন ১৪০ পৃষ্ঠা) "অস্য পুরুষস্য মুখং যে বিদ্যাদয়ো মুখ্যগুণাঃ সত্যভাষণোপদেশাদীনি কর্ম্মাণি বসন্তি তেভ্যো ব্রাহ্মণ আসীদুৎপন্নো ভবতীতি। বলবীর্য্যাদিলক্ষণান্বিতো রাজন্যঃ ক্ষত্রিয়স্তেন কৃত আজ্ঞপ্ত আসীদুৎপন্নো ভবতি। কৃষিব্যাপারাদয়ো গুণা মধ্যমাস্তেভ্যো বৈশ্য বণিগ-জনোঽস্য পুরুষস্যোপদেশাৎ উৎপন্নো ভবতীতি বেদ্যম। পদ্ভ্যাং পাদেন্দ্রিয় নীচত্বমর্থাজ্জড়বুদ্ধিত্বাদি গুণেভ্যঃ শূদ্রঃ সেবাগুণবিশিষ্টঃ পরাধীনতয়া প্রবর্ত্তমানোঽজায়ত জায়ত ইতি বেদ্যম্॥"

মনুসংহিতায় দেখিতে পাই, "মুখ বাহূরুপজ্জানাং পৃথককর্ম্মাণ্যকল্পয়ৎ"। (১৷৮৭) টীকাকার কুল্লুক ভট্ট বলিতেছেন "মুখাদিজাতানাং ব্রাহ্মণাদীনাং বিভাগেন কর্ম্মাণি বিনির্ম্মিতবান্"। আপনারা বিবেচনা করিবেন ইহার দ্বারাও ঐ মীমাংসা সমর্থিত হইতেছে কি না। মহাভারতের শান্তি পর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—

"ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টংহি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতম্"। (মঃ ভাঃ—মোক্ষধর্ম্ম—১৮।১০ ভরদ্বাজের প্রতি ভৃগুর উক্তি) এবং অনুশাসনপর্ব্বে স্পষ্টই বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে "ন যোনির্ণাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ। কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তিরেব তু কারণং"॥ ইহা হইতেও কর্ম্ম দ্বারাই বর্ণবিভাগ হওয়া প্রতিভাত হইতেছে। তারপর ঐ শান্তি পর্ব্বে যখন ভরদ্বাজ ভৃগুকে প্রশ্ন করিলেন ব্রাহ্মণ কিসে হয়, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রই বা কিসে হয়, তখন বর্ণভেদ জন্মগত হইলে ভৃগু অনায়াসেই এক কথায় উত্তর দিতে পারিতেন, "জন্মনা"। কিন্তু তাহা তিনি দেন নাই। তিনি চারি বর্ণের বিভিন্ন

কর্ম্ম নির্দ্দেশকরতঃ ঐ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন এবং অবশেষে বলিয়াছিলেন যে "ন বৈ শূদ্রো-ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ"। সুতরাং ব্রাহ্মণ বংশে জাত হইলেই ব্রাহ্মণ বলা যাইবে না। ভাগবতও বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন লক্ষণ বিবৃত করিয়া অবশেষে বলিতেছেন,—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈববিনির্দ্দিশেৎ॥

অর্থাৎ যে বর্ণের যে লক্ষণ বলা গেল তাহা যদি সেই বর্ণ ব্যতীত অন্যবর্ণের লোকের মধ্যেও দেখা যায় তাহা হইলে সেই অন্য বর্ণের লোককেই ঐ লক্ষণোচিত বর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইবে। ইহার সহিত মনু স্মৃতির উল্লিখিত বর্ণ সকলের উৎকর্ষাপকর্ষসম্বন্ধীয় উক্তি মিলাইয়া দেখিবেন। "বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠং ক্ষত্রিয়ানাং তু বীর্য্যতঃ। বৈশ্যানাং ধান্যধনতঃ শূদ্রানামেব জন্মতঃ॥"

এই উভয় প্রমাণের একতায় সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, বর্ণচতুষ্টয়ের বিভাগ কর্ম্ম ও গুণের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাহাদিগের শ্রেষ্ঠত্বও তদ্রূপেই প্রতিষ্ঠিত; কেবল মাত্র শূদ্রগণের "জন্মতঃ"। কারণ জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে। বেদ-পাঠী ভবেৎ বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ"। অর্থাৎ শূদ্রত্ব জন্মের উপর নির্ভর করে; কিন্তু শূদ্রগণের শ্রেষ্ঠত্ব বহুদর্শিতার উপর নির্ভর করে। এস্থলে আপনারা স্মৃতির সৎশূদ্র এবং অসৎশূদ্রবিভাগও মনে রাখিবেন। আমি অন্যত্র দেখাইয়াছি যে সৎশূদ্রগণ শূদ্রবর্ণ অর্থাৎ চতুর্থ বর্ণ। তাহারা "চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" এই প্রমাণ মূলে গুণকর্ম্মানুসারে নির্দ্দিষ্ট। কিন্তু অসৎশূদ্রগণ নানা প্রকার কারণে তাহাদিগের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। অসৎশূদ্রগণ ধ্বজাহৃত, ভক্তদাস, গৃহজ, কৃত, দত্ত, পৈতৃক, দণ্ডদাস এই সাত ভাগে বিভক্ত; সুতরাং সকল জাতি হইতেই সংগৃহীত হইয়াছিল এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে। যে সকল সঙ্করবর্ণ বিশাল শূদ্র জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহাদিগের অধিকাংশই জন্মতঃ নির্দ্দিষ্ট হওয়া বিবেচনা হয়। মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের চতুর্ব্বিংশতি শ্লোক পর্য্যালোচনা করিলেই ইহা প্রতীয়মান হইতে পারে। তারপর স্মরণ করিবেন "ন কুলেন ন জাত্যা বা ক্রিয়াভি ব্রাহ্মণো ভবেৎ। চণ্ডালোঽপি হি বৃত্তিস্থো ব্রাহ্মণঃ স যুধিষ্ঠিরঃ॥ ইহা দ্বারাও গুণ কর্ম্মভেদই প্রতীয়মান হইতেছে। সুতরাং কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে—মানব ধর্ম্মশাস্ত্র, কর্ম্মবশতঃ ব্রাহ্মণের শূদ্রত্বপ্রাপ্তি এবং শূদ্রেরও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছে।

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাৎ তথৈবচ॥

উচ্চাবচভাবে বর্ণ হইতে বর্ণান্তরপ্রাপ্তিসম্বন্ধীয় প্রমাণে স্মৃতিশাস্ত্র পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

গৃহ্যসূত্রগুলিতেও এরূপ প্রমাণের অভাব নাই। আপস্তম্বসূত্রে লিখিত আছে "অধর্ম্মচর্য্যয়া পূর্ব্বো বর্ণোজঘন্যং জঘন্যং বর্ণমাপদ্যতে জাতি পরিবৃত্তৌ। ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যোবর্ণো পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণমা-পদ্যতে জাতি পরিবৃত্তৌ"। এরূপ বর্ণ হইতে বর্ণান্তর প্রাপ্তির দৃষ্টান্ত মহাভারতে প্রচুর পাওয়া যায়। এই নিমিত্তই পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য সঙ্কর

নীতি নামক সুপরিচিত গ্রন্থে স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন,

ন জাত্যা ব্রাহ্মণশ্চাত্র ক্ষত্রিয়োবৈশ্য এব ন।
ন শূদ্রো নচ বৈম্লেচ্ছ ভেদিতাঃ গুণকর্ম্মভিঃ॥

গুণ কর্ম্ম দ্বারা বর্ণবিভাগ হইবার লৌকিক শাস্ত্রের প্রমাণ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বৈদিক প্রমাণও এ সম্বন্ধে অল্পায়াসেই সংগৃহীত হইতে পারে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ১.৮।২ মন্ত্রে দেখা যায় যে, "এতদ্ধস্মবৈ তদ্ বিদ্বানাঃ মহীদাস ঐতরেয়"। আচার্য্য বলিতেছেন "মহীদাসো নামতঃ ইতরায়া অপত্যমৈতরেয়"। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে ইতরানারীর অপত্য ঐতরেয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের নামেই ইতরা পুত্র মহীদাসকে লক্ষ্য করিতেছে। ইনি কর্ম্মগুণে এবং তপঃপ্রভাবে কি অবস্থা হইতে কোন্ বর্ণে উন্নত হইয়াছিলেন তাহা ইহা হইতে অনায়াসেই বুঝা যাইতেছে। মহাভারত পাঠে জানিতে পারিতেছেন "জাতোব্যাসস্তু কৈবর্ত্যাঃ শ্বপাক্যাস্তু পরাশরঃ। বহবোঽন্যেপি বিপ্রত্বং প্রাপ্তা বৈ পূর্ব্বমদ্বিজাঃ।" একজন বেদব্যাস, অপরজন কলিযুগের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজক পরাশর। গৃৎসমদ ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ঋষি। তাঁহার সম্বন্ধে বায়ু পুরাণে পাই "পুত্রোগৃৎসমদস্য চ সুনকো যস্য সৌনকঃ। ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈবচ। এতস্য বংশে সম্ভূতাঃ বিচিত্রা কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ॥" তারপর "গণিকা গর্ভ সম্ভূতোবশিষ্ঠশ্চ মহামুনি। তপসা ব্রাহ্মণোজাতঃ সংস্কারস্তত্র কারণম্॥" এমন যে বশিষ্ঠ, যাঁহার উৎপত্তির কথা বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চারণ করিতেও আমার জিহ্বা পরাঙ্মুখ হয়, তিনি ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের ঋষি। এবং ভগবান পুরুষোত্তম শ্রীরাম চন্দ্রের গুরু। দাসীপুত্র কবষঐলুষ দশম মণ্ডলের ৩০ হইতে ৩৪ সূক্তের ঋষি, এবং ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত অব্রাহ্মণ দেবাপি কর্ম্ম প্রভাবে দশম মণ্ডলের ৯৮ সূক্তের ঋষি, প্রথম মণ্ডলের সমস্ত শততম সূক্তের মন্ত্রগুলি ক্ষত্রিয় রাজা বৃষাগীপুত্রভূত বজ্রাষদি পঞ্চরাজর্ষিগণ দেখিয়াছিলেন। সায়ন বলেন বৃষাগীরো মহারাজস্য পুত্রভূতা ঋজ্রাশ্বাদয়ঃ পঞ্চ রাজষয়ঃ সহেদং সূক্তং দদৃশুঃ। অতস্তে অস্য সূক্তস্য ঋষয়ঃ। এই সূক্তের ঋষি ক্ষত্রিয়, সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে ক্ষত্রিয় হইতে আরম্ভ করিয়া অসৎ শূদ্র পর্য্যন্ত সকলেই বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হইয়াছিলেন। নিরুক্তে দেখা যায় "ঋষয়ো মন্ত্র দৃষ্টয়ঃ মন্ত্রান্ সম্প্রদদুঃ।" মন্ত্রদ্রষ্টা বলিতে যিনি মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ বুঝিয়াছিলেন আমি তাঁহাকেই মনে করি। অতএব গুণ এবং জ্ঞান ও কর্ম্মপ্রভাবে সকলেই ব্রাহ্মণত্ব এবং ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইত। নীচ জাতি উচ্চ হইত, উচ্চ জাতি নীচ হইত ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

এইরূপ অর্থ করিলেই শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। বস্তুতঃ সমাজতন্ত্রে এমন কল্যাণকর নিয়ম আর হইতে পারে না। জাতিভেদ সমাজরক্ষা ও সমাজের উন্নতির নিমিত্ত সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বিধান। তেমনই উত্তম কর্ম্ম দ্বারা উন্নতি এবং অধম কর্ম্ম দ্বারা অবনতি হওয়াও সমাজ রক্ষার্থ অত্যাবশ্যক; নচেৎ উত্তম কর্ম্মের আদর

না থাকায় এবং অধম কর্ম্মেরও অনাদর না থাকায় উত্তম কর্ম্মীর সংখ্যা ক্রমে হ্রাস হইতে হইতে পরিণামে লোপ পাইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হয় এবং অধম কর্ম্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ বর্ত্তমান কৌলিন্য প্রথা। ম্লেচ্ছাদির দেশেও উত্তম কর্ম্মের নিমিত্ত ব্যক্তিকে লর্ড, ডিউক, ইত্যাদি আখ্যা দ্বারা সামাজিক স্তরে উন্নত করা হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল দেশে কুকর্ম্ম দ্বারা লর্ডের লর্ডত্ব যাইবার ব্যবস্থা এখনও উদ্ভাবিত হয় নাই; তাহাতে তত্রত্য সমাজ ক্ষতিগ্রস্তই হইতেছে। উত্তমের উন্নতি, অধমের অবনতি —ইহাই ত সামাজিক দণ্ড-পুরস্কার। দণ্ড-পুরস্কার না থাকিলে সমাজ রক্ষা করা নিশ্চয়ই অসম্ভব। দণ্ড পুরস্কারের ব্যবস্থা না থাকিলে সমাজমধ্যে গুণীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয় না; দোষীর সংখ্যাও হ্রাস হয় না। বর্ত্তমান সময়ে চাতুর্ব্বর্ণ্য ত নাই-ই; যে সকল বর্ণবিভাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে তন্মধ্যে সজ্জনের সংখ্যা কম; দোষীর সংখ্যাই অনেক বেশী। ইহা জন্মগত সুতরাং অলঙ্ঘ্য জাতিবিভাগ প্রচলিত হইবার কুফল। আমি এমন বলিতেছি না এই শোচনীয় পরিণাম কেবল অলঙ্ঘ্য জাতিবিভাগ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। উহার অন্যান্য কারণ থাকিতে পারে, এবং আছেও। কিন্তু সে সকলের মধ্যে অলঙ্ঘ্য জাতিবিভাগ অর্থাৎ জন্মগত জাতিভেদ একটী গুরুতর কারণ ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় দেখিতেছি না। (ক্রমশঃ)

চিত্তরঞ্জনের কাব্যে বৈষ্ণব-প্রভাব

শ্রী দীনেশচন্দ্র লাহিড়ী

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন শুধু দেশেরই বন্ধু ছিলেন না, তিনি বঙ্গসাহিত্যেরও একজন অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। তাঁহার কাব্যরস বাঙ্গালীর সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব বস্তু; রবীন্দ্রপ্রভাব সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া যদি কাহারও কাব্যরস মূর্ত্তরূপে ফুটিয়া উঠিয়া থাকে, তাহা হইলে একমাত্র কবি চিত্তরঞ্জনেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কাব্যে আমরা সাধারণতঃ বৈষ্ণব প্রভাবই বেশী করিয়া দেখিতে পাই। ভগবান্‌কে একান্ত আপনার করিয়া পাইবার জন্য চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির রচিত শ্রীরাধিকার হৃদয়ে যে ব্যাকুলতা লোকলজ্জা মান ভয়কে চূর্ণ করিয়া উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, কখনো বিরহে, কখনো মানে, কখনো বা ভয়ে আশঙ্কায় ও চোখের জলে সমস্ত ইন্দ্রিয় শ্রীভগবানের চরণে 'সমর্পিতমস্ত' হইবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল, চিত্তরঞ্জনের 'অন্তর্য্যামী' কাব্যে অন্তর্য্যামীকে পাইবার জন্য সেইরূপ ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণব কবিদের মতে মাধুর্য্যরস চারিটী দিক্ দিয়া

বর্ণিত হইয়া থাকে ;—পূর্ব্বরাগ, মান, বিরহ ও মিলন। পরপর তিনটী স্তর অতিক্রম করিতে পারিলে তবে শ্রীভগবানের সহিত মিলিত হওয়া যায় এবং এই তিনটী স্তর বা সোপানই ভক্তদের নিকট পরীক্ষা-বিশেষ।

আগে বাঁশরীর রব শ্রবণ করিয়া ব্যাকুলতা, তারপর অশ্রুমোচন, হা-হুতাশ, মান-অভিমান, বিরহ-জ্বালা ; তারপর মিলন। কবি চিত্তরঞ্জনও একদিন বৈষ্ণবকবিবর্ণিত শ্রীরাধার মত বাঁশরীর রব শুনিয়া অন্তর্য্যামীকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাঁহার সেই বর্ণনা—

"প্রথম প্রভাতে সেই বাহিরিনু যবে,
তোমার মোহন ওই বাঁশরীর রবে।
সেদিন হইতে বঁধু! আলোকে আঁধারে,
ফিরে ফিরে চাহিয়াছি পরাণের পারে!"

লোকলজ্জা, মানঅভিমান, ভয়কলঙ্ক সব বিসর্জ্জন দিয়া রাই একদিন কালো রূপ দেখিবার জন্য, বাঁশরীর রব শুনিয়া পাগলিনী হইয়াছিলেন,—এই দৃশ্যটী মনে করাইয়া দেয়।

বৈষ্ণব কবিদের মতে ভালবাসা শুধু ভালবাসার জন্য, তাহার মধ্যে কোনও স্বার্থ কিম্বা বাঞ্ছিত ফলের আশা আকাঙ্ক্ষা নাই। তাই ব্রজগোপীগণ ও কৃষ্ণসখা রাখাল-বালকগণ কর্ত্তব্য-বোধে কিম্বা কোনও অভীপ্সিত ধন পাইবার আশায় শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসে নাই, ভগবানকে তাহাদের ভাল লাগিত, তাঁহার প্রিয়সঙ্গ তাহাদের নিকট মধুর লাগিত,—তিনি প্রকৃত ভালবাসার পাত্র, তাই তাহারা তাঁহাকে ভালবাসিত, তাঁহার সহিত ক্ষণেকের বিচ্ছেদে আকুল হইত; শ্রীরাধার ভাবটাও কতকটা তাই ছিল। প্রিয়তমের দর্শন পাওয়া যাক আর নাই যাক—তিনি প্রেমিকাকে ভালবাসুন আর নাই বাসুন, তাহাতে ক্ষতি নাই, তবু তাঁহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করে; তাঁহাকে পাইবার জন্য প্রাণ আকুল হয়, কবি চিত্তরঞ্জনেরও কতকটা সেই দশা—

তোমারে তোমারে শুধু; পাই বা না পাই,
বঁধু হে! তোমারি লাগি আকুল পরাণ।

দেখিবার মত দৃঢ় সঙ্কল্প করিলে এবং চাহিবার মত জোর দিয়া চাহিলে অভীপ্সিতকে অবশ্যই পাওয়া যায়, তাই কবি বলিয়াছেন—

বঁধু হে! বঁধু হে! আমি তোমারেই চাই!
যে পথেই লয়ে যাও, সে পথেই যাই!

এই দৃঢ় সঙ্কল্পের জন্য তিনি অবশেষে অন্তর্য্যামীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন।

অন্তর্য্যামী-কাব্যে পূর্ব্বরাগ, মান, বিরহ ও মিলন বেশ পরপর ফুটিয়া উঠিয়াছে, পূর্ব্বরাগ অর্থাৎ প্রেমিককে দর্শন না করিয়াই শুধু তাঁহার বাঁশরীর রব শুনিয়া তাঁহাকে ভালবাসা ও পাইবার জন্য ব্যাকুলতা—এই ভাবটী ফুটিয়া উঠিয়াছে প্রথম অংশের কয়েকটী ছন্দে—যথা—

"প্রথম প্রভাতে সেই বাহিরিনু যবে" ইত্যাদি।

তারপর মান—

"কেমন করে লুকিয়ে থাক এত কাছে মোর!
বুকের মাঝে কেমন করে! চোখে বহে লোর!
দিবস নিশি কতই তব কথা শুনি কানে!
প্রাণের মাঝে তোলাপাড়া মানে অভিমানে।

ছেড়ে দাও ত চলে যাই তুমি থাক পিছে,
দরশ যদি নাহি দিলে সোহাগ করা মিছে।

মানের পরেই বিষম বিরহজ্বালা—এই বিরহ-জ্বালা ও ব্যাকুলতার ক্রন্দন-ধ্বনি বাজাইতে গিয়া বৈষ্ণব কবিগণ চোখের জলে বুক ভাসাইয়াছেন ;—তাঁহাদের লেখনীর সে সুরে যেন পাষাণ পর্য্যন্ত গলিয়া যায় ; শ্রীরাধার সেই সময়কার দৃশ্য বড়ই মর্ম্মস্পর্শী, যথা—

"হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব
কে দূর করিব পিয়াসা।
চন্দন তরু যব, সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব, নিজগুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি॥
শ্রাবণ মাহ ঘন, কিছু না বরিখব
সুরতরু বাঁঝকি ছন্দে।
গিরিধর সেবি, ঠাম নাহি পায়ব
বিদ্যাপতির রহ ছন্দে॥

আর আমাদের আধুনিক কবি চিত্তরঞ্জন বর্ণনা করিতেছেন—

"কাঁদিব না মুখে বলি, আঁখি নাহি মানে,
পরাণে কেমন করে, পরাণি তা জানে।
রাগ করিও না বঁধু! আঁখি যদি ঝরে,
তুমি জান সেই অশ্রু তোমারই তরে।
এত করে চাপি বুক তবু হাহাকার,
ছিঁড়িয়া হৃদয় মোর উঠে বারবার।"

ভক্ত বিরহ-জ্বালায় জর্জ্জরিত হইলে শেষে তাহার অবস্থা দাঁড়ায় পাগলের মত, তাই রাই শেষে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী সাজিয়াছিলেন ; কবি চণ্ডীদাস এখানে শ্রীরাধার অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন-

"তখন শাঙন ঘন সম ঝুরু-দুনয়ান।
অবিরত ধক্ ধক্ করয়ে পরাণ॥
তখন সোনার বরণ তনু
কাজর ভৈ গেল জনু।
অরুণ অধর বান্ধুলী ফুল।
পাণ্ডুর ভৈ গেল ধুতুর তুল॥"

কবি চিত্তরঞ্জনের অবস্থা তখন—

"কি আর কহিব বঁধু! আমি যে পাগল!
কি যে কহি কি যে গাহি আবল তাবল!
আমি মত্ত দিশাহারা
দীন কাঙ্গালের পারা!
একটী আশার আশে পথের পাগল!"

তারপর যখন পর্ব্বতপ্রমাণ কষ্ট আর জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করিয়া ভগবানের দর্শন মিলিল,—তখন অশ্রু, কান্না, মান, অভিমান, ঝড়-ঝাপ্টা সব থামিয়া গিয়াছে,—তখনকার অবস্থা যেন শান্ত, নীরব ; তখন প্রেমিকা প্রিয়তমের দর্শন পাইয়া সহাস্যবদনে বলিতেছেন—

"এস আমার মৃত্যুঞ্জয়! এস অবিনাশী!
বুকের মাঝে বাজিয়ে দাও অভয় তোমার বাঁশী!
ভয়ত্রাস ঘুচে গেছে, চিরদিনের তরে!
নাইক আর আঁধার কোন, আমার আঁখির 'পরে।
থাক আমার প্রাণের প্রাণে, থাক অনুক্ষণ,
মনের মাঝে সাড়া দিও ডাকিব যখন।"

চিত্তরঞ্জনের কাব্যে আমরা আর একটী জিনিস বড় সুন্দর দেখিতে পাই, তাহা, বিশ্বের প্রতি বর্ণে, গন্ধে, গানে ও ছন্দে লীলাময়ের অপূর্ব্ব লীলার প্রকাশ ; যেন সমগ্র বিশ্বের রূপে সেই অনন্ত অচিন্তনীয় বিরাট্ মহাশক্তির অপূর্ব্ব রূপের বিকাশ—

ওগো চিত্রকর কত রঙ্গে রচিতেছ,
কত বর্ণে বর্ণে তুমি ফুটায়ে তুলেছ।
তোমার কুসুম-কুঞ্জে অপরূপ ফুল!
অপূর্ব্ব আলোকে তব ঐশ্বর্য্যে অতুল।

বাঙ্গালার আর একজন বিখ্যাত কবিও প্রকৃতির মাঝে বিশ্বরূপের অনন্ত লীলা-খেলা দেখিতে পাইয়া বলিয়াছিলেন—

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য্যকরে এই পুষ্পিত কাননে,
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।
ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি অশ্রুময়।
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সঙ্গীত,
যদি গো রচিতে পারি অমর আলয়।"

কবি এখানে প্রকৃতির শোভাকেই ভগবানের প্রতিরূপ মনে করিয়া তাহারই পূজা করিতে চাহিতেছেন, আর বৈষ্ণব কবিগণ আরও একস্তরে উঠিয়া মানুষের মধ্যেই ভগবানের প্রতিরূপ দেখিতে পাইয়া বলিতেছেন—

"শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ বড়
তাহার উপরে নাই।"

তাই ভক্ত-কবি চণ্ডীদাস রামীর পিরীতিকে 'ভগবানের সহিত পীরিতি' মনে করিয়া তাহারি সাধনায় মজিয়া গিয়াছেন, আর মানুষের আত্মাকেই সকলের চেয়ে বড় করিয়া দেখিয়াছেন।

যাহা হউক, কবি চিত্তরঞ্জন ভক্ত ও ভাবুক বৈষ্ণব কবিদের মত ভগবানের শ্রীচরণেই আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন এবং চরম প্রেমধর্ম্মের সাধনা দ্বারা তাঁহার কাব্যরসকে বড়ই মধুর করিয়া তুলিয়াছেন।

সুখ

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, বি-এ

মানুষ আমরা সুখের কাঙ্গাল। আমরা সুখের লোভে খেটে মরি, সুখের আশায় যুদ্ধ করি। কৃপণ সুখকে খাঁচায় পুরে আনবার জন্য, সুখকে তার একচেটে সম্পত্তি করবার জন্য অসংখ্য টাকার পাখা কেটে সিন্দুকে বন্দী করে রাখে। দিনদরিদ্র ধনীর ছেলে সাবালক হয়ে খরচে বাবু সেজে নিত্যনূতন সুখের আশায় বহুদিনের জমানো টাকা শিস্ দিয়ে তালি দিয়ে সুখের পায়রার মত উড়িয়ে দেয়। কুঁড়ে ঘর ভেঙে পাকা কোঠা করতে পারলে কারও হয় সুখ; কেউ আবার দেউলে হয়ে প্রাসাদ নিলেমে বিকিয়ে রেস খেলার ঋণ পরিশোধ ক'রে একখানি কুঁড়ে বেঁধে নির্জ্জনে অবশিষ্ট জীবন কাটাতে পারলে পরম সুখ পাবে মনে করে। ভগবানের কাছে কেউ প্রার্থনা করে যেন তার নাতিপুতি দুধে ভাতে থাকে, আবার কেউ প্রার্থনা করে যেন তার ছেলেরা দিগ্‌গজ পণ্ডিত হয়ে ডেপুটিগিরিরূপ চাকরীর সম্পত্তি পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করতে থাকে। কারও

সুখ প্রচুর আহারে, কারও সুখ জ্ঞান-চর্চ্চায়, কারও সুখ অভিনয়ে, কারও সুখ মামলামোকদ্দমায়, কারও সুখ মাদকদ্রব্য সেবনে, কারও সুখ কামিনীকাঞ্চনে। চুরিতে সুখ চোরের, ছাত্রের স্কলারশিপ পাওয়ায় সুখ স্কুল মাষ্টারের; আরোগ্যে সুখ রোগীর, ধ্যানে ও যোগে সুখ যোগীর। কাটাকাটি, মারামারি, কলহ, বিবাদ যা কিছু এসংসারে প্রত্যহ হচ্ছে তার তলে তলে প্রচ্ছন্নভাবে আছে একটা স্বার্থ, যে স্বার্থকে মানুষ সুখের সিঁড়ি বলে মনে করে। মানুষ যা কিছু করে পরিশ্রম,—তা যে ভাবেই হ'ক আর যত খানিই হ'ক তার অন্তরালে আছে একটা উদ্দেশ্য—যেটাকে সোজা কথায় বলা যায়—সুখ পাবার। মোট কথা মানুষ যে যেমনই হ'ক বা যে অবস্থাতেই থাকুক সে সুখের জন্য পাগল। তার মন নব নব সুখের আশায় উৎফুল্ল। সুখই তার জীবনের লক্ষ্য, সুখই তার সাধন, সুখই তার সিদ্ধি।

যখনি মরণের কথা মনে জাগে তখনি সব সুখের আপাত-বাস্তবমূর্ত্তি ধোঁয়ার ফানুস হয়ে উড়ে যেতে চায়, কিন্তু পরক্ষণেই কঠিন চিন্তার স্পর্শে ফেটে ফেটে কোথায় হারিয়ে যায়, কে জানে। জন্ম হ'লে মৃত্যু হবে এই সোজা সত্যটা যতদিন ভুলে থাকা যায় ততদিনই ক্ষণভঙ্গুর সুখেই শান্তি। আর যখনি এই সত্যটা কেউ মনে করিয়ে দেয় তখনি এই কথা মনে পড়ে—তা হলে কি হবে? আমি মরবার জন্য ত তৈরী হইনি! তা হ'লে এতদিন যাদের ও যেগুলিকে সুখের একমাত্র আধার বলে আঁকড়ে ধরেছিলাম তারা ত আমায় বড় ঠকানো ঠকিয়েছে! তারা ত আচ্ছা সয়তানি করেছে! এখন কি করি? তবে সুখ কোথায়?

ঐ যে ফুলটা সকাল বেলা রূপের গর্ব্বে ফুটেছিল, সুবাসের বৈভবে হেসেছিল, বাতাসে হর্ষে নেচেছিল সন্ধ্যাবেলা তার পাপড়িগুলি বিদীর্ণ-মলিন হয়ে ঝরে গেল, অনন্ত বাতাসের তরঙ্গে তার সুবাস হারিয়ে গেল, তার আনন্দ আর নেই! ঐ যে ছিল রাজা, আজ সে অনাথ অতিথি হয়ে এসেছে কাঙ্গালের দ্বারে! ঐ যে ছিল দাম্ভিক দুর্জ্জয় বীর আজ সে অন্ধ বৃদ্ধ স্থবির হয়ে শিশুর হাতে লাঠি ধরে নিতান্ত অসহায়ের মত চলেছে আক্ষেপে! ঐ যে গেয়েছিল স্বাধীন আনন্দে মুক্তিগান, আজ সে নীরবকণ্ঠ, বন্দী ও ম্লান! ঐ যে ক্ষমতার আস্ফালনে অনেকের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার করেছিল অনেককে পীড়নে, অত্যাচারে, অবিচারে কাঁদিয়েছিল আজ সে পঙ্গু হয়ে বিশ্ববাসীর বিদ্রূপের বস্তু হয়েছে। ঐ যে ছিল ভগবান গৌরবের অভ্রভেদী শৃঙ্গে আসীন, আজ তাকে সত্যাসেবকদল টেনে মাটিতে নামিয়ে ধূলার আসন পেতে দিয়েছে! এসব কিছুই থাকবে না সমান চিরদিন। তবে এসবে সুখ কোথায়?

আসল সুখ এ সবে নেই। যা ক্ষণভঙ্গুর, যা নশ্বর, বিকৃতিশীল, তা কি সুখের হতে পারে? তা পারে না। সুখ সেই জিনিষ, যার নাশ নেই, যার বিকৃতি নেই যার মরণ নেই যা শাশ্বত, যা সনাতন, যা অবিনশ্বর তাই সুখ। এ ছাড়া সেটাকে সুখ বলে মনে হয় সেটা রজ্জুকে সর্পভ্রমের মত। **"যোগো ভবতি দুঃখহা"**। এই যোগ অ... সত্তাচেতনা বা নিজের মধ্যে জ্ঞানের দ্বারা সত্তাপ্রতিষ্ঠা নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে খণ্ড বিখণ্ড করে না দেখে সবটাকে এক করে দেখা ও সেই দেখার মধ্যে নিজেরই সকল চেতনা ও সত্তাকে সমাচ্ছন্ন বা নিমজ্জিত রাখা—ইহাই সুখ, ইহাতেই সুখ। এই ক্ষমতা অর্জ্জন করতে পারলেই মানুষকে বলি যোগী

"জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়:
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।

অনন্তের আস্বাদনে যার রসনা ভরপুর সে কখনো তুচ্ছ সুখ নিয়ে ভুলে থাকতে পারে না। তার মন বিরাটের সঙ্গীতে মাতোয়ারা; তার ক্ষুদ্র জীবন তখন অনন্ত জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নসূত্রে গাঁথা, তার চিত্ত তখন পরমপুলকে বিভোর। তখন তার হয় ব্রহ্মে নির্ব্বাণ; তখন তার হয় ব্রাহ্মীস্থিতি। মৃত্যু তার কাছে তুচ্ছ। মৃত্যুর কথা মনে হলে সে তখন হাসে। সে তখন হয় মৃত্যুঞ্জয়; তার প্রাণ সুখের সম্পদে হয়েছে মৃত্যুহীন। সে জীবনটাকে চরম সম্প্রসারণে মনে পেয়েছে পরম আনন্দ যার বিচিত্র ছন্দ তার সকল ইন্দ্রিয়কে মাতিয়ে তুলেছে অথচ যে মাতুনির মধ্যে না আছে উন্মাদনা, না আছে উত্তেজনা!

সোজা কথায়, কোন সুখ বাহিরে নেই। সব সুখ আমাদের

ছিত্তরে। সুখ পৃথিবীতে নেই ; সুখ আছে আমাদের মনে। মনের যদি সুখ আস্বাদন করার শিক্ষালাভ বা সুখের জ্ঞানোদয় না হয়ে থাকে তবে এ পৃথিবীতে এমন কি বস্তু আছে যা সুখ দিতে পারে ? "ঢেঁকী স্বর্গে গেলেও ধান ভানে" এই প্রবাদ বাক্যের অর্থ টা খুব গভীর। যে চোর সে তীর্থস্থানে গিয়েও যাত্রীর পু টুলি চুরি করে। যে অসৎসঙ্গে গাঁজা খেতে শিখেছে সে সাধুর কাছে যায় একছিলিম গাঁজা খেতে। তার উপর হাতটান্ থাক্‌লে সেই সাধুবাবার চেলা হয়ে তার চাঁদীর কল্‌কেটি নিয়ে সরে পড়ে। এই হল তার সিদ্ধি। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' মোট কথা, সুখ জিনিসটা উপলব্ধিতে —মানুষের জ্ঞানে। সুখ চির প্রশান্ত, চির-পবিত্র, চির-আনন্দময়, চির-সত্য ; চির-সুন্দর। এই সুখ পাওয়াটাই সাধনা। এই সুখ যে পায় সে মহাপুরুষ। নশ্বর শরীর ধারণ করে মৃত্যুর জন্য কেবল সে প্রস্তুত হতে শিখেছে। সে এই একজন্মে কত জন্ম জন্মান্তর ঘটিয়েছে তা কে বল্‌তে পারে ? যে সুখী সেই ধন্য।

সুখ পেতে গেলে আমাদের শারীরিক ও মানসিক উভয় দিকেই সুস্থ হতে হবে, সবল হতে হবে, দুর্ব্বল হ'লে চল্‌বে না—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" সবল হতে গেলে, আমাদের সকল দিকে পবিত্র হতে হবে। সকল খাদ পুড়িয়ে খাঁটি সোনা হতে হবে। এই পবিত্রতাসাধন করতে, জ্ঞানমন্ত্র করতে হবে। পৃথিবীতে জ্ঞানের চেয়ে পবিত্র জিনিষ আর কিছু নেই—"নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।" জ্ঞানার্জ্জন করতে পারলে তবে আমরা ক্ষমতাবান্ হতে পারব। এই ক্ষমতা থাক্‌লে তবেই আমরা সুখে স্থির থাক্‌তে পার্‌ব, দুঃখে ধৈর্য্য হারাব না, মান অপমান সমান জ্ঞান করব, ভক্তের পূজার অর্ঘ্য মাথায় নিয়ে নিজে নিজেকে ভগবান বলে জাহির করব না।

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগ ভয় ক্রোধঃস্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।

তবেই আমরা কাজের জন্য কাজ করতে পার্‌ব, নামের জন্য নয়, পুরস্কারের জন্য নয়। তবেই ত আমরা তৃপ্তি পাব, তবেই ত আমরা পাব শান্তি— পাব সুখ।

"বিহায় কামান্ য সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি।"

তাই বলি ওগো দরিদ্র, তুমি আক্ষেপ কোরো না, হে চিরবঞ্চিত, তুমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলোনা, হে চির উপেক্ষিত, তুমি কেঁদোনা—তুমি যে ধন্য, তোমাতে যে করুণাময়ের করুণারাশি সঞ্চিত হয়ে রয়েছে! তুমি সংসারের হাটবাজারে সওদা করতে পারনি, তুমি ঠকেছ ; যা'ও বা পেয়েছিলে তা'ও হারিয়েছ। তুমি খেটেছ ; তুমি কতদিন রৌদ্রে তাপে পুড়েছ, জলে ভিজেছ তবেই যে তোমার লাভ। কারও পরিত্রাণ নেই। জন্মের সঙ্গে যে জ্ঞানের আগুন জ্বলেছে তার হাত থেকে নিস্তার পাবার কারও অধিকার নেই। মূর্খ, তুমি সাবধান! কোথায় তুমি পালাবে? তাপে তোমায় পুড়ে ছাই হতে হবে। তোমার ভিতর দিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিমায় নারায়ণের খেলা চলেছে তোমায় তা দেখ্‌তেই হবে। তোমার অব্যাহতি নেই। ধনী, তুমি সাবধান! বৈভবের মূঢ়তায়, ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরে তোমার মনের সকল স্থান এমন করে ভরে রেখেছ যে জ্ঞানদেবের আলো যাবার একটুও রাস্তা রাখনি! কিন্তু এমন করে থাকবে কতদিন? কোটিসূর্য্যের তেজে সত্যজ্ঞান তোমার সব মায়ার ইন্দ্রজাল পুড়িয়ে দেবে তখন তুমি কি কর্‌বে মূঢ়? জ্ঞান তোমার ফুটবেই ফুটবে। তখন কাঁদতে কাঁদতে তোমায় গাইতে হবে "পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ।" অনুতাপে পুড়ে তার পরে তুমি খাঁটি ও শীতল হবে। এমনি করে সবাইকে সুখ যে পেতেই হবে! মদমত্ত সম্ভোগী, তুমি সাবধান! তোমার সম্ভোগের বস্তু দুদিন বাদে পচা ফলের মত বিকৃত দুর্গন্ধযুক্ত যখন হবে তখন তোমায় কাঁদতেই হবে, রক্ষা নাই! তখন তোমার আক্ষেপের আহুতিতে জ্ঞানের হোমাগ্নিশিখা তেজে জ্বলে উঠবে, তখন তুমি বুঝবে "ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্।" তখন তুমি সুখ পাবে। এই চির-প্রহেলিকাময় বিচিত্র সংসারে জীবনের দেবতা জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক দিয়ে এক একজনকে এক এক পথ দেখিয়ে চালিয়ে নিয়ে চলেছেন— পথে কত শ্রম, কত ক্লান্তি— মাথার উপরে কখনো

রৌদ্র, কখনো বৃষ্টি চারি পার্শ্বে কখনো দেবতাদের গান, কখনো দানবের হুঙ্কার কিন্তু কারও থামবার যো নেই, সোজা যেতেই হবে, যেতেই হবে; শেষে সবাইকে তিনি পুরস্কার স্বরূপ, পারিশ্রমিক স্বরূপ দিচ্ছেন সুখ—তা সে "সাত্ত্বিকই" হ'ক আর "তামসিকই" হ'ক আর "রাজসিকই" হ'ক—যার যেমন সাধনা তার তেমনি সিদ্ধি। লীলাময় তখনও ছাড়েন না। শেষে চোখের ঠুলি খুলে দিয়ে একদিন দেখিয়ে দেন—

"যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্।"

দাক্ষিণাত্যে কয়েক দিন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি—১)

শ্রীবিষ্ণুপদ রায় এম্-এ, বি, এল, বাণীভূষণ

যে দিন কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম ঠিক তার পর দিন সন্ধ্যায় শ্যামলকোট ষ্টেশনে পৌছিলাম। শ্যামলকোট হইতে একটী শাখা লাইন কোকনদ পর্য্যন্ত গিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর এই কোকনদেই কংগ্রেস মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্যামলকোটে অনেক অন্ধ্র প্রতিনিধি আমাদের কক্ষে উঠিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কোকনদের কংগ্রেস সম্পাদক সুদর্শন যুবক ত্রিরুমলের কথা এখনও আমার মনে আছে। ত্রিরুমলের সহিত নানাবিধ অন্ধ্রদেশীয় মিষ্টান্ন ও ফল ছিল; আমরা তাহাতে বঞ্চিত হই নাই। তিনি বরাবর আমাদের যাহাতে কোনও রূপ কষ্ট না হয় তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় আটটার সময় গোদাবরীর বিখ্যাত সেতু পার হইলাম। এক শোন সেতু ব্যতীত ভারতবর্ষে এত দীর্ঘ রেলওয়ে সেতু আর নাই। *

* সাড়া ব্রীজ? —আঃ সং

আমাদের গাড়ীতে একজন সুরসিক বৃদ্ধ মাদ্রাজী ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি দুই দিনের মধ্যে আমাদিগকে তেলেগু ভাষা শিখাইবার ভার লইয়া যেরূপভাবে শিক্ষকতা আরম্ভ করিলেন, তাহাতে হাসিতে হাসিতে আমাদের দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। তাঁহার কথা বার্ত্তায় আনন্দে সময় কাটিয়া যাইতে লাগিল। কত ষ্টেশন পার হইয়া গেলাম, কিছুই লক্ষ্য ছিল না। শেষে বেজওয়াদায় পৌছিয়া সকলের চেতনা হইল।

বেজওয়াদা জংসনও বড় ষ্টেশন। ইহার নিকটে ও দূরে বহু ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান। এই খানে আমরা মাদ্রাজ মেল ত্যাগ করিয়া রাত্রির মত আহারাদি করিয়া লইলাম। সাউথ মারহাট্টা রেলওয়ের গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। আমরা কয়েকজন বাঙ্গালী একটী ছোট কামরা দখল করিয়া নিজের নিজের বিছানা পাতিয়া নিদ্রার

আয়োজন করিতে লাগিলাম। আমাদের গাড়ীতে একজন মান্দ্রাজী রেলওয়ে কর্ম্মচারী উঠিলেন, দুই ষ্টেসন পরেই তাঁহার বাড়ী। তিনি আচারিয়া ব্রাহ্মণ। দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণে ও অব্রাহ্মণে, স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্যে যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে সে বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার অনেক কথা হইল। তিনি বলিলেন, "ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণে যে বিবাদ চলিতেছে তাহা রিফর্ম আইনের ফল। উত্তর ভারতে যেমন রিফর্মের অব্যবহিত ফল স্বরূপ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সামাজিক সংকীর্ণতা আসিয়াছে, দক্ষিণভারতেও ঠিক ঐ কারণে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতিসমূহের মধ্যে জাতীয়তার হানিজনক পরস্পরের প্রতি-হিংসা ও মনোবিবাদ উপস্থিত হইয়াছে।" তাঁহার এই উক্তির সত্যতা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলাম। উত্তর ভারতের বর্ত্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা যিনি ইহার প্রথম সূত্রপাত হইতে আলোচনা করিবেন, তিনি সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, রিফর্মই ইহার জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী। কাউন্সিলে দেশের প্রতিনিধি স্বরূপে যাহারা যাইবেন, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে তাঁহাদের মধ্যে কে যথার্থ প্রতিনিধি তাহা বিবেচনা করার প্রয়োজন হয় নাই। সামাজিক স্বার্থরক্ষার ধুয়া ধরিয়া মুসলমানের মনে অবিশ্বাস ও ঈর্ষার বিষ সঞ্চারিত করা হইল। আজ নানা আকারে তাহাই আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ১৯২১ সালে যে হিন্দু-মুসলমানের মিলন সহজ ও সরল বলিয়া মনে হইয়াছিল, আজ তাহা সমাধানহীন, দুরূহ ও কঠিন সমস্যারূপে আমাদিগের মনের সম্মুখে বিভীষিকার মত দাঁড়াইয়া আছে। আমি যখন অস্পৃশ্যদের প্রতি দারুণ অবিচারের কথা উত্থাপন করিলাম, তখন আচারিয়া মহাশয় আর মাথা ঠিক রাখিয়া কথা-বার্ত্তা বলিতে পারিলেন না। সে অন্যায়ের যে আর উত্তর নাই। নানাপ্রকার যুক্তিহীন কথা বলিয়া শেষে বলিলেন "আপনি বাঙ্গালী, আপনি হিন্দুধর্ম্মের এই নিগূঢ় কথা বুঝিতে পারিবেন না। আপনারা ইংরেজীভাবাপন্ন কি না!"

বেজওয়াদা ষ্টেশন ছাড়িতে না ছাড়িতেই আমরা কৃষ্ণানদীর সেতুর উপর আসিয়া পড়িলাম। কৃষ্ণার দুই তীরে পাহাড়, মধ্যে এই বিস্তীর্ণা নদী। সেতুর উপর হইতে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম, গিরিসানু-দেশে আলোকমালা-বিভূষিতা ক্ষুদ্র বেজওয়াদা অতি মনোহর বোধ হইতেছে। বিখ্যাত চীন-পরিব্রাজক হিউএন সাঙ্ বর্ণিত ধনককেত যে এই বেজওয়াদাই—অনেকে এইরূপ ধারণা পোষণ করেন। বেজওয়াদার পার্শ্বস্থ গিরিসমূহে হিন্দু ও বৌদ্ধযুগের বহু মন্দির বর্ত্তমান।

একে একে সকলে ঘুমাইয়া পড়িলেন; মাদ্রাজী ব্রাহ্মণও বোধ হয় ততক্ষণে বাড়ী গিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছিলেন—আমিই শুধু কৌতূহলাক্রান্ত মন লইয়া জাগিয়া রহিলাম। সেই পৌষের নীরব শীতজর্জ্জর নিশীথে বাহিরের দিকে যখন দৃষ্টিপাত করিলাম তখন মনে হইল—আমি যেন কোনও স্বপ্নলোকে বিচরণ করিতেছি। সেই স্তিমিত চন্দ্রালোক, সেই অপরিচিত দেশ, সেই পর্ব্বতাকীর্ণ নীরব ও নির্জ্জন স্থান আমার চোখে ও মনে অপূর্ব্ব মায়ার স্পর্শ বুলাইয়া দিল।

(ক্রমশঃ)

সেকালের সংস্কৃত কলেজ

শ্রী রাধাচরণ দাস সাহিত্যরত্ন

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন মহাশয় গত আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে তাঁহার "সেকালের সংস্কৃত কলেজ" সমাপন করিয়াছেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চাকুরী-ত্যাগের কারণ প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে মতদ্বৈধ আছে। তিনি বলেন :—

"বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বর্দ্ধমান বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর অব্‌ স্কুলস্ ছিলেন, ("তখন তাঁহার বেতন ৭০০৲ টাকা ছিল") তখন পাঁচখানি গ্রামে **পাঁচটি বিদ্যালয়** প্রতিষ্ঠিত করেন।" তিনি ডিরেক্টর বাহাদুরের মৌখিক আদেশে এই কার্য্য করেন। ৩।৪ মাস পরে উক্ত বিদ্যালয় সমূহের পণ্ডিতগণের বেতনের বিলগুলি ডিরেক্টর মহোদয়ের নিকট মঞ্জুরির জন্য উপস্থাপিত করিলে তিনি বলেন—"আমি কি তোমাকে কোন লিখিত আদেশ দিয়াছিলাম? ইংরেজ রাজত্বে লিখিত আদেশ ব্যতিরেকে কোন কার্য্য হয় না।" "আমরা হিন্দু, আমরা মুখে যাহা বলিব তাহা কাজেও করিব, ইহা আমাদের মত।" এই বলিয়া বিদ্যাসাগর চাকুরী ত্যাগ করিলেন এবং পণ্ডিত মহাশয়দিগের প্রাপ্য টাকা নিজ হইতে দিলেন।"

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের "বিশ্বকোষ" ২য় খণ্ডে এই বিদ্যালয়-স্থাপন-প্রসঙ্গে লিপি বদ্ধ আছে :—

"* বেথুন সাহেবের মৃত্যু হইলে তৎপ্রতিষ্ঠিত বালিকাবিদ্যালয় গবর্ণমেন্টের হস্তে আইসে। * এই সময়ে বিদ্যাসাগর হালিডে সাহেবের উৎসাহ বাক্যে উৎসাহিত হইয়া বাঙ্গালার স্থানে স্থানে **প্রায় ৫০।৬০টী বালিকাবিদ্যালয়** স্থাপন করেন। গবর্ণমেণ্ট ঐ টাকা দিতে অসম্মত হইলেন। * বিদ্যাসাগর নিজ হইতে ঐ সমস্ত টাকা দিয়া বিদ্যালয়গুলি কিছুদিন চালাইয়াছিলেন।" —৩০৩ পৃঃ

শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত "বঙ্গভাষার লেখকে" দেখিতে পাওয়া যাইতেছে ;—

"সিবিলিয়ন গর্ডন ইয়ং হইলেন প্রথম ডিরেক্টর। গর্ডন ইয়ং সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণের বেতনবৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। বিদ্যাসাগর ইহাতে সম্মত হন না। ফলে, মনোবিবাদ। এই সূত্রেই বিদ্যাসাগর পাঁচশত টাকার চাকুরী পরিত্যাগ করিলেন।" পৃঃ ২৯১।

এখন কথা এই, কবিরত্ন বলিতেছেন—(১) বিদ্যাসাগর পাঁচখানি গ্রামে পাঁচটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। প্রাচ্যবিদ্যার্ণব বলেন—বাঙ্গালার স্থানে স্থানে ৫০।৬০টি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কবিরত্ন বলেন—(২) বিল মঞ্জুর না করার জন্য তিনি ৭০০৲ টাকা বেতনের চাকুরী ত্যাগ করেন। হরিমোহন বাবু বলেন—সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবেতন বৃদ্ধির প্রস্তাবে বিদ্যাসাগরের অসম্মতি এবং তাহার ফলে ৫০০৲ বেতনের চাকুরী ত্যাগ করেন। বসু-মহাশয়ের মতে "নানা কারণে বিরক্ত হইয়া বিদ্যাসাগর উচ্চ পদ পরিত্যাগ করিলেন।" কাহার কথা সত্য তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজন।

উত্তর

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্য্য-ত্যাগের কারণ স্বরূপ আমি যাহা লিখিয়াছি তাহা জিলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত আমাদপুর গ্রামের মডেল স্কুলের বাঙ্গালা অধ্যাপক ৺মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম ঐ বিদ্যালয় এবং ক্যাজা, বিজড়া প্রভৃতি গ্রামের বিদ্যালয়গুলি বিদ্যাসাগর মহাশয় স্থাপিত করেন। ডিরেক্টর সাহেব উক্ত পাঁচটি বিদ্যালয়ে সরকারী সাহায্য মঞ্জুর না করাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত মনোমালিন্য ঘটে এইরূপ কথা উক্ত ৺ বাচস্পতি মহাশয়

আমাকে বলিয়াছিলেন, কারণ আমরা সময়ে আমাদের আমিরপুরের বাটীতে বাস করিতেছিলাম।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রাতা শম্ভু বিদ্যারত্ন মহাশয় স্বপ্রণীত "বিদ্যাসাগর জীবন-চরিতে" আর একটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—তাহা এই—সংস্কৃত কলেজ ভবনের যে গৃহগুলি হিন্দুস্কুলের অধ্যক্ষ সট্‌ক্লিফ সাহেব দখল করিয়া চাবি দিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয় ইংরাজী ক্লাশ করিবার জন্য, ডিরেক্টর সাহেবের নিকট প্রার্থনা করেন। উক্ত ডিরেক্টর সাহেব বলেন যে "তুমি সট্‌ক্লিফ সাহেবের নিকট যাইয়া প্রার্থনা কর।" তাহাতে বিদ্যাসাগর বলেন যে "আমার উক্ত সাট্‌ক্লিফের সহিত সম্প্রীতি নাই, আমি বলিব না।" ইহাতে ডিরেক্টর সাহেব বিদ্যাসাগরকে বলিবার জন্য পীড়াপীড়ি করায় তিনি তৎক্ষণাৎ রিজাইন পত্র লিখিয়া চাকরী ত্যাগ করেন।

এইরূপ এই বিষয়ে নানা জনে নানা কথা বলেন, কোন্‌টী যে ঠিক সত্য তাহা কে নির্দ্ধারণ করিবে।

শ্রী হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন

মধু-মাসে

শ্রী যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

পুনর্ব্বার এল ঋতুরাজ !
মঞ্জুল মঞ্জরী পত্রে শোভে মঞ্জু চূতবৃক্ষ আজ !
মধুলুব্ধ অলিগুলি আকুলি ব্যাকুলি,
মনঃপ্রাণ খুলি,
পুষ্পিত রসালকুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে গুঞ্জরিছে শুধু !
ধূসর গগন পৃথ্বী করিতেছে ধূ ধূ !
এরি মাঝে হাসিছে শিমুল !
কি আনন্দ ! অতুল, অতুল !
প্রস্ফুটিত উচ্চশাখে গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তবর্ণ ফুল !
প্রাণ করে হু-হু হু-হু মুহুর্ম্মুহুঃ 'কুহু-কুহু' স্বরে !
কর্ষিত ক্ষেত্রের মাঝে, পথে, দ্বিপ্রহরে,
ওড়ে ধূলি চক্রাকারে ঘূর্ণিত বাতাসে !
মেতে উঠি' তুরঙ্গ আশ্বাসে !
অজানা কি আশা জাগে ব্যথিত অন্তরে !
পূরিয়া রাখিতে বিশ্ব চাহি ক্ষুদ্র হৃদয়-পিঞ্জরে !
মনে হয় মোর মতো নিখিল অন্তর,
বিন্দু হয়ে সিন্ধু যাচে, কণা হয়ে মাগিছে ভূধর
আজি এ ভবে এহেন দিবসে,
দূরাগত বেণু রব কর্ণ দিয়া অন্তর পরশে !
চক্ষু মুদি গভীর রভসে !
চক্রবাল-অন্তরালে শুক্লা দ্বিতীয়ায়,
তাই বুঝি পূর্ণচন্দ্র উঁকি মেরে চায় !
রহি' রহি' মৃদু বহি' দক্ষিণ পবন,
সঙ্গে সঙ্গে আনিতেছে সারা অঙ্গে হর্ষ-শিহরণ !
বিকশিছে হাস্নুহানা, মুচুকুন্দ ফুল !
গন্ধামোদে করিল আকুল !
"পিউ কাহা, পিউ কাহা" তরঙ্গ তুলিয়া,
নৈশাকাশ একা মুখরিয়া,
ডাকে আধ-ঘুম-ঘোরে বিরহী পাপিয়া !
মধুময় দশ দিশি ; পাপিয়ার মত,
ইচ্ছা করে ডাকি তারে নিশিদিন তোষে যে সতত !
সুদীর্ঘ জীবন লভি'
করি কীর্ত্তি মুখরিত পল্লী দেশান্তর সবি !
নিখিলের প্রীতি চাহে কবি !

মাকড়সার সূতা

শ্রীবীরেশ্বর বাগচী

ঘরে দোরে যেখানে সেখানে মাকড়সার জালের উপদ্রবে আমরা অনেক সময়েই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি এবং সাধারণতঃ এটাকে বাজে জিনিষ ভেবে নষ্টও করে থাকি। বাস্তবিক পক্ষে এটা কিন্তু উপেক্ষার জিনিষ নয়। পাশ্চাত্য জগতে রেশমের চেয়েও এর মূল্য ঢের বেশী।

ফরাসী দেশে Languedoc নামক স্থানে মাকড়সার সূতার খুব বড় একটা কারখানা ছিল। কারখানার সংলগ্ন প্রকাণ্ড বাড়ীতে সূতার জন্যে বহু মাকড়সাও পোষা হ'ত। সেখানকার কারখানায় তৈরী এই সূতার ষ্টকিং, দস্তানা প্রভৃতি দ্রব্য ইউরোপের বাজারে খুবই উচ্চ মূল্যে বিকাত। Languedoc এর কারখানা এখন আর নাই—আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী হওয়াতে ফেল পড়ে গেছে।

মাকড়সা পোষা ভারি কঠিন কাজ। পুষতে অনেক জায়গারও দরকার হয়। দুটো মাকড়সাকে কোনক্রমেই এক জায়গায় রাখা চলে না—রাখলেই পরস্পর মারামারি করে মরে যায়। তারপরে, এদের খোরাকী-খরচ ও নিতান্ত কম নয়। বাড়ী ভাড়া, খাবার খরচ, লোকের মাহিনা, একত্র করলে প্রত্যেকটী মাকড়সার পিছনে মাসিক যত টাকা করে খরচ হয়, তত টাকা মূল্যের সূতা কিন্তু এক-একটা মাকড়সার কাছ থেকে মাসে মাসে পাওয়া যায় না। কাপড় বুনবার মতন করে' সূতা গুছিয়ে তোলাও এক শক্ত ব্যাপার, এ কাজটাও বহুব্যয়সাধ্য। সূতা তোলার সময়ে অনেক মাকড়সার প্রাণ নষ্ট হয়।

মাকড়সার শরীর থেকে অতি অল্প খরচে কি ভাবে সূতা বের করে নেওয়া যায়, এক শতাব্দী পূর্ব্বেও সে সম্বন্ধে ইউরোপে অনেক পরীক্ষা হয়েছিল। Mr. Daniel Rolt নামক একজন সাহেব ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের Society of Arts থেকে একটী সূতা বের করা কল আবিষ্কারের জন্যে রৌপ্য পদক পুরস্কার পেয়েছিল। এই কলের সাহায্যে দুই ঘণ্টায় চব্বিশটা মাকড়সার শরীর থেকে ১৮০০০ ফিট সূতা অনায়াসে বের করে নেওয়া যেত, অথচ একটী মাকড়সারও প্রাণহানি হত না।

আজকালও মাকড়সার সূতার আদর কম নাই। এই সূতার দস্তানা ষ্টকিং প্রভৃতি আজও উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়। জমি জরিপ করতে Theodolite নামক যে যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয়, তারই মুখের কাচখানার উপর চুলের মতন লাইন (hair line) করবার জন্যেও প্রচুর পরিমাণে মাকড়সার সূতার প্রয়োজন হয়।

এখন আর মাকড়সার সূতার বড় কারখানা কোথায়ও নাই। লোকসানের ভয়ে এখন আর কেউ এর বড় কারবার করতে সাহসী হয় না।

বিবিধ প্রসঙ্গ

পাবনায় অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা--আমরা 'আরতি'র শিশির সংখ্যায় পাবনায় অবৈতনিক শিক্ষা বিস্তারের উল্লেখ করিয়াছিলাম। বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম—পাবনা জিলাবোর্ড সদর থানার অধীন নিম্নলিখিত কয়েকটী গ্রামে গত ১লা জানুয়ারী হইতে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। বিদ্যালয়গুলি আপাততঃ পরীক্ষণীয়রূপে (Experimental) খোলা হইয়াছে।

গ্রামের নাম	ছাত্র সংখ্যা	শিক্ষক
মালঞ্চী	৫৫	২
সিঙ্গা	৫০	৩
হাড়ীবাড়িয়া	৪১	২

ছাত্রসংখ্যা কোনো স্কুলের পক্ষেই সন্তোষজনক নহে—এই সংখ্যাগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমাদের মস্তক স্বতঃই লজ্জায় অবনত হইয়া পড়ে! বিনা বেতনে ছেলে পড়াইতে যে-দেশের অভিভাবক-গণের আদৌ আগ্রহ নাই—সে-দেশের কল্যাণ কোথায়?

প্রস্তর নির্ম্মিত দুর্গা প্রতিমা—প্রতিবাদ—আরতি, শিশির সংখ্যার বিবিধ প্রসঙ্গে 'প্রস্তর নির্ম্মিত দুর্গা প্রতিমা' শীর্ষক যে একটি অনুবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, পাবনা জেলার অন্তর্গত শীতলাই গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধাহরি মজুমদার মহাশয় তৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন 'আরতি'তে প্রস্তর নির্ম্মিত দুর্গা প্রতিমার বিষয় পাঠ করিয়া অষ্টমনীষা গ্রামে গিয়া দেখি—উহা দুর্গা প্রতিমা নহে—বৌদ্ধ যুগের সমসাময়িক বাসুদেবমূর্ত্তি ও তাহার পার্শ্বে গণেশের মূর্ত্তি ও আছে! বোধ হয়, সংবাদদাতা গণেশের মূর্ত্তি দেখিয়া 'দুর্গা প্রতিমা' লিখিয়াছেন! অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম মূর্ত্তিটি 'মাটিয়াদহে ধীবরের জালে' পাওয়া যায় নাই। প্রতিমাখানি স্থানীয় কোন বারেন্দ্র কায়স্থ ভদ্র লোকের প্রাচীন ভগ্ন দেবালয়ে ছিল। অষ্টমনীষা হাটের কতিপয় ব্যবসায়ী যুবক রাত্রিযোগে উহা হাটের পার্শ্বে আনয়ন পূর্ব্বক অশ্বত্থ বৃক্ষ মূলে রাখিয়া উক্ত মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিতেছেন। দু'একদিন বেশ পূজা আরাধনাও চলিয়াছিল, তাহাও এখন বন্ধ হইয়াছে।" যে-দেশে দেবদেবীর মূর্ত্তি লইয়া এইরূপ প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা হয়, সে দেশের ইতিহাস ও ঐতিহাসিকের প্রতি লোকের স্বতঃই অনাস্থা জন্মিতে পারে। "বগুড়ার দেশের কথায়" সর্ব্বপ্রথম সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল, পরে অন্যান্য বহু সংবাদপত্রে উহা প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এই অসত্য সংবাদ প্রকাশের জন্য অতীব লজ্জিত ও দুঃখিত।

বিধবা-বিবাহ—পাবনা জেলার অন্তর্গত কুচিয়ামোড়া, শাখারীপাড়া-নিবাসী রুদ্রপাল বংশোদ্ভব, শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল পাল মহাশয় সম্প্রতি আতাইকুলা-নিবাসী শ্রীযুক্ত গদাধর পালের একটি বালবিধবা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। এ-ক্ষেত্রে 'সমাজ-সংস্কার' কতটা হইয়াছে বলা শক্ত, কারণ পাল মহাশয়ের প্রথমা স্ত্রী জীবিত। হায়রে, সমাজ!

সাহিত্য সংবাদ—(১) পাবনা জেলার অন্তর্গত সলপ-নিবাসিনী শ্রীমতী মনোরমা দেবীর কবিতাপুস্তক 'বনফুল' প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ।৵ (২) পাবনা জেলার অন্তর্গত চাটমোহরের কবিরাজ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় কাব্যশেখর "আয়ুর্ব্বেদে কালাজ্বর" নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

বাঙ্গালা সাময়িক পত্র-সম্পাদকের উচ্চতম উপাধিলাভ—কলিকাতার অদ্বিতীয় সচিত্র বৈজ্ঞানিক দ্বৈমাসিক পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক ডাঃ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা, এম্-এ, বি-এল, এফ-জেড্-এস্, এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইনি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ লাহা বংশের পরলোকগত অম্বিকাচরণ লাহা মহাশয়ের পুত্র। বাঙ্গালা কাগজের সম্পাদকের ঈদৃশ উপাধিলাভ এ-দেশে এই প্রথম। সত্যবাবুর এই কৃতিত্বে বাঙ্গালী তথা বাঙ্গালা ভাষা গৌরবান্বিত হইয়াছে।

সিরাজগঞ্জে খাদি সপ্তাহ—গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২৩ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এই সাত দিন সিরাজগঞ্জে "খাদি সপ্তাহ" হইয়া গিয়াছে সার্ভ্যাণ্ট-সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ তথায় গিয়াছিলেন। শ্যামসুন্দর বাবু খাদি সপ্তাহের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। প্রফুল্ল বাবু ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে বক্তৃতা করেন। তথায় অল্প সময়ের মধ্যে বহু টাকার খদ্দর বিক্রীত হইয়াছিল।

পাবনায় জলের কল—সকৌন্সিল গভর্ণর বাহাদুর পাবনার জলের কলের প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন—সম্প্রতি কলিকাতা গেজেটে এ সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে। 'হাউস ট্যাক্স,' 'পায়খানা ট্যাক্স' যোগাইতে না-পারায় কত গরীব দুঃখীর ঘটি-বাটি নিলাম হইতেছে—ইহার উপর আবার "জলের ট্যাক্স"—'গোদস্যোপরি বিস্ফোটকং'!

পুরাতন প্রসঙ্গ—শরৎচন্দ্রের কথা—গত বৎসর এই ইষ্টারের ছুটিতে মুন্সীগঞ্জে যে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের [১৬শ অধিবেশন] বৈঠক বসিয়াছিল—"উপন্যাস সম্রাট" শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহার খোদ সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণের একস্থলে লিপিবদ্ধ আছে:—

"স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ করেছিলেন, তখন তিনি কেবল শাস্ত্রীয় বিচারই করেছিলেন, হিন্দুর মনের বিচার করেননি। তাই তাঁর অতবড় চেষ্টা নিষ্ফল হয়ে গেল। **তখনকার দিনে কোন সাহিত্যসেবীই তাঁর পক্ষ অবলম্বন কর্‌লেন না। হয় ত, এই ভাবের**

সঙ্গে তাঁহাদের সত্যই সহানুভূতি ছিল না।” কিন্তু আমরা প্রাচ্যবিদ্যার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু-সম্পাদিত বিশ্বকোষ (২য় খণ্ড, ৩০৪ পৃঃ) গ্রন্থে দেখিতে পাই :—

“তৎকালে তারানাথ তর্কবাচস্পতি, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, রামগতি ন্যায়রত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ (বিধবা-বিবাহ-প্রচলন-ব্যাপারে) সাহায্য করেন।”

শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্রের ‘বঙ্গীয় সাহিত্য সেবকে’ (১ম—১১শ খণ্ড, ২৬৬ পৃঃ) বর্ণিত আছে ;—

“তিনি (৺তারানাথ তর্কবাচস্পতি) বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বিধবা-বিবাহ-প্রচলন বিষয়ে, শাস্ত্রাদি হইতে প্রমাণ-সংগ্রহ-কার্য্যে বহু সাহায্য করিয়াছিলেন।”

শরৎ বাবুর এ-বিষয়ে মুন্সীয়ানা করিতে যাওয়া ভাল হয় নাই। উপন্যাস রচনা ও সাহিত্য-সমালোচনা এ দুটা জিনিষ এক নয়!

খাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচার কার্য্য—গত ইষ্টারের সময় খাদিপ্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত ও ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয় খদ্দর প্রচলনের জন্য পাবনায় আসিয়াছিলেন। এখানে খাদি আশানুরূপ বিকায় নাই। যে-জাতির এখনো বিদেশী-বস্ত্রের-মোহ ঘুচে নাই, তাহার কল্যাণ অনেক দূরে নহে কি?

উপাধিলাভ—হুগলী বলাগড়নিবাসী, পাবনা জেলার অন্তর্গত বেড়া কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মী শ্রীযুক্ত গুরুদাস রায় বিদ্যাভূষণ মহাশয় ‘প্রাচীন ভারতের সভ্যতা’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ঐ প্রবন্ধের জন্য ডাক্তার উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন।

ভ্রম-সংশোধন—আমরা গত বৎসর ‘আরতি’র শীত সংখ্যায় লিখিয়াছিলাম যে পাবনা জেলার অন্তর্গত বেড়া থানার অধীন করঞ্জানিবাসী শ্রীযুক্ত তারিণী চরণ চৌধুরী এম, এ, মহাশয় পাবনাজেলার একমাত্র পি, এইচ, ডি। ইহা ঠিক নয়। সমগ্র রাজসাহী বিভাগের (৮টি জেলা) মধ্যে তিনিই উক্ত গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন।

আরতির অর্থ-কষ্ট—প্রচণ্ড আর্থিক ক্ষতির ভিতর দিয়া ‘আরতি’ অগ্রসর হইতেছে। কলিকাতায় ছাপাইতে নানা-বিষয়ে ব্যয়-বৃদ্ধি হইয়াছে। গ্রাহকের নিকট যে-চাঁদা পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতি সামান্য। বিজ্ঞাপনের আয় আদৌ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জেলার বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের বার্ষিক সাহায্য বা এককালীন দান ব্যতীত মফঃস্বল হইতে ঈদৃশ পত্রিকা পরিচালনা সম্ভবপর নহে। পত্রিকাখানির উন্নতি ও স্থায়িত্ব প্রয়াসী সহৃদয় ব্যক্তিগণ ইচ্ছা করিলে সাধ্যানুসারে অর্থ-সাহায্য প্রেরণ করিতে পারেন। ‘আরতি’তে যথাসময়ে ধন্যবাদ-সহকারে দান প্রাপ্তি-স্বীকার করা হইবে।

পুস্তক পরিচয়

গায়ত্রী—রায় শ্রীপ্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর বি-এল প্রণীত। মূল্য চার আনা। ভূমিকায় ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদের অতি সংক্ষিপ্ত অথচ সুবোধ্য বিবরণ আছে। এই পুস্তিকায় মহামন্ত্র গায়ত্রীর বিশদ বঙ্গানুবাদ, আর সেই সঙ্গে সায়ণাচার্য্যের ও শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য, গায়ত্রীশিরঃ ও সপ্রণবসপ্তব্যাহৃতির সংক্ষিপ্ত মর্ম্মানুবাদ আছে। বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মসংগঠনের যুগে এ পুস্তিকাখানি অমূল্য। এ রকম কল্যাণকর পুস্তিকার বহুল প্রচার হলে ভাল হয়।

গৌড় ও পাণ্ডুয়া—পাবনা জেলার অন্তর্গত নূতন ভারেঙ্গা-নিবাসী স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী প্রণীত একখানি ইতিহাস; দাম এক টাকা। গৌড় ও পাণ্ডুয়ার পাঁচখানি ছবি পুস্তকখানিকে শোভিত করেছে। পুস্তকখানি খুব সংক্ষিপ্ত হয়েছে। লক্ষ্মণসেনের বিষয় আরও কিছু বিস্তৃতভাবে লিখলে ভাল হ'ত। যাহ'ক লেখক খুব পরিশ্রম স্বীকার করে পুস্তক প্রণয়নের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। লিখনপ্রণালী চমৎকার হয়েছে। প্রত্যেক শিক্ষিত বঙ্গবাসীর প্রাচীন বঙ্গের ইতিহাস জানা আবশ্যক।

ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধ ও আত্মচিকিৎসা—ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্-বি প্রণীত; দাম দশ পয়সা। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত বঙ্গদেশে এই বইখানা খুব বড় বন্ধুর কাজ করবে সন্দেহ নেই। এতে অবশ্য জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় আছে। ম্যালেরিয়া প্রতিষেধ সম্বন্ধে যত বাংলা প্রবন্ধ বেরিয়েছে এটি তাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। গ্রামের প্রতিকুটীরে এর স্থান পাওয়া উচিত। — কবিরাজ

স্বর্গীয় ডাক্তার রায় নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাহাদুর

পাবনা সহরের উপকণ্ঠ শালগাড়িয়া নবীনবাবুর আদি বাস। তিনি ২৪ বৎসর বয়সে (১৮৬৭ অব্দে) কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে নৈনিতাল ও পরে বুলন্দসহরের হাসপাতালের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া যান। ১৮৭০ অব্দে বুলন্দর সহর হইতে বদলি হইয়া তিনি মথুরায় যান। ইহার পাঁচ বৎসর পরে নবীনবাবু আগ্রা মেডিকেল স্কুলের অস্ত্রচিকিৎসার অধ্যাপক (Lecturer on Surgery) নিযুক্ত হন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা ও চিকিৎসাশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য দর্শনে তাঁহাকে চিকিৎসা বিদ্যার (Lecturer on Practice of Medicine) অধ্যাপকের পদ প্রদান করেন। তিনি ২৮ বৎসরকাল এই কার্য্য প্রভূত গৌরবের সহিত সম্পাদন করিয়া ১৯০৩ অব্দে অবসর গ্রহণ করেন। সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া তিনি আগ্রায় যাবতীয় জনহিতকর কার্য্যে যোগদান করিবার এবং দীন দুঃখী অসমর্থ নরনারীকে সম্যক্ স্নেহ ও সহানুভূতি দিয়া দেখিবার প্রকৃত অবসর প্রাপ্ত হন। ইতিপূর্ব্বে ১৮৭৮-৯ অব্দে যখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী হয় তখন তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে দুঃস্থ নরনারীর সেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন। অবসর লইবার পরও দরিদ্র ও অসমর্থগণকে বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা, এমন কি, ঔষধ পথ্যাদি দিয়াও সাহায্য করিয়াছেন। আগ্রা প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের নিকট হইতে তিনি কখন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই। সৌজন্য, আতিথেয়তা এবং চরিত্রবলে তিনি যে কেবল স্থানীয় অধিবাসী ও প্রবাসী বাঙ্গালীদিগেরই প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় হইয়াছিলেন তাহাই নহে, তাঁহার চিকিৎসার যশঃ বহুবিস্তৃত হইয়াছিল; তাঁহার চরিত্রের সুনাম আগ্রার সীমা অতিক্রম করিয়া সমগ্র প্রদেশে এমন কি রাজপুতনা, ভূপাল, রামপুর প্রভৃতি স্থানে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। জয়পুরের মহারাজ, ধোলপুরের রাণা, ভূপালের বেগম এবং আভাগড়ের রাজা প্রমুখ অনেকেই তাঁহার চিকিৎসাধীন হইতেন। উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজপুরুষগণও তাঁহাকে সমাদর করিতেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার দরিদ্রসেবা ও সুচিকিৎসার গুণে আকৃষ্ট হইয়া বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার সমসাময়িক সংবাদপত্রাদি নবীনবাবুর গুণকীর্ত্তনে মুখরিত হইয়া আছে। এতদঞ্চলে যাঁহারা য়ুরোপীয় চিকিৎসা প্রণালীর প্রতি লোকের চিত্ত আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন নবীনবাবু তাঁহাদের অন্যতম। তিনি হিন্দী, উর্দ্দু ও পার্শী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন এবং "The Principle and Practice of Medicine" নামক চিকিৎসা বিষয়ক একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বিবিধ ভাষায় প্রকাশ করেন। আগ্রা বঙ্গসাহিত্য-সমিতি চিরদিন তাঁহার সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি বহুবর্ষ ঐ সভার সভাপতি ছিলেন। ১০ বৎসর হইল (১৩১৯) তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে কিন্তু নবীনবাবুর নাম আগ্রা হইতে কখন বিলুপ্ত হইবার নহে।"

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" (২০১-২পৃঃ) হইতে সঙ্কলিত।

সম্পাদক—শ্রীরাধাচরণ দাস সাহিত্যরত্ন। শ্রীনিকুঞ্জবিহারী বসাক বি, এ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
প্রবাসী প্রেস, ৯১নং অপার সারকুলার রোড, কালকাতা।

আরতি সম্বন্ধে অভিমত

Amrita Bazar Patrika writes:—

"Arati"—We have had a third number of the two-monthly magazine Arati. It is perhaps the first attempt of its kind in Northern Bengal, though in a small scale. This copy has several articles worth reading like "Barnasram" "Dakshinabharat and Arya Upanibesh" and "Shahitye mysticism or Atindriyabad" and several poems. It has for a year been issuing from the Kanta Memorial Hall at Pabna under the editorship of Babu Radha Charan Shahityaratna in memory of the Poet Rajanikanta. May God grace it with lasting life and success.

Forward:—The services of Rajanikanta Sen, to the cause of nationalism and Swadeshi hardly need any recapitulation. The conductors of the paper are trying to repay the debt which the country owes to the poet and are thereby performing a national duty. There are interesting articles in the paper which will amply repay perusal. * * Arati, we are glad to notice, has got a learned article on "Places of Historical importance in Pabna."

The Telegraph:—This periodical is well got up and is brimful of interesting reading matter."

আনন্দবাজার পত্রিকা—কান্তকবি রজনীকান্তের স্মৃতিরক্ষার্থ শ্রীরাধাচরণ দাস সাহিত্যরত্ন সম্পাদিত উত্তরবঙ্গের একমাত্র দ্বৈমাসিক পত্রিকা "আরতি"র ২য় বর্ষের ২য় সংখ্যা আমরা পাইলাম। ইহাতে সন্নিবেশিত কবিতা ও প্রবন্ধাদি মন্দ লাগিল না। পাবনা জেলার বাণীপূজার এই আরতি সার্থক হউক। আরতির কর্ম্মকর্ত্তাদের যেন বরাবর সংসাহিত্যের দিকেই নজর থাকে। এই পত্রিকার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

সুরাজ (পাবনা)—'আরতি'র শিশির সংখ্যা শিশিরস্নাত স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য লইয়া আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই সংখ্যার মুদ্রণ পারিপাট্য চিত্র-সৌন্দর্য্য অনেক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। বিষয়-বৈচিত্র্যে এবং প্রবন্ধ-গৌরবে আলোচ্য সংখ্যা উপাদেয় হইয়াছে। ৫টি কবিতা এবং ৬টি নিবন্ধ এই সংখ্যায় স্থান পাইয়াছে। ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, গল্প, সামাজিক প্রসঙ্গ, প্রসিদ্ধ লোকের জীবনী ইত্যাদি নানা বিষয়ের সর্ব্বতোমুখী আলোচনা দ্বারা আলোচ্য সংখ্যা তথ্যপূর্ণ ও সুপাঠ্য করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।"

পুরুলিয়ার **মুক্তি** বলেন—পত্রিকাখানি সুন্দর হইয়াছে। পাঠ করিয়া পাঠকমাত্রেই তৃপ্তিলাভ করিবেন—একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।"

জলপাইগুড়ির **জনমত**—"কাগজখানি বেশ হইতেছে। প্রত্যেক পাবনাবাসীরই উৎসাহ দান করা উচিত।"

বৈদ্যবাটী পত্রিকা—"বাঙ্গালার আকাশে আরতি একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। দেশের উপযোগী করিয়া তদুপযুক্ত ভাষায় দেশের কল্যাণ সাধনায় ব্রতী এই আরতির দীর্ঘ জীবন কামনা করি।"

আত্মশক্তি—"আরতি" দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করায় আমরা সহযোগীকে অভিনন্দিত করছি।"

বর্দ্ধমানের **শক্তি**—"আরতি রজনীকান্তের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া বাঙলার কল্যাণই করিবে। লেখাগুলিতে গতানুগতিকতা নাই। বরং অজ্ঞাতনামা সাহিত্যিকের পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্যের অনুকূল ভাবেই অগ্রসর হইয়াছেন। আরতির দেবারতি আমরা সসম্ভ্রমে দর্শন করিব।"

শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম-এ, বি-এল পৃষ্ঠপোষিত

আরতি

উত্তরবঙ্গের একমাত্র সচিত্র দ্বৈমাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা

সম্পাদক—শ্রীরাধাচরণ দাস সাহিত্যরত্ন।

কান্তকবি ৺রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার্থ—
পাবনা রজনীকান্ত পাঠাগার হইতে প্রচারিত।

সূচীপত্র—গ্রীষ্ম ও বর্ষা সংখ্যা, ১৩৩৩।

'আরতি'র নিয়মাবলী

আরতির অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ডাকমাশুল সহ ২৲। প্রতি সংখ্যা ।/০। ভাদ্র-আশ্বিন হইতে আরতির বৎসর গণনা করা হয়। বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হইবেন, প্রথম সংখ্যা হইতে কাগজ লইতে হইবে। **উত্তরের জন্য রিপ্লাইকার্ড** লিখিতে হয়। লেখকগণ **প্রবন্ধের নকল** রাখিয়া পাঠাইবেন। **অমনোনীত রচনা** ফেরত লইতে হইলে, প্রবন্ধের সঙ্গে **/০ এক আনার ডাক টিকিট** পাঠাইবেন। **অমনোনীত কবিতা** ফেরত দেওয়া হয় না। ৵০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলে ১ কপি নমুনা পাঠান হয়। সমালোচনার জন্য পুস্তক দুই কপি পাঠান আবশ্যক। **বিজ্ঞাপনের দর**—সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা প্রতিবার ৪৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ২৷০, সিকি পৃষ্ঠা ১৷০, কভার প্রতি পৃষ্ঠা ৫৲।

নিঃ—শ্রীগিরীন্দ্রনাথ কুণ্ডু বি, এল ও শ্রীসারদাচরণ রায় সুধীরত্ন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, 'আরতি' পোঃ পাবনা, (বেঙ্গল)।

আরতি

২য় বর্ষ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা গ্রীষ্ম ও বর্ষা—১৩১৩

সার আশুতোষ চৌধুরী

প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিনের সৌজন্যে

ওঁ

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়, মাথায় তুলে নেরে ভাই।
দীনদুখিনী মা যে তোদের, তার বেশী আর সাধ্য নাই।

২য় বর্ষ
ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা

গ্রীষ্ম ও বর্ষা সংখ্যা (পাবনা)

বৈশাখ—শ্রাবণ
১৩৩৩।

শক্তি-সন্ধান

শ্রী প্যারীমোহন সেন গুপ্ত

কে দেবে সে শক্তি মোরে সে দুর্ব্বার জয়,
সে সর্ব্ব ভ্রুকুটিধ্বংসী অটল নির্ভয়
অভিমন্যু চিত্তে জাগা সে প্রচণ্ড ক্রোধ,
সতীহীন মহেশের প্রমত্ত অবোধ,
ভার্গবের সে তাণ্ডব নিধন-পিপাসা,
মিনতি বিমুখ বিশ্বামিত্রের দুরাশা ?

চাই চাই শক্তি চাই, চাই দৃপ্তি, বেগ,
চাই বক্ষ মাঝে ক্রুদ্ধ বজ্র ভরা মেঘ,
দহন করিতে চাই অশেষ দহন,
আমি অগ্নি, ক্ষুদ্রতার খাণ্ডব কানন,
লহলহ জিহ্বা দিয়ে করি লব গ্রাস,
পুড়াব জড়তা, দৈন্য, দুঃখ, শোক, ত্রাস,
যাহা কিছু করে ম্লান, দেয় অপমান,
কোথায় প্রচণ্ড শক্তি ? করো শক্তিমান।

———

স্যার আশুতোষ চৌধুরী

শ্রী সুরেশচন্দ্র রায় এম্, এ

জগতে সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা অতিশয় বিরল। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় সমাজে যাহারা যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহারা বিশেষ কোন কার্য্যে নিজেদের কৃতিত্ব দেখাইয়া এই উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। কেহ বাণিজ্যে অর্থলাভ করিয়াছেন, কেহ ব্যবহারজীবী হইয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, আবার কেহ সাহিত্যের মধ্য দিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। কিন্তু স্যার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের জীবনে সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। রাজনীতিক্ষেত্রে, আইন ব্যবসায়ে, শিক্ষা নীতিতে, শিল্পকলা ও সাহিত্যে—সর্ব্বত্রই তিনি সমান দক্ষতা দেখাইয়া তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার জয়পতাকা উড়াইয়া গিয়াছেন।

পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামে, নাটোর রাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বনামখ্যাত দেওয়ান রামদেব চৌধুরীর বংশে প্রাচীন জমিদার পরিবারে স্যার আশুতোষ চৌধুরী ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ১০ই জুন রবিবারে জন্মগ্রহণ করেন। রামদেব চৌধুরী রাজসাহী জেলার সাতাইলের স্বাধীন নৃপতির মন্ত্রী ছিলেন; তিনি নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সময় প্রভূত সম্মান লাভ করেন। আশুতোষের মাতামহ ছিলেন বাংলার সুবিখ্যাত বার ভুঁইয়াদের বংশধর এবং পিতামহী নাটোরের রাণী কৃষ্ণমণির ভগিনী। মুসলমান বাদশাহ তাঁহাদিগকে 'চৌধুরী' উপাধি দান করিয়াছিলেন।

আশুতোষের পিতা দুর্গাদাস চৌধুরী মহাশয় হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। ডেপুটিকালেক্টরের কার্য্য করিয়া তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

বাল্যকালে আশুতোষ কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হন। স্কুলে অধ্যয়ন কালেই তিনি তাঁহার তীক্ষ্ণ মেধার পরিচয় দিয়াছিলেন। ছাত্র সম্মিলনীতে তাঁহার সুলিখিত প্রবন্ধ এবং ভাবোদ্দীপক বক্তৃতা সকলের প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। সেই সময়েই সাহিত্যানুরাগী ও সাহিত্যিক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি হইয়াছিল।

উক্ত স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আশুতোষ কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান করেন। তিনি এক বৎসরেই বি-এ, ও এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহার পরে এ পর্য্যন্ত এ সম্মান আর কোন ছাত্রের ভাগ্যে লাভ হয় নাই।

১৮৮১ অব্দে আশুতোষ বিলাত গমন করিয়া কেম্ব্রিজ সেণ্টজনস্ কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং সেখানে পাঁচ বৎসর অধ্যয়ন করিয়া অঙ্ক ও আইন পরীক্ষায় সম্মানের সহিত ডিগ্রী লাভ করেন। কেম্ব্রিজে বর্ত্তমানে ভারতীয় ছাত্রদিগের যে

"মজলিস্" নামক সমিতি আছে আশুতোষই তাহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি কিছুদিন কলেজের "ঈগল" নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বিলাতে ছাত্রাবস্থায় তিনি 'সাভানারোলা' নামক একটি ইংরেজী কবিতা লিখিয়া ইংরেজী ভাষার উপর তাঁহার আশ্চর্য্যরূপ অধিকার প্রদর্শন পূর্ব্বক তৎকালীন পণ্ডিতমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। বিলাতে আচার্য্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু তাঁহার সহপাঠী ছিলেন।

১৮৮৬ অব্দে আশুতোষ কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। প্রথম তিনি ব্যবসায়ে বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। এই সময়ে তিনি অনেক পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন এবং "ভারতীতে" ইংরেজ কবিদের সম্বন্ধে চিন্তাশীল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু আইন ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিভা শীঘ্রই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি দেশের মধ্যে একজন প্রধান ব্যবহারজীবী বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। কলিকাতা হাইকোর্টে বড় মোকদ্দমা উপস্থিত হইলেই তিনি কোন না কোন পক্ষ কর্ত্তৃক আহূত হইতেন। বঙ্গের বাহিরে দূর প্রদেশেও তিনি অনেক বড় মোকদ্দমায় যাইতেন।

এই সময়ে আশুতোষ রাজনীতিক্ষেত্রেও কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। বঙ্গীয় জমিদার সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদকরূপে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। তিনি বঙ্গবিচ্ছেদের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং এই সম্পর্কে জমিদার সভার পক্ষ হইতে যে বর্ণনা পত্র (representation) প্রকাশ করেন তাহার অকাট্য যুক্তি দেখিয়া তদানীন্তন বড় লাট লর্ড কার্জ্জন ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। ১৯০৪ অব্দে আশুতোষ বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতিরূপে রাজনীতি ক্ষেত্রে ভিক্ষাবৃত্তির নিন্দা করিয়া বলেন যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে আত্মবিশ্বাসী ও স্বাবলম্বী হইতে হইবে। এখানে তাঁহার বক্তৃতার মূলকথা ছিল—"পরাধীন জাতির রাজনীতি নাই।" এই স্বাধীন মত শ্রবণে ভারতবাসী চমৎকৃত হইয়াছিল এবং শ্বেতাঙ্গ সমাজ ইহার মধ্যে রাজদ্রোহের গন্ধ পাইয়াছিল।

এই সময়েই স্বদেশী আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। আশুতোষ প্রথম হইতেই স্বদেশী শিল্পের পুনরুদ্ধার ও বাণিজ্যের প্রসারের জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন। অর্থ ও শক্তি দ্বারা তিনি চামড়া, বোতাম, সাবান প্রভৃতির বহুবিধ কারখানা স্থাপনে সাহায্য করিয়াছিলেন। **বঙ্গলক্ষ্মী কটনমিলস্** প্রথম বাংলার অর্থেই স্থাপিত হয়, কিন্তু পরে **বোম্বাইএর ব্যবসায়ীদের হস্তগত হয়। আশুতোষের ঐকান্তিক চেষ্টাতেই স্বদেশীযুগে এই কারখানা বাঙ্গালীদের হাতে ফিরিয়া আসে।** মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি বহু স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

শিক্ষার উন্নতির জন্য আশুতোষ যে সকল সদনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহা চিরস্মরণীয় থাকিবে। ১৯০৬ অব্দে তাঁহারই প্রচেষ্টায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ স্থাপিত হয়; এই

পরিষদ্ কর্ত্তৃক চালিত যাদবপুর বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউট তাঁহারই অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। আশুতোষ এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম সম্পাদক মনোনীত হ'ন এবং স্যার রাসবিহারীর মৃত্যুর পর হইতে তিনি ইহার সভাপতি ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ব্বাচিত ফেলো ও সিণ্ডিকেটের সদস্যরূপে তিনি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র ঘোষের সহযোগে তিনি বিজ্ঞান সভার জন্য যে কার্য্য করিয়াছেন তাহা কেহ কখনই বিস্মৃত হইবে না। এই সভা হইতে প্রতি বৎসর কয়েক জন ভারতীয় ছাত্রকে কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পকার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য বিদেশে প্রেরণ করা হয়।

নানাবিধ দেশহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও আশুতোষ বঙ্গ-সাহিত্যে ও সুকুমার-কলায় বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভাবতী পত্নী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী প্রতিভাদেবীর সহিত তিনি বালক-বালিকাদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দিবার জন্য "সঙ্গীত সঙ্ঘ" নামক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয় বর্ত্তমানে বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে।

দিনাজপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি রূপে তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহাকে অনেকেই ঋষিদের বেদমন্ত্রগানের ন্যায় বলিয়া প্রশংসা করেন। এই অভিভাষণে তিনি বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য সারগর্ভ-মন্তব্য প্রকাশ করেন। সাহিত্য ও ললিত কলার বিশেষ অনুরাগী বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে তাঁহার খ্যাতি ছিল।

১৯১২ অব্দে বঙ্গ-বিচ্ছেদ রদের পরে কলিকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেঙ্কিন্সের বিশেষ অনুরোধে আশুতোষ যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও হাইকোর্টে বিচারকের পদ গ্রহণ করেন।

১৯২০ সালে তিনি ৬১ বৎসর বয়সে উক্ত কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং পুনরায় ব্যারিষ্টারি আরম্ভ করেন। বিচারকরূপে তিনি বিচক্ষণ বুদ্ধি ও ন্যায়পরতার জন্য সকলের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। আশুতোষই প্রথম ভারতীয় বিচারক হইয়া হাইকোর্টে সেসন্সের ভার প্রাপ্ত হন। বিচারক-পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার সময় ১৯১৭ সালে সম্রাটের জন্মদিনে তাঁহাকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

১৯২১ সালে নূতন শাসন-প্রবর্ত্তন হইলে স্যার আশুতোষ পাবনা, বগুড়া অমুসলমান কেন্দ্র হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্ব্বাচিত হন কিন্তু ১৯২৩ সালে অসুস্থতা নিবন্ধন পুনরায় সদস্য-পদ প্রার্থী হইতে পারেন নাই।

হাইকোর্ট হইতে অবসর লইবার পর স্যার আশুতোষ অধিকতর জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিবেশ করেন। ১৯২০ সালে তিনি পাবনা জেলা সম্মিলনীতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। রিপণ কলেজের ট্রাষ্টী, ও বিদ্যাসাগর কলেজ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, আদি ব্রাহ্ম সমাজ প্রভৃতির সভাপতিরূপে তিনি যথেষ্ট দেশের সেবা করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার চল্লিশ হাজার টাকা মূল্যের অমূল্য পুস্তকরাজি কাশী হিন্দু বিশ্ব-

বিদ্যালয়ে দান করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে তাঁহার দেশ-প্রেম প্রাদেশিকতা দোষে দুষ্ট নহে।

১৯২২ সালে জীবনের সায়াহ্নে স্যার আশুতোষ দেশ-মাতৃকার হিতার্থে জার্ম্মেণীতে গমন করেন এবং সেখানে প্রধান প্রধান শিক্ষা ও বিজ্ঞান মন্দিরগুলি ও শিল্প কারখানা প্রভৃতি পরিদর্শন করেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সভাপতিরূপে সেখানে তিনি বিপুল সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি আশা করিয়াছিলেন যে জার্ম্মেণীর আদর্শে ভারতে বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতির চেষ্টা করিবেন। কিন্তু তাঁহার সে সাধ পূর্ণ হইল না। তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমেই ভগ্ন হইতে লাগিল এবং ১৯২৪ সালের ২৩শে মে স্যার আশুতোষ ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

আশুতোষের জীবনে প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় মানুষের প্রতিভা সর্ব্বদিকে কিরূপে সমান ভাবে বিকসিত হইতে পারে। দেবোপম চরিত্র, অমায়িক প্রকৃতি, অগাধ পাণ্ডিত্য, অদম্য কর্ম্মকুশলতা, অতুলনীয় স্বদেশপ্রেম ও তৎসঙ্গে সুকোমল মনোবৃত্তি—এই সকল গুণের সমন্বয় তাঁহার জীবনে যেরূপ দেখা যায় এরূপ আর দৃষ্ট হয় না। তাঁহার জীবনের আদর্শ আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া আমাদিগকে সৎপথে চালিত করুক, বাঙ্গালী সন্তানকে সত্যকার মানুষে পরিণত করুক।

আমার পরীক্ষা গ্রহণ

শ্রীশশধর রায় এম-এ, বি-এল,

আমি বর্ষে বর্ষে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষায় বাঙ্গলা ভাষার পরীক্ষক থাকি। সেই উপলক্ষে, পরীক্ষার্থীগণের বাঙ্গলা ভাষায় যেরূপ ব্যুৎপত্তি জন্মে তাহা বুঝিবার সুযোগ পাই। আমার ধারণা পূর্ব্বে আমি উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর এই পত্রিকাতেই প্রকাশ করি। কিন্তু তাহাতে ইচ্ছামত ফল না পাইয়া গত ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে নীরব ছিলাম। এবৎসর আর নীরব থাকিতে পারিলাম না। সুতরাং ১৯২৪।১৯২৫।১৯২৬ খৃষ্টাব্দের পরীক্ষা গ্রহণ উপলক্ষে আমার যে ধারণা হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি।

১। প্রথমতঃ, পরীক্ষার্থীগণ—যাহারা বি, এ, উপাধি প্রাপ্ত হইয়া শিক্ষিত বলিয়া সমাজ মধ্যে পরিচিত হইবে—ঈদৃশ পরীক্ষার্থীগণ অনেকেই বুঝে না যে বাঙ্গলা ভাষা কাহাকে বলে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গলা সাহিত্যের কি উপকার করিয়াছেন তাহা লিখিতে গিয়া বহু পরীক্ষার্থী লিখিয়াছিল যে, "বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গলা ভাষার পিতা ছিলেন।"

এইরূপ উক্তি অনেকেই করিয়াছে। কেহ বা পিতা স্থলে "জনক" লিখিয়াছে, কেহ বা জননীও লিখিয়াছে। উত্তরগুলির নম্বর দিবার নিয়মানুসারে ইহারা অনেকেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হইয়াছে। এখন হইতে তাহারা আমার সমাজে শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইবে। শুধু শিক্ষিত নহে ইহাদিগকে অনেকেই "উচ্চ শিক্ষিত" বলিয়া সম্মান করিবেন। অথচ ইহারা বাঙ্গালা ভাষা কি তাহাই জানে না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা পিতামহ কোন্ ভাষায় কথা কহিয়াছেন, ইহারা ভাবিয়াও দেখে না। যদি তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষায় কথা কহিয়া থাকেন, তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার "জনক" অথবা জননী হইলেন কেমন করিয়া, ইহাও তাহারা বুঝে না। ইহারা বি, এ, পড়িয়াও ভাষা ও সাহিত্যে প্রভেদ বুঝে না! একটী পরীক্ষার্থী লিখিয়াছে "বাঙ্গলাই সাহিত্যকে অমর করিয়া গিয়াছে!"

তারপর, এই প্রসঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত দুইটী বাক্য পাঠ করিয়া অবাক হইতে হয়। দুইটী হিন্দু পরীক্ষার্থীর উত্তর হইতে এই দুই বাক্য উদ্ধার করিলাম।

(ক) "খণা, গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি বিদুষীগণ বাংলা ভাষার চর্চ্চা অধিক করিতেন। এই বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া তাঁহারা এত বিদূষী ও সুপণ্ডিতা হইয়াছেন।"

(খ) "আমাদের সেই প্রাচীন কাল হ'তে যে মহাত্মা ঋষিরা কত সারগর্ভ রচনা এই বাঙ্গলা ভাষা দ্বারা প্রকাশিত করিয়াছেন।"

কি সর্ব্বনাশ! ইহাদিগকেই "উচ্চ শিক্ষিত" বলিতে হইবে! সংস্কৃত ভাষার নামও কি ইহারা জীবনে কখনও শুনে নাই? দুঃখে মন ভাঙ্গিয়া পড়ে!

বিদুষী নারীর দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া একটী মুসলমান পরীক্ষার্থী "খণা, লীলাবতী, সীতা, সাবিত্রী"র নাম করিয়াছেন।

২। তাহার পর, এক্ষণে যাহা উল্লেখ করিতেছি তাহা এতদ্দেশে বহু বিতণ্ডার কারণ হইয়াছে। বিখ্যাত সাহিত্যরথগণমধ্যে কেহ কেহ কথিত ধ্বনিই অনেক স্থলে লিখিত শব্দে পরিণত করিতেছেন। মুখে যে শব্দ যে ভাবে উচ্চারিত হয়, এই শ্রেণীর লেখকগণ অনেক স্থলে তাহাই লিখিতেছেন। কিন্তু ইহারা কলিকাতা অঞ্চলের উচ্চারণই লিখিয়া থাকেন, অন্য অঞ্চলের নহে। পরলোকগত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই রীতির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে অনেক বাদ-প্রতিবাদ হইয়াছে এবং হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের বাঙ্গালা ভাষার পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া আমার মনে সকল তর্কের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। আমার সকল দ্বিধার অবসান হইয়াছে। যখন অনেক দিন পূর্ব্বে কোন কোন বিখ্যাত লেখকের গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম, "দেখলুম্" "বল্লুম" "কর্ত্তে", "পার্ত্তে", "বায়না", "কী", তখন মৃদু হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। কিন্তু যখন পূর্ব্ববঙ্গের পরীক্ষার্থীগণের লেখাতে পড়িলাম "অনুকরন", "শৃচনীয়", "জৈনবদ", "উচ্ছ", "নির্ব্বোদ", "ক্ষুদার্থ", "সাদারণ", "হাইকোর্টের

ভর্জ্জ", "হুদ"* "প্রধান"† "তুচ্ছ", "বল্লেলা", "লঙ্গের ন্যায়", "গ্যানের","লজ্জ্যা", "বধ্যপরিকর", "ক্রোদ", ".অগ্রহর"‡ "বাগ্যচুথে", "দুঃখবুগ", "গুড়া", ইত্যাদি। তখন বুঝিতে পারিলাম স্বেচ্ছাচার কিরূপ সাংঘাতিক পদার্থ; বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এবং বঙ্কিম বাবুর প্রদর্শিত পথ ত্যাগ করা কিরূপ মারাত্মক। অথচ পরীক্ষকের ঘোর বিপদ। এই সকল লিখাতে তিনি নম্বর কাটিবেন কি না এই সমস্যা উপস্থিত হয়।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকগণের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিলে পরীক্ষার্থীর দোষ দেওয়া যায় না, অথচ উপরের লিখিত শব্দগুলি সাধু রচনায় স্থানও পাইতে পারে না; ইহার উপায় কি? কলিকাতা অঞ্চলের 'গেলুম' যদি সাধু রচনায় ব্যবহৃত হইতে পারে তবে পূর্ব্ব বঙ্গের পরীক্ষার্থীগণ ঐ সকল কথা ব্যবহার করিতে পারিবে না কেন? ফলতঃ গেলুম যেমন দূষণীয়, অগ্রহর তেমনই; উভয়ই সাধু রচনায় পরিহার্য্য।

৩। পরীক্ষার্থীগণ পরীক্ষাগৃহে বসিয়া অনেক সময় অভাবনীয় নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়। ১৯২৫ সালে প্রশ্ন হইয়াছিল অন্নহীন, শরণাগত, সশস্ত্র, নিষিদ্ধ এই চারিটী শব্দ ব্যবহার করিয়া একটী পদ লিখ। তাহার উত্তরে কোন কোন পরীক্ষার্থী ঐ চারিটী শব্দই লিখিয়াছিল, আর কিছুই লিখিয়াছিল না। তাহাতে উত্তরটী দাঁড়াইয়াছিল এইরূপ:—

অন্নহীন শরণাগত সশস্ত্র নিষিদ্ধ"। একটু বিবেচনা থাকিলেই পরীক্ষার্থীগণ বুঝিতে পারিত যে এইরূপে কোন পদ হইতে পারে না। একজন পরীক্ষার্থী লিখিয়াছিল "ঈশ্বরচন্দ্র গর্ভাবস্থায় থাকায় তিনি বিনা কারণে উন্মত্ত হইয়াছিলেন"। তিনি অর্থে বিদ্যাসাগরের মাতা ৺ভগবতী দেবী। বিদ্যাসাগর তাঁহার পুত্র সন্তান। বিদ্যাসাগর "গর্ভাবস্থায় থাকায়" বলিলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গর্ভ হওয়া অর্থ হয় এ কথাও বি-এ পড়া বাঙ্গালী জানে না। ইহা করুণরসাত্মক না হইলে হাস্য রসাত্মক হইত। অপর একজন পরীক্ষার্থী লিখিয়াছিল "সে তাহার পাদুকাতে যে আঘাত পাইয়াছিল সেই ক্ষত স্থানকে দোলাইয়া দোলাইয়া ভ্রমণ করিবার সময়.........।" এই পরীক্ষার্থী পাদুকা অর্থে পদ ইহাই জানে, পাদুকার প্রকৃত অর্থ জানে না। কিন্তু বাঙ্গালী হিন্দু। কেহ লিখিয়াছিল "স্যার আশুতোষ অবসর জীবনে বহু কার্য্য প্রণালীর পাণ্ডু প্রস্তুত করিয়াছিলেন ইহা আমি জানি.........তিনি পাটনাতে ডোমরাও গ্রামে এক মকদ্দমা করিতে বিচারক হিসাবে জান"। পরীক্ষার্থীর দেশের অভিজ্ঞতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তাহার পর যখন কোন একটী পরীক্ষার্থী লিখিয়াছিল "বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাঁহার ভ্রান্তিবিলাস, মেঘনাদ (অনুবাদ) উল্লেখযোগ্য" তখন আমার সত্যই মনে হইল ইহাদিগের বাঙ্গলা পড়া বিড়ম্বনা মাত্র। এ বৎসর একটি পরীক্ষার্থী লিখিয়াছে "কালীদাস, কৃত্তিবাস ও তাহার পর ভারতচন্দ্র,

---

* "তিনি আইন হুদ করিয়া দেন"। "গুড়া হিন্দু"।

† "তিনি উহাতে নবজীবন প্রধান করেন।"

‡ উন্নতির পথে অগ্রহর হইল।

বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি বাঙ্গলার হিতকামিগণ।" অপর একটী পরীক্ষার্থী লিখিয়াছে যে "বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যতীত বঙ্গভাষা ভাষা হিসাবে খুব নিম্নস্থানই করিতে অধিকার পারিত বিশ্ব-সাহিত্যের শ্রেণীতে"; এবং "গভর্ণমেণ্টের নীচে যাহারা কার্য্য করে"। এ সকল কি বাঙ্গালা ভাষা? যে এ সকল লিখে সে কি প্রকৃতিস্থ? যদি বা "গভর্ণমেণ্টের নীচে" পড়িয়া ইংরেজী নবীন under the Government বুঝুন; তথাপি "It is liable অর্থাৎ তুমি মিথ্যুক এই কথা সার আশুতোষ Lord Ronaldshayর মুখের উপর শুনাইয়া দিয়াছিলেন তিনি প্রধান জর্জ্জ ছিলেন—He was a great judge" এরূপ রচনা পড়িয়া ইংরেজী-নবীশেরও চক্ষু অন্ধ হইয়া যাইবে তাহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, আর যদি বলি "কেহ কেহ কালিদাসকে উন্মাদ কবি বলেন—পাশ্চাত্যেরা যাহাকে Poet of Enjoyment বলে" তাহা হইলে কেহ কি কিছু বুঝিতে পারিবেন? সম্ভবতঃ লেখককেই উন্মাদ বলিবেন। এ সকল হইতে বুঝা যায় যে বি-এ পরীক্ষার্থী অনেকে বাঙ্গালা তো শিখেই না, ইংরাজীও বুঝে না!

৪। স্থানে স্থানে অদ্ভুত রকম শব্দ এবং অদ্ভুত রকম বর্ণবিন্যাস দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে কয়েকটী পরীক্ষার্থী লিখিয়াছিল "ধর্ম্মালু"* "হস্থী" "ব্রাম্ম" "ব্রর্ম্মণ" "শ্বামী" "অস্থীত্ব"* এ বৎসর কতিপয় পরীক্ষার্থী লিখিয়াছে "নির্ব্বুধ", "মুচোন", "অস্থিত্ত"‡, "ধ্রুব" "ব্যতীত"। ধর্ম্মালু লেখাতে যে ব্যাকরণ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, "ষোড়দশ বর্ষ বয়ঃক্রম" এবং "মাৎসর্য্য ষষ্ঠ রিপুর একটী" লেখাতে সে পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া গেল। "বঙ্গবাষা……শিক্ষার সাধারণ উপদেশক স্বরূপ থাকা উচিত" এই কথা তিনবার লেখাতেই শব্দার্থ জ্ঞান পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

এখন দেখা যাইতেছে যে বহু বি-এ, পরীক্ষার্থী-গণের বাঙ্গালা শিক্ষাও যেমন হয় ইংরাজী শিক্ষাও তেমনই হয়; ইহাদিগের বুদ্ধি এবং বিবেচনা শক্তিও তেমনই পরিস্ফুট হয় এবং দেশের সংবাদও ইহারা তেমনিই রাখে!

বাঙ্গালা পড়াইতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত, রীতিমত অধ্যাপক নিযুক্ত করতঃ ব্যাকরণ, প্রাচীন ও নব্য গদ্য পদ্য পড়াইবার ব্যবস্থা করা। তৎসহ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস পড়াইবার যত্ন করাও আবশ্যক। আর যে সকল গ্রন্থকারের লেখা অসাধু অথবা দুর্নীতির উত্তেজক তাঁহাদিগের গ্রন্থ পাঠ্য না করা। পাঠ্য পুস্তক নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত। পরীক্ষক নিযুক্ত করিতেও প্রাণহীন পরীক্ষক নিযুক্ত করা সঙ্গত নহে। এ বিষয়ে এক্ষণে এই মাত্রই উল্লেখ করিলাম; বিস্তৃত মন্তব্য বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

* রামতনুর পিতা অতিশয় ধর্ম্মালু ছিলেন।

* ভগবানের অস্থীত্ব সমস্ত জীবের মধ্যেই আছে।

‡ অস্তিত্ব, ধ্রুব ব্যথিত।

দক্ষিণ ভারত ও আর্য্য-উপনিবেশ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি—২)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

সম্রাট যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের পূর্ব্বে সহদেব দক্ষিণ জয়ে গমন করিয়া প্রথমে পুলিন্দদিগকে জয় করিয়া আরও পরে গিয়া পাণ্ড্যরাজ্য আক্রমণ করেন। তিনি পাণ্ড্যদের জয় করিয়া দক্ষিণাপথের দিকে যান। এই দক্ষিণাপথের সীমান্তস্থ ম রাজ্য ছিল কিষ্কিন্ধ্যা, বর্ত্তমান হাম্পি।* এখান হইতে নি পরবর্ত্তী রাজ্য মাহিষ্মতীতে গিয়া উপস্থিত হন। নর্ম্মদা তীরবর্ত্তী মান্ধাতাই মাহিষ্মতী।† সম্রাট যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ কালে নাগপুরের সন্নিহিত বিদর্ভদেশের রাজধানী কৌণ্ডিন্য পুরে অর্জ্জুন সহ শ্রীকৃষ্ণের আগমন মহাভারতে বর্ণিত আছে। বিদর্ভের পশ্চিমোত্তর প্রান্তে নর্ম্মদা তীরবর্ত্তী চেদীরাজ্য জব্বলপুর নাগপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাহার রাজধানী ছিল পূর্ব্বোক্ত মাহিষ্মতী। ইহাই অধুনা চুলিমহেশ্বর নামে খ্যাত। ইহা হইতে জানা যায় মহাভারতের যুগে বিন্ধ্যের দক্ষিণ হইতে কিষ্কিন্ধ্যা পর্য্যন্ত ভূভাগ দক্ষিণাপথ নামে পরিচিত ছিল।‡ কিন্তু মৎস্য বায়ু মার্কণ্ডেয়াদি পুরাণে দক্ষিণ ভারতের বিবরণ রামায়ণের বিবরণের প্রায় অনুরূপই দেখা যায়। ঐতিহাসিক যুগেও রাজা ইক্ষাকু ও যাদববংশীয় আর্য্যগণ দক্ষিণভারতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ কৃষ্ণা জেলায় প্রাপ্ত জগজ্জপেত তাম্রলিপি হইতে পাওয়া গিয়াছে তাঁহাদের এবং অন্যান্য আর্য্যদের উদ্দেশ্য ছিল প্রথম রাজ্য বিস্তার; দ্বিতীয়তঃ আর্য্য-সভ্যতার বিস্তার।

আর্য্যগণ যখন দক্ষিণের অনার্য্যদিগের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন তখন তাঁহারা সেই অসভ্য জাতিকে চোড় বা চোর আখ্যা দান করেন। চোড় অর্থে অনার্য্য অসভ্য। 'চোড়ই' পরে 'চোল' নামে পরিচিত হয়। ঋগ্বেদের যুগের পর দক্ষিণ ভারতে আর্য্য উপনিবেশ স্থাপনের সময় হইতেই চোর শব্দের অর্থবিকার ঘটিয়া উহা তস্কর অর্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে। ঋগ্বেদে তস্কর অর্থে চোর শব্দের ব্যবহার নাই। পূর্ব্ব উপকূলে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ হইতে রামনদ রাজ্যের অন্তর্গত তোন্দি (Tondi) পর্য্যন্ত ভূভাগ চোলদিগের দেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার প্রাচীন রাজধানী ছিল 'উরাইয়ুর'।

উত্তর ভারতীয় মথুরার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের পাণ্ড্য নামক জাতি দক্ষিণভারতে নূতন উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁহারা চোলদিগের দক্ষিণে উপনিবিষ্ট হন এবং ক্রমে পূর্ব্ব উপকূলস্থ চোলরাজ্যান্তর্গত কালীমের (Pt. Calimere) অন্তরীপ হইতে পশ্চিম উপকূলস্থ কোট্টয়ম পর্য্যন্ত সমুদ্রবেষ্টিত ভূভাগ অধিকার করিয়া পাণ্ড্যরাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহাদের প্রথম উপনিবেশের নাম হয় মথুরা। পরে ইহা পাণ্ড্যরাজ্যের রাজধানী হয় এবং ক্রমে মথুরা পরে মদুরা (madura) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।* গ্রীকদিগের সময়ও পাণ্ড্যদেশের প্রসিদ্ধি ছিল। মেগাস্থিনিস লোকমুখে [illegible]

---

* মৈসুর রাজ্যের উত্তরে বর্ত্তমান বেল্লারী (Bellary)র ত্রিশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। হাম্পি ও আনিগণ্ডিতে কিষ্কিন্ধ্যাদি বর্ত্তিত।

† "তাংস্তানাটবিকান সর্ব্বানজয়ৎ পাণ্ডুনন্দনঃ। পুলিন্দাংশ্চ রণে জিত্বা যযৌ দক্ষিণতঃ পুনঃ। যুযুধে পাণ্ড্যরাজেন * * *॥ তং জিত্বা স মহাবাহুঃ প্রযযৌ দক্ষিণাপথম্ গুহামাসাদয়ামাস কিষ্কিন্ধাং * * *॥ ততো রত্নান্যুপাদায় পুরীং মাহিষ্মতীং যযৌ। * * *।"—মহাভারত ২.৩২।

‡ বর্ত্তমান পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে তাপ্তী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ Deccan (দক্ষিণ) নামে অভিহিত।

* এই জাতি সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া তাহারও নাম রাখেন "মথুরা" এবং তথা হইতে পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জে (Eastern archipelago) যাত্রা করিয়া তথায়ও একটি "মদুরা" নামক উপনিবেশ স্থাপন করেন।

হিরাক্লিসের কন্যা ভারতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল "পাণ্ডেইয়া"। হিরাক্লিস তাঁহাকে দক্ষিণভারতের অধিকার দান করিয়াছিলেন। ঐ দেশ তিনি পাণ্ডেইয়ার শাসনাধীন প্রজাবর্গের মধ্যে ৩৬৫ খানি গ্রাম বা মণ্ডলে বিভক্ত করিয়া নিয়ম করিয়া দেন যে প্রতি দিন একটি করিয়া গ্রামের লোক রাজস্ব আনিয়া রাজকোষে দাখিল করিয়া যাইবে। কথিত আছে রাণী পাণ্ডেইয়ার পাঁচ শত হস্তী, চার হাজার অশ্বারোহী এবং এক লক্ষ ত্রিশ হাজার পদাতী সৈন্য ছিল। তাঁহার রাজ্যে মুক্তা উত্তোলনের বিস্তৃত ব্যবসায় ছিল এবং তাঁহার ভাণ্ডার মুক্তায় পূর্ণ থাকিত। সেই সকল মুক্তার প্রধান ক্রেতা ছিল গ্রীস ও রোম। গ্রীকগণের নিকট ভরুকচ্ছ (Barigaza) বা ভরোচ (Broach) হইতে দক্ষিণ দিগ্‌বর্ত্তী পশ্চিম উপকূলভাগব্যাপী দেশ দক্ষিণাবদেশ (Dachinabades) নামে অভিহিত ছিল। শুধু এই অংশই নহে দক্ষিণভারতের সমস্ত ভূভাগই তাঁহারা জানিতেন। * কথিত আছে পাণ্ড্যরাজ্যের রাজধানী মদুরা খৃষ্ট-জন্মের পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল। উত্তরের চোলদিগের সহিত তাহাদের যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়াই থাকিত। একজন্য পাণ্ড্যগণ ৭২ জন সেনানায়ককে বেতনের পরিবর্ত্তে নিষ্কর ভূমিভোগ করিতে দিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই নায়কদের বংশধরগণ আজ 'পল্লীগার' নামে খ্যাত। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে এই বংশে তিরুমল্ল নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে জেস্যুট নামক খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারগণ এই প্রদেশে ধর্ম্মপ্রচারার্থ আসিয়া বিদ্যালয়াদি স্থাপন করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে রবার্ট ডিনোফিলিস্ নামক প্রথম প্রচারক বলেন, ১৬১০ খৃষ্টাব্দে মদুরা কলেজে দশহাজার ছাত্র অধ্যয়ন করিত। তিনেবল্লী (Tinnevelly), ত্রিবঙ্কুর (Travancore), কইম্বটোর (Coimbatore) ও কোচিনের অধিকাংশ পাণ্ড্যরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই রাজ্য পূর্ব্ব উপকূলের কালিমের অন্তরীপ হইতে পশ্চিম উপকূল সন্নিহিত কয়েম্বটোর পর্য্যন্ত সাগরবেষ্টিত ভূভাগে বিস্তৃত ছিল। পাণ্ড্যরাজ্যের উত্তরে পশ্চিমঘাট দিয়া সাগরকূল ব্যাপী 'চের'-রাজ্য। কিন্তু কালে ত্রিবঙ্কুড় মালাবার এবং কয়েম্বটোর চের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। এই রাজ্য পালঘাট হইয়া কয়েম্বটোর এবং সালেমের ভিতর দিয়া বিস্তৃত ছিল। ইহার রাজধানী ছিল অমরাবতী নদী তীরস্থ 'কারুর'। তাহার পূর্ব্বে ছিল বাঞ্জী (Vanji)। সাগরবেষ্টিত দক্ষিণভারতের পশ্চিম উপকূলের চেররাজ্য, পূর্ব্ব উপকূলের চোল রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ এবং উত্তরের সীমান্ত প্রদেশ (দক্ষিণের মৈসুর) নানা খণ্ডে বিভক্ত হইয়া সামন্ত রাজাদিগের দ্বারা শাসিত হইত। সেই সকল সামন্ত রাজাকে আপনার আপনার অধিকারে বা অনুকূলে আনিবার জন্য চের এবং চোল রাজাদিগের মধ্যে প্রায়ই বিবাদ বাধিত। চের এবং চোল রাজ্যের উত্তরে ছিল আর্য্যদিগের দেশ এবং দণ্ডকারণ্য। তামিল দেশ চোল, পাণ্ড্য ও চের এই তিনটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যকে চের জাতির নাম আছে। চের দ্রাবিড় জাতির বা তাহার অন্তর্গত এক বিস্তীর্ণ শাখার সাধারণ নাম। পরবর্ত্তী কালে তামিল রাজ্য বলিতে দক্ষিণতম চোল এবং পাণ্ড্য রাজ্য-দ্বয়কেই বুঝাইত। দক্ষিণ পশ্চিমে মালাবার উপকূল ভাগে

* In Periplus we find beyond Barigasa the adjoining coast extends in a straight line from north to south and so this region is called Dachinabades for Dechan in the language of the natives means "South". The inland country back from the coast towards the east comprises many desert regions and great mountains and all kinds of wild beasts, copards, tigers elephants, enormous serpents, hyenas and baboons of many sorts, and many populous nations as far as the Ganges. This clearly indicates that he describes the whole of the region known as the Dakshinapath or the Deccan, and the Dandakaranyans of the Sanskrit writers, the central region of India corresponding to our modern division of the Deccan."—Periplus of the Erythraenean Sea (written in the 1st Century A.D) quoted in "The Beginning of South Indian History" by S. Krishnaswami Aiyangar, Professor of Indian History and Archaerlogy, University, Madras.

ছিল দুইটি রাজ্য 'কেরলপুত্র' ও 'সত্যপুত্র'। শেষোক্ত রাজ্য পরে সম্ভবতঃ তুলু রাজ্য নামে খ্যাত হইয়াছিল, পূর্ব্ব উপকূলে বর্ত্তমান নেলোরের উত্তরে পেন্নার নদীর মোহানা হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম দিকে কাদ্দাপা হইয়া মৈসুরের চিতলদ্রুগের দক্ষিণ দিয়া পশ্চিম উপকূলস্থ কল্যাণপুরী নদীর মোহানা পর্য্যন্ত একটি রেখা টানিলে তাহা প্রাচীন তামিল দেশের উত্তর সীমা হয়; * কিন্তু তামিল জাতি পরে, উত্তরে পুলিকট পর্য্যন্তই তামিল দেশের সীমা নির্দ্দেশ করেন। পুলিকট নামটি তামিল পুরাতন বিবরন "পলবেক্কাড়ু" ইঙ্গভারতীয় অপভ্রংশ। প্রাচীন তুলুরাজ্য পরে কানাড়া নামে অভিহিত হয়। কানাড়ার দক্ষিণ পূর্ব্বী, মৈসুরের দক্ষিণে, এবং মালাবারের উত্তর পূর্ব্বে ক্ষুদ্রতম রাজ্য কুর্গ। ইহার প্রধান পর্ব্বত পশ্চিমঘাটের অংশ ব্রহ্মগিরি; ইহার প্রধান নদী কাবেরী, ইহার প্রধান নগর মধুকরী বর্ত্তমান মেরা (১৬৮১ অব্দে স্থাপিত)। প্রাচীন ভারতে ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। ইহা চের রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। চের রাজ্যের উত্তরে অপর খণ্ড অর্থাৎ উত্তর কোঙ্কণ উপকূল ভাগ, তাহার উত্তরে মহারাষ্ট্র, পশ্চিম উপকূলে যথায় পাণ্ড্যরাজ্যের অবসান হইয়াছিল তাহার উত্তরবর্ত্তী পশ্চিম উপকূলভাগ— মালাবার ও কানাড়া প্রদেশ (তুলুরাজ্য) কেরল নামে অভিহিত হইয়াছিল। ত্রিবঙ্কুরের উত্তরাংশ কোচিন রাজ্য এবং মালাবারের অধিকাংশ কেরলের অন্তর্গত। তাহার পর, মহিষমণ্ডল বা মৈসুর। এক সময় এই মহিষমণ্ডল, দক্ষিণ মহারাষ্ট্র এবং ধারওয়ার "বনবাস" নামে অভিহিত ছিল। দক্ষিণ মহারাষ্ট্র দেশের অনেকটা ইহার অন্তর্গত ছিল। চোল রাজ্যের রাজধানী উরায়ুর হইতে পরে বর্ত্তমান আর্কট বিভাগের অন্তর্গত কাঞ্চীপুরে স্থাপিত হয়। উরায়ুর যখন রাজধানী ছিল, তখন কাঞ্চীপুরম (Conjeveram) চোলরাজের জনৈক সামন্ত কর্ত্তৃক শাসিত ছিল। পাণ্ড্যরাজাদের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া হীনবল হইলে চোল রাজ্য বিজয় নগরের অধীন হয় এবং ক্রমে মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। চের ও মহারাষ্ট্রের কবলিত এবং পাণ্ড্য-রাজ্য মান্দ্রাজ প্রদেশের কুক্ষিগত হইয়া বিলুপ্ত হয়। খৃষ্টীয় দশ, মতান্তরে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত চেররাজ্য বর্ত্তমান ছিল। কথিত আছে পশ্চিম উপকূলে পরশুরাম এই রাজ্য প্রথম স্থাপিত করেন। খৃষ্টির নবম শতাব্দীতে ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে কালিকট একটি খণ্ড রাজ্য, এই রাজ্যের রাজা ছিলেন মানবিক্রম। তাঁহার উপাধি ছিল জামোরিন। জামোরিণ বংশ ১৭৬৬ অব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। যখন ভারতের দক্ষিণতম ভাগ চোল, পাণ্ড্য এবং চেরদিগের অধিকৃত ছিল, তখন চের রাজ্যের উত্তরে ছিল কেরল, পাণ্ড্য রাজ্যের উত্তরে ছিল কিষ্কিন্ধ্যা এবং চোল রাজ্যের উত্তরে কর্ণাট রাজ্য। কেরলের উত্তরে ছিল সাগরতীরবর্ত্তী জনস্থান তাহার উত্তরে সৌরাষ্ট্র; কিষ্কিন্ধ্যার উত্তরে বিদর্ভ এবং পূর্ব্ব উপকূলবর্ত্তী কর্ণাটের উত্তরে অন্ধ্র রাজ্য। অন্ধ্রের উত্তরে কলিঙ্গ, কলিঙ্গের উত্তরে উৎকল এবং এই সমুদয় ভূভাগের উত্তরে ছিল বিন্ধ্য গিরিমালা এবং নর্ম্মদা ও মহানদী। হায়দ্রাবাদ তখন জনস্থান মহিষমণ্ডল ও বিদর্ভের মধ্যে বিলীন ছিল। মহিষমণ্ডল কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এবং সেই প্রাচীনযুগে বিন্ধ্যের পশ্চিমে সাগর কূলে ছিল সৌরাষ্ট্র এবং গুর্জ্জর। উত্তরে ছিল চেদি অবন্তী ও নিষধ। উৎকলের সীমান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর কোশল সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল মগধ। তখন পূর্ব্বদিকে মগধ অঙ্গ ও বিদেহ পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তের সীমা ছিল। তাহার বাহিরে বঙ্গ, পৌণ্ড্র এবং উৎকলের উত্তরস্থ "প্রাচী" ছিল পাণ্ডব বর্জ্জিত অনার্য্যদেশ। তাম্রলিপ্তি ছিল প্রাচীর অন্তর্ভুক্ত।

এলাহাবাদ—১১ই এপ্রেল ১৬।

* Early History of India by Mr. Vincent Smith 3rd Edn P. 163

সাহিত্যে মিষ্টিসিজম বা অতীন্দ্রিয়বাদ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি—২)

শ্রীউপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ সরস্বতী

ভারতবর্ষ যখন প্রথম জ্ঞানালোকে জাগিয়া উঠিল, প্রথম শিক্ষা ও সভ্যতার নবীন চেতনা অনুভব করিল—তখন এই নদী-পর্ব্বত-আলোক-বাতাসপূর্ণ নিতান্ত পরিচিত পৃথিবীর পশ্চাতে এক অতীন্দ্রিয় সত্তার সন্ধান পাইল। তখনকার সুসভ্য ও শিক্ষিত আর্য্যের পরিণতমনের নিকট এই দৃশ্যমান বিশালজগৎ আর অর্থহীন জড়পিণ্ডমাত্র বোধ হইল না; তাঁহারা অনুভব করিলেন—এই জড়বস্তুর মধ্যে এক বিরাট চেতনার অস্তিত্ব রহিয়াছে, মহান শক্তির স্পন্দন বর্ত্তমান আছে। তখন তাঁহারা বুঝিলেন, সেই অতীন্দ্রিয় শক্তির অনুভূতি না পাইলে, জড়জগৎটা অর্থহীন, মানব-জীবনটা উদ্দেশ্যহীন এবং উপভোগের আয়োজন একটা ক্ষণিক আনন্দের সামগ্রী হইয়া পড়ে; তাই তাঁহারা সেই মহাশক্তির অনুভূতিকেই একান্ত করিয়া গ্রহণ করিলেন। ভারতের এই জড়াতীত শক্তি-অনুভূতির যুগকে আমরা উপনিষদের যুগ বলিতে পারি। এইখানেই আমরা মিষ্টিসিজ্‌মের মূলসূত্রটিকে পাই। এই জগদাতীত সত্তার অনুভবেই মিষ্টিসিজ্‌মের জন্ম। সেই যুগই মানুষের জ্ঞানের ও আনন্দের প্রথম প্রভাত। উপনিষদের সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ তাই গাহিলেন

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

—ঈশোপনিষৎ।

জগতের যাহা কিছু পদার্থ বর্ত্তমান আছে তাহ সেই পরমাত্মা বা ভগবানের দ্বারা ব্যাপ্ত, সুতরাং ত্যাগের দ্বারা অর্থাৎ সংসারে নির্লিপ্ত থাকিয়া সংসারকে ভোগ কর, কখনও মিথ্যা ধনের আশা করিও না।

ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেবং শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে॥
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদুনাত্যেতি কশ্চন
এতদ্বৈতৎ।

—কঠোপনিষৎ।

এই সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষ বহুদিনের পুরাতন। ইহার মূল আদিকারণ সেই ব্রহ্ম। দেবতা ও মনুষ্যাদি সেই বৃক্ষের নিম্নদিগের শাখা। সেই সংসারতরুর মূল ব্রহ্ম নিত্যস্থায়ী। তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়াই সমস্ত জগৎ বিরাজিত—কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। এই মহা সত্য আবিষ্কারের পর এক অপূর্ব্ব আলোকে তাঁহাদের সংসার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—এই সত্যই তাঁহাদের জীবনের চরম ও পরম কাম্য বলিয়া তাঁহাদের

নিকট বোধ হইল। তাঁহারা সেই অনন্তশক্তিকে লক্ষ্য করিয়া করযোড়ে বলিলেন—

অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তরূপং
শিবং প্রশান্তমমৃতং ব্রহ্মযোনিম্।
তথাদিমধ্যান্তবিহীনমেকং
বিভুং চিদানন্দমরূপমদ্ভুতম্॥
—কৈবল্যোপনিষৎ।

যিনি ধ্যানের অগোচর, বাক্যের অতীত, অনন্তরূপ, যিনি প্রশান্ত ও মঙ্গলময়, যিনি জগতের আদিকারণ, যিনি আদি, অন্ত ও মধ্যবিহীন, যিনি অদ্বিতীয়—সেই নিত্যচৈতন্যসুখস্বরূপ, রূপহীন অদ্ভুত পুরুষকে ধ্যান করি। এই অধ্যাত্মবোধ ক্রমে তাঁহাদের মধ্যে প্রবল আকার ধারণ করিল। তাঁহাদের প্রতীতি জন্মিল যে, সেই অনন্তজ্ঞান, অনন্ত সুখ, অনন্ত আনন্দের সান্নিধ্যলাভ করিতে না পারিলে জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না, সেই মহাতীর্থের ঘাটে স্নান না করিলে, সংসারের এই দুঃখকষ্ট শোক মৃত্যু, এই বার বার 'ভুবনের ঘাটে ঘাটে ফেরা,' 'এই ভাব হ'তে রূপে অবিরাম আসা-যাওয়া'র নিবৃত্তি হইবে না, মৃত্যুহীন, জরাব্যাধিহীন অনন্ত জীবনের আস্বাদ পাওয়া যাইবে না; তাই তাহারা উপলব্ধি করিলেন।'

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দমেতজ্জীবস্য যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে বুধঃ॥
সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম্।
—ব্রহ্মোপনিষৎ।

যাঁহার নিকট বাক্য ও মন না যাইতে পারিয়া ফিরিয়া আসে, যিনি আনন্দময়, যিনি দুগ্ধে ব্যাপ্ত ঘৃতের মত সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন—তাঁহাকে জানিতে পারিলেই জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন।

ভারতবর্ষীয় অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রথম স্তরে, এই এই উপনিষদ যুগে ;আমরা অতীন্দ্রিয় সত্তা সম্বন্ধে দুইটি তথ্য পাই

(ক) এক অনন্তজ্ঞানময়, আদিকারণ মহাশক্তি এই বিশ্বের পশ্চাতে আছেন।

(খ) তিনি আনন্দময়—তাঁহার আস্বাদ অখণ্ড অমৃত।

অধ্যাত্মজ্ঞানের এই দুইটি ধারার মধ্যে, উপনিষদের ঋষিদের দৃষ্টি প্রথম ধারাটির দিকেই বেশী আকৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা জ্ঞানের পথে ভগবানকে অনুসন্ধান করিয়াছেন। গভীর আত্ম-সমাধিদ্বারা,নিবিড় ধ্যানের দ্বারা তাঁহারা ভগবানকে উপলব্ধি করিয়াছেন। উপনিষদের ঋষিদিগকে প্রকৃত মিষ্টিক বলা যায় না। তাঁহাদের সত্যদৃষ্টি প্রখর সূর্য্য কিরণের মত নির্ম্মল ও ভাস্বর—সেই প্রদীপ্তদৃষ্টির আলোক সম্পাতে, জ্ঞানযোগের পথে, তাঁহারা তাঁহাদের পরম শ্রেয়ঃকে লাভ করিয়াছেন। কিন্তু মিষ্টিকের দৃষ্টিতে একটু আবছায়া আছে, হৃদয়ে একটা অনির্দ্দিষ্টতার ভাব আছে আর তাহাদের যাত্রার পথে ভয়-সংশয় হাসি অশ্রুর তরঙ্গময় একটা উদ্বেলিত জলস্রোত পড়িয়া আছে। ঋষিদের বোধ মহাসমুদ্রের জলরাশির উপর প্রথম প্রভাত—নিস্তব্ধ, গম্ভীর, ধ্যানমৌন ; যাত্রাপথের পাথেয় প্রচুর—বিপুল সাধনা, অবিচলিত নিষ্ঠা, মহান দৃঢ়তা ; লক্ষ্য—স্থির, চিরনির্দ্দিষ্ট। কিন্ত

মিষ্টিকদের বোধ উচ্ছ্বসিত সমুদ্রবক্ষে চন্দ্রালোক—অস্থির, অনির্দ্দিষ্ট, পরম রমণীয়, রহস্যময়; যাত্রা-পথের পাথেয় বলিতে তাহাদের কিছুই নাই—আছে কেবল চোখের জল, আবেগের আকুলি বিকুলি, আশা-আকাঙ্ক্ষার অস্থিরতা; লক্ষ্য—ভক্ত-ভাবনাময় একটা আশার পূর্ণতা। তাই উপনিষদ সাহিত্যকে প্রকৃত মিষ্টিক সাহিত্য বলা যায় না। উপনিষদের সমর্থিত পথ জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগের পথ—তাহা মিষ্টিকের মত সংসারের মানুষের ভিত্তিভূমি (standpoint) হইতে কোন রহস্যের অনুসন্ধান নয়; বিশ্বের মধ্যে প্রতীককে (symbol) দেখিয়া তাহার মধ্যগত ভাবের অনুমান নয়, তাহা কোন মানুষের দেবতার কাছে আত্মবিসর্জ্জন নয়। উপনিষদ সাহিত্যের প্রতিপাদ্য—বিরাট ব্রহ্মের আরাধনা; সে সাহিত্য তীব্র বৈরাগ্যের সাহিত্য,মহান ত্যাগের সাহিত্য, সংসারবিমুখীনতার সাহিত্য; তাহার সুগম্ভীর আয়তনের মধ্যে এক নির্ব্বিকার জ্ঞানীর ধ্যানমূর্ত্তি—সেখানে কোন পাগল ভক্তের স্থান নাই।

যদিও উপনিষদের সহিত মিষ্টিক সাহিত্যের বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই, তবুও মিষ্টিক সাহিত্যের ক্রমবিকাশ আলোচনায়, ইহাকে আমরা কিছুতেই বাদ দিতে পারি না বা সাহিত্যপর্য্যায় হইতে ইহার নাম কাটিয়া দিতে পারি না। প্রথমতঃ উপনিষদের মধ্যে কিছু সাহিত্য-রস আছে;—তাহার ভাষাতে বিশেষ একটা লালিত্য আছে; উপমাগুলির মধ্যে বেশ কবিত্ব আছে, ভাবের ও উপাখ্যানগুলির মধ্যে একটা কল্পনার লীলা আছে। দ্বিতীয়তঃ তাহা ভগবানকে পরমানন্দময় পরমসৌন্দর্য্যময় বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছে। এই স্থানেই মিষ্টিক্ সাহিত্যের সহিত ইহার একটা অন্তরের যোগ বর্ত্তমান। এই অঙ্কুরই মিষ্টিক সাহিত্যের মধ্য দিয়া ক্রমে ফলপল্লবে বিভূষিত হইয়া একটা বিরাট বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। সেইজন্য আমরা উহাকে শুষ্ক দর্শন-গ্রন্থের শ্রেণীতে ফেলিয়া দিতে পারি না। উপনিষদের ঋষিগণও যে মরমীদিগের মত একটা আনন্দসত্তার অনুসন্ধান করিয়াছেন—তবে তাঁহাদের পথ বিভিন্ন ছান্দোগ্যোপনিষদে, নারদ সনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"দেব! আনন্দ কি?" তদুত্তরে সনৎকুমার বলিলেন,—"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি। সেই ভূমা—অর্থাৎ মহান ব্রহ্মই সুখ (আনন্দস্বরূপ) ক্ষুদ্র খণ্ড বস্তুতে সুখ নাই। তাই আনন্দলাভ করিতে হইলে সেই ভূমা—পরমার্থতত্ত্ব পরমাত্মাকে জানিতে হইবে। তারপর উপনিষদগুলি একটু বিশেষভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায়—যাঁহারা বিশ্বের মধ্যে একটা বিরাট প্রাণশক্তিকে অনুভব করিয়াছেন ও তৎপর সেই প্রাণশক্তির আধার পরমাত্মাকে অনুভব করিয়াছেন—তাঁহাদিগকে "অতি-বাদী" এই আখ্যা দিয়া সর্ব্বসাধারণ হইতে স্বতন্ত্র করা হইয়াছে।

প্রাণো হ্যে বৈতানি সর্ব্বাণি ভবতি স বা এষ
এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নতিবাদী
ভবতি তং চেদ্ ব্রূয়ুরতিবাদ্যসীত্যতিবাদ্যস্মীতি
ব্রূয়ান্নাপহ্নুবীত।

—ছান্দোগ্যোপনিষৎ

দাক্ষিণাত্যে কয়েকদিন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি—৩)

শ্রীবিষ্ণুপদ রায় এম্‌-এ, বি-এল বাণীভূষণ

পরদিন প্রাতঃকালে জাগিয়া দেখিলাম,—জনহীন প্রান্তরের মধ্য দিয়া আমাদের ট্রেন যাইতেছে। যতদূর দৃষ্টি যায় কোথাও কর্ষিত ভূমি বা শস্যক্ষেত্র নাই, চারিদিকে ছোটবড় কাঁটা-গাছ ও অজস্র খর্জ্জুর-বৃক্ষ, অদূরে একটি মার্ব্বেল পাথরের পাহাড়, একদল হরিণ ট্রেনের শব্দে ভীত হইয়া বেগে পলায়ন করিতেছে। বেলা নয়টার সময় একটি ষ্টেশনে আমরা সকলে স্নান করিয়া লইলাম। এখানে অনেকক্ষণ গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল। এই ষ্টেশনে দার্জ্জিলিঙের গাড়ীর মত সম্মুখে ও পিছনে দুইখানি ইঞ্জিন লাগাইয়া দেওয়া হইল। কোকনদ কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক তিরুমল আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে, আমরা ভাত খাইব কি না! এই লাইনে মাঝে মাঝে বড় বড় ষ্টেশনে ভাতের বন্দোবস্ত আছে। পূর্ব্ব হইতে তার করিয়া দিলে যতজন ইচ্ছা ভাত পাইতে পারে। তিরুমল পরবর্ত্তী বড় ষ্টেশন নান্দাইলে তার করিয়া দিলেন।

ইহার পর বহুক্রোশব্যাপী বিশাল অরণ্য ও উচ্চ পর্ব্বতমালার মধ্য দিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। কোথাও এক পাহাড় হইতে অন্য পাহাড়ে গাড়ী যাইতেছে, কোথাও বা অন্ধকারময় টানেল—কোথাও চারিদিকে ঘন গভীর বংশনিকুঞ্জ। পাহাড় ঘুরিয়া ঘুরিয়া গাড়ী চলিল। বেলা এগারটার সময় নান্দাইলে উপস্থিত হইলাম। তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া ভোজনগৃহে গেলাম। ছয় আনা করিয়া জনপ্রতি লাগে। এখানে ব্রাহ্মণদের বহির্নিষ্ঠা অত্যন্ত অধিক। আমরা বাঙ্গালী বলিয়া আমাদিগকে অব্রাহ্মণদের ঘরে বসিতে দেওয়া হইল। আহারের সময় সেই বিচিত্র তেলেগুভাষায় পরিবেশনকারীরা যেরূপভাবে কথাবার্ত্তা বলিয়া ব্যস্ততা প্রকাশ করিতে লাগিল তাহাতে আমাদের এত হাসি আসিল যে, আহারে একরূপ ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। আহার অনেকটা বাঙ্গালীর মত, তবে তরকারীগুলির নাম, আকার, বর্ণ ও স্বাদ সম্পূর্ণ পৃথক। পালুসু, পাপ্পু, পাচ্ছদর, আমটি প্রভৃতি নাম এখনও আমার মনে আছে।

রাত্রির আহারের জন্য গুন্টাকল ষ্টেশনে 'তার' করিয়া দেওয়া হইল। নান্দাইলের পর কতকগুলি ষ্টেশন পার হইয়া আমরা নিজাম রাজ্যের দক্ষিণস্থ উচ্চ সমতল মালভূমির উপর দিয়া যাইতে লাগিলাম। দুইধারে বহু বিস্তীর্ণ তুলার ক্ষেত। বাংলা দেশের বর্দ্ধমান জেলা দিয়া যাইতে হইলে যেমন দুই ধারে কেবল ধান্যক্ষেত্র দৃষ্টিগোচর হয়, এখানেও তেমনি এই তুলার ক্ষেত। সন্ধ্যার সময় গুন্টাকলে গাড়ী থামিল। এখানে আমরা প্রচুর ঘৃত ও পাঁপর পাইয়াছিলাম বলিয়া মাদ্রাজী

তরকারী আমাদের ভাল না লাগিলেও পেট পুরিয়া ভাত খাইতে পারিয়া অনেকটা তৃপ্তি বোধ করিয়াছিলাম।

রাত্রি একটার সময় হস্‌পেট ষ্টেশনে পৌছিয়া এখান হইতে বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে যাইতে হয়। শৈশবকাল হইতে ইতিহাসে বিজয়নগরের গৌরবের কথা পড়িয়া আসিতেছি। তাই যতই হস্‌পেটের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম মনের মধ্যে কৌতূহল ও ঔৎসুক্যও ততই ঘনাইয়া আসিতে আরম্ভ করিল। বিজয়নগরের ধ্বংসাবশিষ্ট মহিমা আগে হইতেই আমার মনে একটি বিশেষ রূপ লইয়া জাগিয়া উঠিল।

হস্‌পেটে পৌছিয়া ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট শুনিলাম যে এত রাত্রিতে হাম্পি যাওয়া নিরাপদ নহে। বিজয়নগর এখন হাম্পি নামে পরিচিত। ভোর ছয়টার সময় আমরা দুইখানি ঝট্‌কা (এক্কাগাড়ী) ভাড়া করিয়া বিজয়নগর দেখিতে যাত্রা করিলাম। হস্‌পেট সহর পার হইতে না হইতেই কত বিগ্রহহীন পরিত্যক্ত মন্দিরের জীর্ণমূর্ত্তি নয়নগোচর হইতে লাগিল। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা হাম্পিতে উপস্থিত হইলাম। চারিদিকে ছোটবড় পাহাড়। আমরা কৃষ্ণদেবের বিরাট মন্দিরের সম্মুখে গাড়ী হইতে নামিলাম। গগনস্পর্শী গোপুরম্‌ (তোরণ মন্দির) ও বিশাল দেবায়তন আজিও অপূর্ব্ব স্থাপত্য গৌরবের পরিচয় দিতেছে। মন্দির হইতে বাহির হইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলাম। অতি প্রশস্ত রাস্তা, দুধারে সারি সারি দোকান। কেহ কোথাও নাই। এইস্থানই ত একদিন জনকোলাহলে মুখরিত থাকিত! আজ আর দোকানে কেহ বেচাকেনা করে না, আজ আর পথে কোনও লোক চলে না। চারিদিকের উচ্চ গিরিশ্রেণী, এই শব্দহীন জনশূন্য নগরের দিকে আজ নীরবে ম্লানভাবে চাহিয়া থাকে। পথের শেষে একটি পাহাড়। আমি ও ভূপেন পাহাড়ের উপরে উঠিলাম। যতদূর দৃষ্টি যায়—চতুর্দ্দিকে শ্মশানের গাম্ভীর্য্য। শুধু ভগ্ন মন্দির, ধ্বংসাবশেষ দুর্গপ্রাচীর ও জনহীন জীর্ণ প্রাসাদ। অনতিদূরে তুঙ্গভদ্রা আলেখ্যে চিত্রিতবৎ বহিয়া যাইতেছে। তুঙ্গভদ্রা এই পাষাণ রাজ্যের মধ্য দিয়া যাইতেছে বলিয়া বহুদূর হইতে তাহার জলকল্লোলধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

পাহাড় হইতে নামিয়া আমরা অন্যান্য সঙ্গীদিগকে দেখিতে পাইলাম না। পথে কয়েকজন আমেরিকান ভ্রমণকারীর (tourist) সহিত দেখা হইল। তাঁহারা বলিলেন যে, সমস্ত স্থান দেখিতে গেলে ১০।১২ দিন থাকিতে হইবে। তাঁহারা ঠিক ১০।১২ থাকিবেন। তাঁহারা আমাদিগকে বিরাট নৃসিংহ বিগ্রহ দেখিতে বলিলেন। তাঁহাদের কথামত আমরা কিছুদূর গিয়া এই বিশাল বিগ্রহ ও ততোধিক বিশাল শিবলিঙ্গ দর্শন করিলাম। সেখান হইতে ফিরিবার সময় পথে অনেকের সঙ্গে দেখা হইল। কোন পথে গেলে রাজপ্রাসাদে যাইতে পারিব, জনে জনে ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াও কোনও উত্তর পাইলাম না। কেহই আমাদের ভাষা বুঝিল না। অগত্যা ভূপেন ও আমি আমাদের অন্যান্য সঙ্গিগণের সন্ধানে বাহির হইলাম।

যেখানে আমাদের ঝটকাগুলি ছিল সেখানে আসিয়া দেখি, আমাদের সঙ্গীরা তুঙ্গভদ্রায় স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা তুঙ্গভদ্রার পরপারে কিষ্কিন্ধ্যা দেখিতে যাইবেন। তখন বেলা প্রায় এগারটা—আমিও ভূপেন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কিছু কাতর হইয়াছিলাম; কিন্তু যাহারা প্রাতঃস্মরণীয়া বৈদেহীর বন্ধন মোচনে রামের একমাত্র সাহায্যকারী হইয়াছিল তাহাদের দেশ কিষ্কিন্ধ্যা না দেখিয়া কি আর বিশ্রাম করা চলে? সেই বিধ্বস্ত নগরের মধ্য দিয়া আমরা কয়েকটি প্রাণী নদীতীরের দিকে চলিলাম।

নারীর কর্ত্তব্য

শ্রীশ্যামমোহিনী দেবী

দেশে দিন দিন নারী-নির্য্যাতন বাড়িয়া চলিয়াছে। মেয়েদের সর্ব্বপ্রকারে অজ্ঞ, অক্ষম ও দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়া পুরুষেরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। সুতরাং তাঁহাদের নিকট এ বিষয়ের জন্য নালিশ করিয়া কোনও লাভ নাই। এখন মেয়েদের নিজেকে নিজে রক্ষা করিবার শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে। নতুবা নারীদের সম্মান রক্ষা হওয়ার কোনও উপায় নাই।

মেয়েদের সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার জন্য প্রতি জেলাতে মহিলা-সমিতি গঠন করিতে হইবে। এদেশের সমগ্র নারী-সমাজের লুপ্তশক্তি জাগ্রত করিবার জন্য, এই সমিতির কাজ হইবে মেয়েদের গোড়া থেকে এরূপভাবে শিক্ষা দেওয়া যাহাতে তাহারা অন্যান্য শিক্ষার সহিত শারীরিক ও নৈতিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আত্মনির্ভরশীলা ও তাহাদের মনোবৃত্তিসমূহ পূর্ণ বিকশিত হয়, এবং সর্ব্বপ্রকার ভয়, লোভ, মোহ প্রভৃতি জয় করিয়া সৎসাহসের সহিত নিজেদের জাতির প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে পারে।

দেশের যে সব মেয়ে শিক্ষার সুযোগ পাইয়া উন্নত হইয়াছেন তাঁহাদের উচিত এই কাজে আত্মনিয়োগ করা। যেসব পল্লীগ্রামে একেবারে মেয়েদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই তথাতেই কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। প্রত্যেক মহিলা সমিতির সম্পাদিকা ও সভ্যাগণ খোঁজ লইবেন তাঁহাদের জেলাতে এরূপ গ্রাম কয়টী আছে। যেখানেই শিক্ষার অভাব সেখানেই তাঁহারা স্কুল স্থাপন করিয়া মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করুন।

কোন প্রকার সৎসঙ্কল্পেই অর্থাভাব হয় না। কাজেই একাজ অসম্ভব মনে করিবার কোনও কারণ নাই। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সর্ব্বপ্রযত্নে দেশের নারীসমাজকে এরূপভাবে গঠন করিয়া তুলিতে হইবে যাহাতে তাহারা শারীরিক ও নৈতিক বলে বলীয়ান হইয়া সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে নিজেদের শক্তি প্রয়োগ করিতে পারে এবং প্রয়োজন হইলে নিজকে ও অপরকে রক্ষা করিতে পারে। পর-মুখাপেক্ষী কোন জাতিই কখনও উন্নত হইতে পারে না। কাজেই শিক্ষাদ্বারা শক্তিসম্পন্না হইয়া সর্ব্বপ্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যে যাহাতে মেয়েরা নিজেদের লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধা করিয়া এই অপমান-কালিমা ঘুচাইতে পারে সক মিলিয়া এখন সেই চেষ্টা করিতে হইবে। দেশে কল্যাণাকাঙ্ক্ষিনী প্রত্যেক মনস্বিনী নারী মেয়ে এই সঙ্কটের দিনে দেশে কি প্রকারে কাজ ক এই সঙ্কটের হাত হইতে নারীসমাজকে রক্ষা ক যায় তাহা চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ কর নতুবা দিন দিন বিপদ আরও ঘনীভূত হই সন্দেহ নাই।

পুস্তক-পরিচয়

বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক—শ্রী শিবরতন মিত্র। সিউড়ী। আমরা ১ম হইতে ১৭শ খণ্ড পর্য্যন্ত সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। এ-খানি বঙ্গ ভাষার পরলোকগত সাহিত্যসেবিগণের বর্ণানুক্রমিক চরিতাভিধান। ইহাতে ব' অবধি আছে। পৃঃ ৪৪০, মুদ্রণ কাল ১৩১১ হইতে ১৩১৫। সুতরাং ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ১৮ বছরের মধ্যে বইটি সম্পূর্ণ হইল না বা ২য় সংস্করণ হইল না। এই নাটক-নভেল-ছোটগল্প-চুটকী-প্লাবিত বঙ্গদেশে এরূপ হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে। ১৩১১ সালে "বঙ্গবাসী"-পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় "বঙ্গ ভাষার লেখক" নামক এই ধরণের একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পরিতাপের বিষয় অদ্যাপি তাহারও দ্বিতীয় সংস্করণ হয় নাই।

শিবরতন বাবুর অধ্যবসায়, অনুসন্ধিৎসা ও পরিশ্রম বাঙ্গালা দেশের সস্তায়-নাম-কিনিতে-প্রয়াসী গ্রন্থকারগণের আদর্শস্থলও অনুকরণীয়। বইখানি সম্পূর্ণ হইলে বঙ্গসাহিত্যের একটা সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইবে সন্দেহ নাই।

এ ধরণের যে কয়খানি পুস্তক অদ্যাবধি বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে এই গ্রন্থখানি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ও নিরপেক্ষভাবে লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশে কেন যে এইসব বইয়ের আদর হয় না তাহা ত ভাবিয়া পাই না। আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি। অন্ততঃপক্ষে প্রত্যেক পাঠাগারে এই গ্রন্থ একখানি করিয়া স্থান পাওয়া উচিত। ইচ্ছা-সত্ত্বেও স্থানাভাববশতঃ আমরা গ্রন্থখানির বিস্তৃত সমালোচনা করিতে পারিলাম না। গ্রন্থের কয়েকস্থানে কয়েকটি ভ্রম পরিলক্ষিত হইল। নিম্নে তাহার 'সংশোধনী' দিলাম। ২য় সংস্করণে সংশোধিত হইলে সুখী হইব।

(১) ১৮৮-৮৯ পৃঃ 'গোবিন্দনাথ সেন' স্থলে 'গুরুপ্রসাদ সেন' হইবে। ইঁহার নিবাস 'ফরিদপুর' জেলার স্থলে পাবনা জেলা হইবে। গোবিন্দনাথ গুরুপ্রসাদ সেনের জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন। তিনি রাজসাহীর বিখ্যাত উকিল ছিলেন। গুরুপ্রসাদই কাটোয়া প্রভৃতি স্থানে মুন্সেফ ছিলেন।

(২) ১৮৯ পৃঃ—গোবিন্দপ্রসাদ রায় বিদ্যাবিনোদ স্থলে

গোবিন্দ মোহন রায় বিদ্যাবিনোদবারিধি হইবে। (ইনি পাবনার "স্বরাজ" পত্রের প্রতিষ্ঠাতা ৺ কিশোরী মোহন রায়ের পিতৃদেব।)

বাঁকুড়া জেলার বিবরণ—শ্রী রামানুজ কর প্রণীত। "প্রবাসী"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পুস্তকের ভূমিকায় বলিয়াছেন;—"আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই পৃথিবীর বৃত্তান্ত যেমন জানা উচিত, নিজের গ্রাম, সহর ও জেলার বৃত্তান্ত তাহা অপেক্ষাও ভাল করিয়া জানা উচিত।" ইহা অতি সত্য কথা। আমরা পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি। জেলাসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য অধিকাংশ বিষয়ই ইহাতে স্থান পাইয়াছে। জনসংখ্যা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে গম্ভীরভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। ভিন্ন জেলাবাসী বাঁকুড়ার সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্যাদি সম্পর্ক স্থাপনপ্রয়াসী ব্যক্তিমাত্রই এই পুস্তক হইতে প্রভূত সহায়তা লাভে সমর্থ হইবেন। বাঁকুড়ার জঙ্গলে তসর জন্মে। বিষ্ণুপুরে রেশমের উৎকৃষ্ট ধুতি চাদর প্রস্তুত হয়। ইহা মুর্শীদাবাদের রেশমবস্ত্র অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। বাঙ্গালী তাঁতী রেশমের বস্ত্র বুনে, কিন্তু ঐ বস্ত্রের ব্যবসায় মাড়োয়াড়ী বণিকের হাতে। বৎসরে ৫০ হাজার টাকার তুলসী কাঠের মালা বাঁকুড়া হইতে বিদেশে রপ্তানি হয়। বলা বাহুল্য যে, উহাও এখন মাড়োয়াড়ীর হাতে। গ্রন্থকার স্ত্রীলোকদের আলস্য ও চরকা কাটার কথা বলিয়াছেন। ১৬ পৃষ্ঠার ভাষা একটু মার্জ্জিত হইলে ভাল হইত। "কানে আঙ্গুল দিয়া দেখান" (১৩৮পৃঃ) এই নূতন দেখিলাম। 'চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখান'ই এতদিন জানিতাম। পাগল হরনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রভৃতি এই জেলার অধিবাসী, ইঁহাদের চরিত ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। জেলার সাহিত্যসেবিগণের পরিচয় অতি অল্প এবং সাহিত্য সম্পর্কীয় সভাসমিতি, ক্লাব, সম্মিলন, পাঠাগার, পল্লীপাঠাগার প্রভৃতির আলোচনা একরূপ নাই বলিলেই চলে। পুস্তকখানির স্থানে স্থানে নির্ভীক, নিরপেক্ষ ও স্পষ্ট মতামত দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি।

—শ্রীসুব্রত শর্ম্মা

মর্ম্মোচ্ছ্বাস— পাবনানিবাসিনী কুমুদকুমারী রায় প্রণীত কবিতাপুস্তক; মূল্য এক টাকা। লেখিকা পাবনার রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল চাকী মহাশয়ের সহোদরা, অধুনা পরলোকগতা। প্রতি ক্ষুদ্র কবিতা প্রাণের সজীব উচ্ছ্বাসে প্রাণময়ী হয়ে উঠেছে। সহজ সরল ভাষার মধ্যে কবি প্রাণের অন্তর্গূঢ়বেদনব্যথা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। প্রতি কবিতা স্বচ্ছন্দ ছন্দ পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে সজীব নৃত্য করছে অথচ তাল কাটেনি। কোনটি "স্নেহ প্রেমক্ষমাবিভূষিত হৃদয়ের মৃন্ময় প্রতিমা," কোনটি "প্রাণের আলায় স্মৃতি, 'কোনটি 'প্রেম পাখী বনবিহগের সনে, "আবার কোনটি এজন্মের সুখদুঃখ স্মৃতি।" প্রতি কবিতা করুণরসে সজীব হয়ে উঠেছে। কবিতাগুলি পড়লে মনে পড়ে "Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts" কোনোটি চেষ্টা করে লিখতে হয় নি। স্বাভাবিক অথচ সুন্দর। প্রতি কবিতা থেকে অশ্রুধারা ঝরে পড়ছে; প্রতি ঝঙ্কারে একটা অব্যক্ত হাহাকার বেজে উঠছে। ভাবের এমন স্বাভাবিক প্রকাশ, সুরের এমন সরল গতি, ভাষার এমন অব্যক্তমনোহর ভঙ্গিমা আজকালকার মাসিকপত্রের ফরমাসী কবিতার অত্যাচারের দিনে খুব কমই দেখা যায়।

—কবিরাজ

বিবিধ প্রসঙ্গ

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন

বিগত ঈষ্টারের অবকাশে সিউড়ী (বীরভূম) সহরে উক্ত সম্মিলনের ১৭শ অধিবেশন হইয়াছিল। মূল সভার সভাপতি হইয়াছিলেন—নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু। সাহিত্য শাখা—শ্রীমতী সরলা দেবী। ইতিহাস—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যো-

পাধ্যায়। দর্শন—পাবনা দর্শন-টোলের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ বিজ্ঞান—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত। আমাদের শ্রদ্ধাভাজন সুহৃদ্, বীরভূম লাভপুরের জমিদার, "নবাবী আমল", "রাতকাণা" প্রভৃতি নাট্যগ্রন্থ রচয়িতা শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। আর সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী "বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক" প্রণেতা শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় সম্পাদক মনোনীত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের ও ইঁহাদের সংকর্ম্মীদিগের আন্তরিক চেষ্টায় ও গুরুতর পরিশ্রমে সম্মিলনের কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছিল। পাবনা হইতে নিম্নলিখিত সাহিত্য সেবকগণ সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন ;—

(১) পাবনা জেলার ইতিহাস প্রণেতা শ্রীরাধা রমণ সাহা বি-এল (২) শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায় বি-এল উকিল, (৩) "আরতি"-সম্পাদক শ্রীরাধাচরণ দাস সাহিত্যরত্ন।

এবারকার সম্মিলনের বিশিষ্টতা ;—

(১) এইবার সর্ব্বপ্রথম একজন মহিলা বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সাহিত্য-শাখার সভানেত্রী মনোনীত হইয়াছিলেন। (২) এই অধিবেশনে সর্ব্বাপেক্ষা কম প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন। (৩) মহিলা-প্রতিনিধি বা দর্শক-সংখ্যা অত্যন্ত কম হইয়াছিল—৩।৪ জনের অধিক নহে। (৪) বাঙলার সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবিগণের অনেকেরই সম্মিলনে অদর্শন। (৫) পূর্ব্ববঙ্গ বা উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধি এত কম যে অঙ্গুলিতে গণিয়া শেষ করা যায়। সম্ভবতঃ সর্ব্বত্র যথারীতি নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। ইহা অভ্যর্থনা সমিতির অমার্জ্জনীয় অপরাধ। (৬) জেলার একজন শ্রেষ্ঠতম,'বিদ্যোৎসাহী' জমিদার সম্মিলনক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া সম্মিলনের অনাবশ্যকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। (৭) প্রতিনিধিগণের জন্য একবেলা অন্নাহারের ব্যবস্থা—রাত্রিতে 'ফলাহার'। (৮) যেখানে প্রায় দু'শ প্রতিনিধির স্থান দেওয়া হইয়াছিল সেখানে পায়খানার অত্যল্পতা—মাত্র ২টি! (৯) প্রতিনিধিগণের ভোজনের সুব্যবস্থা। (১০) বহু খাদ্যদ্রব্য বাঁচিয়া যাওয়ায় প্রতিনিধিগণের প্রত্যাবর্ত্তনের পরদিন সহরে ঢোল-সহরৎ দিয়া বহু কাঙালী-ভোজন। (১১) স্বেচ্ছাসেবকগণের আত্মীয়ের ন্যায় মিষ্ট ও নম্র ব্যবহার, আজ্ঞানুবর্ত্তিতা ও অক্লান্ত পরিশ্রম।

আগামী বৎসর পাবনা সহরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন (১০শ অধিবেশন) নিমন্ত্রিত হইয়াছে। পাবনাবাসিগণের এখন হইতেই উদ্যোগ আয়োজন করা কর্ত্তব্য। পাবনাতে যাহাতে সম্মিলনের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তজ্জন্য অবিলম্বে জেলার প্রকৃত সাহিত্য সেবকগণকে লইয়া প্রতিনিধিমূলক representative অভ্যর্থনা-সমিতি গঠন করা উচিত।

পরলোকে (১) **ডাক্তার জগচ্চন্দ্র রায়**—গত ২৮শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার পাবনার গৌরব, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ ডাক্তার জগচ্চন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার কলিকাতার আবাসে ৭৪ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে পাবনা জেলার অন্তর্গত আতাই কোলার সন্নিহিত বোয়ালমারী গ্রামে ব্রাহ্মণ-বংশে

জগচ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত পাকুড়ে জগচ্চন্দ্রের এক জ্যেঠতুত ভাই পুলিশের দারোগা ছিলেন। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে জগচ্চন্দ্র বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাঁহার দাদার নিকট যান। তথায় তিনি তত্রত্য রাজার স্কুলে ভর্ত্তি হন। কিছুদিন পর তিনি ভাগলপুর, তথা হইতে পরে বৈদ্যনাথধাম পড়িতে যান। ১৮৭৩ সালে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ বৎসর জুন মাসে তিনি কলিকাতা যাইয়া মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন। তখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র সংখ্যা ৩০০।৪০০ ছিল। ডাক্তার গুডিফ চক্রবর্ত্তী অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন। তারপর ডাঃ চন্দ্রা অধ্যাপক হইয়া আসেন। তখন মেডিকেল কলেজে ৫ বৎসর পড়িতে হইত। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে জগৎবাবু মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে তাঁহার মাতুলালয় সুজানগর ভবানীপুর গ্রামে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তথায় তিনি ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়ায় পাবনা সহরে ব্যবসায় করিতে আসেন। এখানে প্রায় ২৬ বৎসরকাল যাবৎ কৃতিত্বের সহিত চিকিৎসা-কার্য্য করেন। তৎপর তিনি ব্যবসায়ে উন্নতির আশায় কলিকাতা মহানগরীতে গমন করেন। সৌভাগ্যলক্ষ্মী সত্যসত্যই তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইয়াছিলেন। তাঁহার যশঃ-সৌরভ কলিকাতা ও উহার বাহিরে বিকীর্ণ হইয়াছিল। তিনি সদালাপী, মিষ্টভাষী ও শিষ্টাচারাদিগুণে ভূষিত ছিলেন।

তিনি "হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান" (৫ম খণ্ডে সম্পূর্ণ), "বৃহৎ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান" ৪ খণ্ড "গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য ও হোমিওপ্যাথিক ও চিকিৎসা বিজ্ঞান" নামক গ্রন্থরাজি বাঙ্গালা ভাষায় প্রণয়ন করিয়া বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করতঃ অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় এম-এ পাবনা এডোয়ার্ড কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের প্রবীণ অধ্যাপক। ভগবান্ শোকসন্তপ্ত পরিবারে শান্তি বিধান করুন।

(২) যতীন্দ্রনাথ—২৪ পরগণা, টাকীর জমিদার, বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অকৃত্রিম বন্ধু ও সেবক রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে।

(৩) ময়মনসিংহের অকপট ও একনিষ্ঠ সাহিত্য সেবক, "সৌরভ" সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় ৫৫ বৎসর বয়সে গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। কেদার নাথ ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত গচিহাটা গ্রামে ১২৭৭ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কেদার-বাবু দারিদ্র্যবশতঃ উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। এণ্ট্রান্স ক্লাশ পর্য্যন্ত তাঁহার বিদ্যা। প্রতিভা ও অধ্যবসায়বলে গৃহে রাশি রাশি গ্রন্থ পাঠ করিয়া জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ১৩১৮ সালের মাঘ মাস হইতে কেদার-বাবু ময়মনসিংহ হইতে "সৌরভ" নামক একখানা মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি উহার সম্পাদকতা করিয়া গিয়াছেন। ১৩১৮ সালে

তাঁহার উদ্যোগে ময়মনসিংহে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন হয়। তিনি বাঙ্গলার সাময়িক সাহিত্য, সারস্বত কুঞ্জ, ময়মনসিংহের ইতিহাস, স্রোতের ফুল, চিত্র, শুভদৃষ্টি, সমস্যা, রামায়ণী সমাজ, প্রভৃতি ৮ খানা পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। ময়মনসিংহের ইতিহাস ও "রামায়ণী সমাজ" বঙ্গসাহিত্যে স্থায়িত্ব লাভ করিবে।

পাবনায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ—গত ১লা জুলাই সহরের উপকণ্ঠে, শীতলাই জমিদারের বাড়ীর নিকট ৩টি ষষ্ঠী মূর্ত্তি, একটি কালী মূর্ত্তি, ও একটি সরস্বতী মূর্ত্তি ভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। ঐ দিন অপরাহ্নে ভগ্ন মূর্ত্তিগুলি লইয়া শোভাযাত্রা করিয়া হিন্দুগণের এক শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। শোভাযাত্রায় প্রায় ৩ হাজার লোক ছিল। ভদ্রপল্লী ও বাজার অঞ্চল সকল স্থান দিয়াই শোভাযাত্রা গিয়াছিল। ঐ সমুদয় রাস্তায় কয়েকটি মসজিদ ছিল। উহাদের সম্মুখ দিয়া শোভাযাত্রা যাইবার সময় কোনরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই। প্রকাশ, বাজারের দর্জ্জিপট্টী ও জুতাপট্টীর নিকট শোভাযাত্রা আসিলে মুসলমানগণ লাঠি হস্তে বাধা প্রদান করিতে অগ্রসর হয়, ফলে দুই দলে দাঙ্গা হয়। হিন্দু ৩টি ও মুসলমান ৫।৬ জন আহত হয়। পর দিন সহরে নানারূপ অত্যাচার আরম্ভ হয় এবং ৮ দিন যাবৎ বাজার হাট বন্ধ থাকে। ৪ঠা জুলাই হইতে মফঃস্বলে নিরীহ হিন্দুগণের উপর ভয়াবহ, হৃদয়বিদারক অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে। হাট বাজার লুট হইয়াছে। পুলিশের গুলি চলিয়াছে। এখন (১৪ জুলাই) অবস্থা কতকটা শান্ত হইয়াছে। কতিপয় সম্ভ্রান্ত হিন্দু (ইহাদের মধ্যে একজন জমিদার ও একজন উকিল আছেন) ও বহু মুসলমান গ্রেপ্তার হইয়াছে। শীঘ্রই বিচার আরম্ভ হইবে।

পাবনা জিলা শিক্ষক সম্মিলন—গত ২৭শে বৈশাখ প্রেসিডেন্সী বিভাগের অতিরিক্ত স্কুল-ইন্স্পেক্টর, পাবনা জেলা নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম, এ, মহাশয়ের সভাপতিত্বে স্থানীয় টাউনহলে উক্ত সম্মিলনের ২য় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। জেলার বিভিন্ন বে-সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রতিনিধিগণ এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। শীতলাইর জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। সভায় ছাত্রহিতকর বহু মন্তব্য গৃহীত হয়। হেমবাবুর অভিভাষণ গত ১০ই ও ১৭ই আষাঢ়ের এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

সিরাজগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়—সিরাজগঞ্জের পল্লী বালিকা বিদ্যালয়টি উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার জন্য তথাকার অধিবাসিবৃন্দ উদ্যোগী হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। তথাকার 'ইভ্নিং ক্লাব' উক্ত বিদ্যালয়ের সাহায্য-কল্পে সম্প্রতি "দেবলাদেবীর অভিনয়" করিয়াছিলেন। প্রকাশ, তত্রত্য শ্রীযুক্ত এস্, সেন চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন। এই বিদ্যালয়ের জন্য ৪৫০০০৲ টাকা প্রয়োজন। তন্মধ্যে পনর হাজার টাকা জনসাধারণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। সিরাজগঞ্জবাসিগণ যে, "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ" এই শাস্ত্র-বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন ইহা অত্যন্ত সুখের কথা।

পাবনা হিন্দু সভা—গত ২১, ২২ ও ২৩শে জ্যৈষ্ঠ স্থানীয় ৺জয়কালী মাতার নাটমন্দিরে পাবনা হিন্দু সভার ৩য় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। 'সার্ভ্যাণ্ট' পত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী, শ্রীবলাইচাঁদ মল্লিক, ডাঃ জগবন্ধু দাশগুপ্ত, পণ্ডিত মধুসূদন কাব্যসাংখ্যতীর্থ প্রভৃতি হিন্দু নেতৃবর্গ এই সভায় যোগদান করিয়া-

ছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট, 'আরতি'র পৃষ্ঠপোষক, 'রাঘব বিজয় কাব্য' 'ত্রিদিব বিজয়কাব্য', প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতা শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিত্ব করেন। তিনি বলেন—

"হিন্দুগণ অর্থ, বিদ্যা, শারীরিক ক্ষমতা প্রভৃতি বিষয়ে এত হীন হইয়া পড়িতেছেন, তাহার একমাত্র কারণ হিন্দুগণের মধ্যে ঐক্য ও মৈত্রীর দারুণ অভাব। একতা-বিহীন হিন্দুগণ সমাজ ও জাতীয় উন্নতি সাধনে যে কোন আন্দোলনই করুন না কেন, তাহা নিষ্ফল। একতা সাধনের একমাত্র উপায় প্রেম, উদারতা ও বদান্যতা। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও গুরু নানক ঐ পথই দেখাইয়া গিয়াছেন। হিন্দুগণকে স্বীয় ধর্ম্মে দৃঢ়ভাবে আস্থাবান হইতে হইবে এবং যদি কেহ বিপথে চলিয়া যায়, তাহাকে স্বধর্ম্মে ফিরাইয়া আনিতে হইবে।"

অতঃপর শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রমোহন সরকার "শূদ্র" শীর্ষক একটি কবিতা পাঠ করেন।

সভাপতি শ্যামসুন্দর-বাবু প্রায় দুই ঘণ্টাকাল ব্যাপী সকরুণ ভাষায় বক্তৃতা করেন। কলিকাতার রাজরাজেশ্বরী ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট দুঃখ ও বিরক্তি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন—বাঙ্গালী এখন এতই শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে যে, নিজের দেব-মন্দির, নিজের ঘরের স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অসমর্থ। তিনি গায়ত্রী, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, ও হিন্দুর সহনশীলতা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন।

পাবনা জিলা রাষ্ট্রীয় সমিতি পাবনাবাসিগণের পক্ষ হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। সভায় হিন্দুসমাজের উন্নতিবিধায়ক অনেকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়। অনাচরণীয় হিন্দুগণের জল গ্রহণ ও দেবমন্দিরে-প্রবেশ বিষয়ে প্রস্তাব লইয়া আলোচনা কালে সভায় খুব গোলমাল হইতে থাকে। ইহাতে সভাপতি মহাশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া যান। পরে বহু অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহাকে পুনঃ সভাপতির আসনে স্থাপন করা হয়।

সভায় অনাচরণীয় হিন্দুমাত্রেরই জলগ্রহণ বিষয়ক প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়, কিন্তু সভায় উহা কার্য্যে পরিণত করিবার কথা প্রস্তাবে থাকা সত্ত্বেও কার্য্যতঃ কিছুই হয় না।

হিন্দু সভার অধিবেশনের কয়েকদিন পর স্থানীয় ৺জয়কালী বাড়ীতে তাঁতীবন্দের ব্রাহ্মণ জমিদারগণ তাঁহাদের প্রজা সাহা, নমঃশূদ্র পাটনী, কাপালী, মালো, জেলে ও তাহাদের ব্রাহ্মণদিগের স্পৃষ্ট জল ও মিষ্টান্ন গ্রহণ করেন।

তাঁতীবন্দের ব্রাহ্মণ-সমাজ এরূপ চুপি চুপি জলচল করিতে প্রয়াসী হইলেন কেন? তাঁহারা হিন্দুসভার অধিবেশন দিন অনায়াসেই এই ব্যাপার করিতে পারিতেন। আর যদি পরেই করিলেন প্রকাশ্য ঢোল সহরৎ দ্বারা হিন্দুমাত্রকেই জানাইয়া অথবা স্থানীয় হিন্দুসভার সদস্যবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া এই জল-চল ক্রিয়া করিলে সঙ্গত ও ফলপ্রদ হইত।

পাবনায় পাঁচ মাসব্যাপী হরিনাম যজ্ঞ ও বিরাট হরিসংকীর্ত্তনের শোভাযাত্রা— গত ৫ মাস ধরিয়া পাবনা রাধানগর গ্রামে শ্রীযুক্ত নদীয়াবিনোদ গোস্বামীর ভবনে হরিনাম সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। তদুপলক্ষে নবদ্বীপ ও অন্যান্য স্থান হইতে বহু কীর্ত্তনের দল এবং সাধু, সন্ত, বৈষ্ণব ও অন্যান্য হিন্দুর সমাগম হইয়াছিল। গত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ এই যজ্ঞের অবসান উপলক্ষে সহরে প্রায় ১০ হাজার হিন্দুর একটি বিরাট মিছিল বাহির হইয়াছিল। সহরের রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত সমুদয় মসজিদের সম্মুখ দিয়া শোভাযাত্রা গান গাহিতে গাহিতে বাদ্য-ভাণ্ডসহকারে নির্ব্বিঘ্নে গমন করিয়াছিল। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর মুসলমান হইয়াও হিন্দুদিগের কীর্ত্তন গান আগ্রহ ও আনন্দসহকারে শ্রবণ করেন।

ভুলবাড়িয়া হিতসাধন সমিতি— মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ মৈত্র এম, এস,সি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ পাল প্রমু

তুলবাড়িয়া গ্রামনিবাসী পল্লীহিতৈষী যুবকবৃন্দের উদ্যোগে আজ প্রায় ৩ বৎসর হইল এই সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সমিতি পাবনা জেলাবোর্ডের হেলথ্ অফিসর শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন চক্রবর্ত্তী এম্. বি, ডি, পি, এইচ মহাশয়ের কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা ও সহানুভূতিতে দুঃস্থ ও বিপন্ন রোগীদিগকে সাহায্যকল্পে সমিতিতে একটি কালা-জ্বর-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। সমিতির পরিচালিত কালাজ্বর-কেন্দ্রে সপ্তাহে দুইদিন বিনামূল্যে সমাগত দুঃস্থ রোগীদিগকে ঔষধ ও ইন্‌জেকসন দেওয়া হয়।

কর্ম্মীবৃন্দের চেষ্টায় গ্রামে অনেক জঙ্গল পরিস্কৃত হইতেছে, প্রত্যেক খানা-ডোবায় কেরোসিন, কূপ ইত্যাদিতে জল বিশুদ্ধার্থে ক্লোরোজেন, পটাশ পারম্যাঙ্গানেট ইত্যাদি দেওয়া হইতেছে। নৈতিক উন্নতির জন্য কর্ম্মীগণ একটি পাঠাগার স্থাপন করিয়াছেন এবং স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ব্যায়ামচর্চ্চার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই সমিতির শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি এবং আশাকরি, ইহার আদর্শে অন্যান্য গ্রামে এইরূপ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া পল্লীর প্রকৃত হিতসাধন করিবে।

রাজবংশী সমাজে বিধবা-বিবাহ—(১) গত ৪ঠা জুন পাবনা জেলার অন্তর্গত সলপ গ্রামের নিকটবর্ত্তী সোনাতলা গ্রামের শ্রীচরণ হালদারের চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া নিঃসন্তান বিধবা কন্যার বিবাহ সম্পূর্ণ হিন্দু শাস্ত্রানুসারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

(২) রাজবংশী সম্প্রদায়ের নেতা শ্রীযুক্ত সীতানাথ দাসের চেষ্টায় ও পাবনা গয়হাট্টা রাজবংশী সম্প্রদায়ের উদ্যমে গত ৩১। বৈশাখ গয়হাট্টা গ্রাম নিবাসী শ্রীপাথরিয়া হালদারের সহিত কয়ড়ানিবাসী ভোলানাথ দাসের বিধবা কন্যা বাণেশ্বরী দাসীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বয়স ৩৫ × ১৬। বিবাহে বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র-প্রতিষ্ঠা—গত ২৫ শে বৈশাখ অপরাহ্ণে স্থানীয় টাউনহলে পাবনার জন-নায়ক, স্বর্গীয় সীতানাথ অধিকারী এম, এ, বি, এল মহাশয়ের প্রতিকৃতি-প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় প্রতিকৃতি-উন্মোচন-ক্রিয়া সম্পাদন করেন। "সীতানাথ স্মৃতি রক্ষা সমিতি"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত ইন্দুজ্যোতি মজুমদার মহাশয় এজন্য আমাদের ধন্যবাদার্হ।

উত্তরবঙ্গবাসীর কৃতিত্ব—রাজসাহী নওগাঁ নিবাসী শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু দাস মহাশয় একখানি বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থের নাম—A Histroy of Bengali Literature.

পাবনা নারী শিল্পাশ্রম—গত ২৭শে চৈত্র শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর সভানেত্রীত্বে পাবনা নারী শিল্পাশ্রমের ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় বহু মহিলা ঐ সভাতে যোগদান করিয়াছিলেন। সম্পাদিকা মহাশয়া কার্য্যবিবরণী পাঠ করিলে পর, শ্রীমতী সুরবালা বিশ্বাস নারীর উদ্বোধন বিষয়ক স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। একটি মুসলমান ছাত্রী সাহিত্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্তা শ্যামমোহিনী দেবী "নারীর কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

প্রায় ১০০ রকম শিল্প দ্রব্য ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছিল। বিভিন্ন প্রকারের সিকা, সূচীকার্য্য, কার্পেটের উপর নক্সা ও ছবি, রেশম ও জড়ির কার্য্য, ইত্যাদি দর্শকগণের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল।

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই আশ্রমের সাফল্য কামনা করি।

আরতির আর্থিক ক্ষতি—'আরতি'র ২য় বর্ষ পূর্ণ হইল। আশানুরূপ গ্রাহক-অভাবে এ-বৎসর সম্পাদককে অনেক টাকা লোকসান দিতে হইয়াছে, সেজন্য এবার দুঃখের সহিত যুগ্ম-সংখ্যা বাহির করিতে হইল।

সম্পাদক—শ্রীরাধাচরণ দাস সাহিত্যরত্ন
কলিকাতা—৯১, আপার সার্কুলার রোড, প্রবাসী প্রেসে শ্রীনিকুঞ্জবিহারী বসাক বি-এ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আরতি সম্বন্ধে অভিমত

Amrita Bazar Patrika writes :—

"Arati"—We have had a third number of the two-monthly magazine Arati. It is perhaps, the first attempt of its kind in Northern Bengal, though in a small scale. This copy has several articles worth reading like "Barnasram" "Dakshinabharat and Arya Upanibesh" and "Shahitic mysticism or Atindriyabad" and several poems. It has for a year been issuing from the Kanta Memorial Hall at Pabna under the editorship of Babu Radha Charan Shahityaratna in memory of the Poet Rajanikanta. May God grace it with lasting life and success.

Forward :—The services of Rajanikanta Sen, to the cause of nationalism and Swadeshi hardly need any recapitulation. The conductors of the paper are trying to repay the debt which the country owes to the poet and are thereby performing a national duty. There are interesting articles in the paper which will amply repay perusal. * * Arati, we are glad to notice, has got a learned article on "Places of Historical importance in Pabna."

The Telegraph :—This periodical is well-got-up and is brimful of interesting reading matter."

The Servant :—We have received a copy of Arati, a vernacular bi-monthly published from Pabna and edited by Sj. Radha Charan Das. The journal contains interesting articles including one from the pen of Mr. Sasadhar Roy. We have also read with delight short poems by Srimoti Priyambada Devi and Sj. Bhujangadhar Roy. The paper also published interesting notes regarding the district and its people. We welcome the publication of such journals from moffusil and call upon the people of Pabna to carry in this enterprise with enthusiasm.

The New Empire, 22-4-26 :—

It is well edited, well-got-up and there are two notable contributions from Mrs. Priyambada Devi and Mr. Sasadhar Roy.